তেপান্তরী ২০০৫ Tepantori 2005
সপ্তদশ সংকলন 17th Issue
বড়দিন সংখ্যা Christmas Edition

সম্পাদক মন্ডলীঃ
সাইমন গমেজ
যোসেফ ডি' কস্তা
সুবীর এল রোজারিও

কৃতজ্ঞতা স্বীকারঃ
শিলা রোজারিও
ডোমিঙ্গো অনিল গমেজ
অনিল রোজারিও
যোসেফ প্রদীপ দাস
ডেরিক গনছালবেস
ইউফ্রেজি পূর্ণিমা গমেজ
সেবাস্টিয়ান পঙ্কজ রোজারিও
নরবার্ট মেন্ডেজ
বেঞ্জামীন রোজারিও
বার্নাডেট তিলু গমেজ
রেমন্ড গমেজ
পিয়ুস গমেজ
গ্যাব্রিয়েল তাপস গমেজ
জন বাড়ৈ
রানী বালা

প্রচ্ছদ পরিকল্পনায়ঃ
সাইমন গমেজ ও ডেরিক গনছালবেস

কম্পোজ ও গ্রাফিক্সঃ
Raansoft Systems (917) 607-6833

ভেতরের পাতায় . . .

২ ..... খ্রীষ্টান সংগঠনসমূহের তালিকা ও সম্পাদকীয়
৩ ..... সভাপতির বাণী
৪ ..... সাধারণ সম্পাদকের বাণী
৫ ..... ফাদার ষ্ট্যানলী গমেজের শুভেচ্ছা বাণী
৬ ..... সোর্স এন্ড সোলুয়েশনের শুভেচ্ছা বাণী
৭ ..... The Christmas Story
১১ ..... পূর্বদেশীয় চতুর্থ পন্ডিত আর্তাবানের রাজ দর্শন
১৫ ..... প্রভু যীশুর স্বর্গরাজ্য
২১ ..... September 11, 2001
২৫ ..... ৩৪ বছর আগে
২৯ ..... পুরনো ঢাকার আর্মেনিয়ান গীর্জা
৩৩ ..... নাগরী গীর্জার ঘন্টা
৩৭ ..... Highlights of Italy
৪১ ..... My Journey to Vietnam
৪৫ ..... প্রাচীন রোম নগরী ও ভ্যাটিকান
৪৯ ..... Heart Attacks: Prevention & Treatment
৫৩ ..... চোখে চোখে ভালবাসা
৫৭ ..... Logo
৬১ ..... লটারী
৬৫ ..... জেনে রাখা ভাল
৬৫ ..... Did You Know
৬৯ ..... In these Walks of Life
৭৩ ..... Some Wisest Words
৭৭ ..... বঙ্গে খ্রীষ্ট ধর্মের আগমন
৮১ ..... সাম্প্রতিক ঘটনাবলী
৯৩ ..... শুভ বিবাহ, কৃতিত্ব ও যাদেরকে পেলাম
৯৪ ..... প্রথম কমিউনিয়ন
৯৫ ..... যাদেরকে হারালাম
৯৬ ..... প্রবাসী'র দিনগুলি
১১০ ..... কবিতাগুচ্ছ

প্রকাশনায় (**Published by**)ঃ
প্রবাসী বেঙ্গলী খ্রীষ্টান এসোসিয়েশন / Probashi Bengali Christian Association
P.O. Box 1258, New York, NY 10159-1258
Phone: (917) 767-4632 (718) 441-4883
Website: www.pbcausa.org E-mail: info@pbcausa.org

CHRISTIAN ORGANIZATIONS IN NORTH AMERICA:

UNITED STATES OF AMERICA:

PROBASHI BENGALI CHRISTIAN ASSOCIATION. INC.
P.O. Box - 1258 Madison Square Station,
New York, NY 10159-1258 USA
Website : www.pbcausa.org
President : Mr. Joseph D'Costa 917-767-4632
General Secretary : Mr. Richard Biswas 718-441-4883
Registered non-profit 501 (C) (3) organization for NY NJ & CT.

SOURCE AND SOLUTION INC. (COOPERATIVE SOCIETY)
P.O. Box -770691 Woodside Station, NY 10377-770691 USA
President : Mr. Patrick Rozario 917-535-0140
General Secretary : Mr. John Rodrigues 718-429-3273

BANGLADESH CHRISTIAN ASSOCIATION
10-08 Balsamwood Drive,
Laurel, MD 20903 USA
Website: www.BCA-DC.org
President : Mr. Simon Pareira 240-295-058
General Secretary : Mr. Joseph Bablu Gomes 301-572-7839

CHRISTIAN JUBO SHAMAJ
1350 Windmill Lane, Silver Spring, MD20805 USA
E-mail: ustadzee@yahoo.com Website: www.bengalichristian.com
Contact : Mr. Colline Gomes 301-384-4921
Mr. Samual D'Costa (Shankar) 202-277-7233

BANGLADESH CHRISTIAN CO-OPERATIVE SOCIETY
516 Pauls Drive, Silver Spring, MD 20903
President : Mr. Jerome Pobitra Rozario 301-439-1370
General Secretary : Mr. Felix M. Gomez 301-890-5139
E-mail : pobitra@aol.com

CANADA :

BANGLADESH CATHOLIC ASSO. OF ONTARIO, CANADA
31 Beacon Hill Road,
Etobicoke, ON M9V 2K8 CANADA
President : Mr. Pascal Gomes 416-745-4650
General Secretary : Mrs. Zena Gomes 416-745-5105

BANGLADESH CHRISTIAN COOPERATIVE OF ONTARIO,INC.
55 Lioden Avenue, Toronto, ON M1K 311 CANADA
E-mail : bccso2000@hotmail.com
President : Dr. David Mazumdar 416-267-5221
General Secretary : Mr. Gabriel Sandip Rozario 416-269-2142

THE BANGLADESH CATHOLIC ASSOCIATION OF CANADA MONTREAL
7045 Champagneur Avenue # 8
Montreal, QC H4E 3J2 CANADA
President: Mr. Sunil Gomes 514-748-2762
General Secretary: John Anthony Gomes 514-495-2792

BERMUDA

BENGALI CULTURAL ORGANIZATION, BERMUDA
35 Happy Vally Road
Pambrook HM 12 Hamilton BERMUDA
President: Mr. Robin Deesa 441-296-8336
General Secretary: Mr. Shajol Gomes 441-232-5931

সম্পাদকীয়

বছর ঘুরে আবার আমরা এসে দাড়িয়েছি পৌষ পার্বনের দ্বার প্রান্তে। দৈনন্দিন জীবনের ব্যস্ততা, সুখ-দুঃখ, চাওয়া-পাওয়া সব কিছু মিলিয়ে জীবন আজ প্রস্তুত খ্রীষ্টের জন্মোৎসবের আনন্দ বারতা বরন করে নেয়ার জন্য, জীবন আজ প্রস্তুত নূতন দিগন্তের নূতন দিনগুলির জন্য। সমাজের সর্বত্র আজ নূতন প্রানের জোয়ার। সম্মিলিত প্রার্থনানুষ্ঠান, ২১শে ফেব্রুয়ারী শ্রদ্ধার্ঘ্য, বনভোজন, ২য় বাঙ্গালী সম্মেলন, ইয়ুথ সেমিনার, বড়দিন পুনর্মিলনী অনুষ্ঠান আমাদের সবার মাঝে সৃষ্টি করেছে এক নূতন সামাজিক একাত্মতা, বৃদ্ধি করেছে আমাদের পারস্পরিক শ্রদ্ধা ও বন্ধুত্বকে। তেপান্তরীরর প্রতিটি সংখ্যা প্রকাশের মাধ্যমে আমরা চেষ্টা করি এই বাঁধনকে আরও সুদৃঢ় করার জন্য।

বছরের এই সুন্দর সময় আমরা আন্তরিক ধন্যবাদ জানাই তেপান্তরী'র সকল পাঠক-পাঠিকা, লেখক-লেখিকা, ব্যক্তিগত শুভেচ্ছা ও বিজ্ঞাপন দাতাদের। পরিশেষে, আমরা বিশ্বের সকলকে জানাই বিজয় দিবস, বড়দিন ও নববর্ষের আন্তরিক শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন। ধন্যবাদ।

– সম্পাদক মন্ডলী

সভাপতির বাণী

পৃথিবী সূর্যের চারিদিকে ঘুরে এসেছে আরেকটিবার। আমরাও বছরটি অতিক্রম করলাম বিভিন্ন প্রত্যাশিত ও অপ্রত্যাশিত সাফল্যে। প্রতি বছরের ন্যায় এবারও অতিযত্ন, অতি উৎসাহ, উদ্দীপনায়, শিল্প কারুকার্যে, সুন্দর লেখনীতে তেপান্তরীর প্রকাশ। তেপান্তরীর সপ্তদশ প্রকাশনায় যারা বিভিন্নভাবে সহায়তা করেছেন তাদের সকলকে জানাই আমার আন্তরিক ধন্যবাদ।

আমরা এই সময়টিতে আমাদের মানবজাতির মুক্তিদাতা প্রভু যীশুখ্রীষ্টের জন্মতিথি উদযাপন করছি এবং একই সাথে আমরা উদযাপন করছি আমাদের জন্মভূমি বাংলা মায়ের বিজয়লগ্ন। এ মাসটি আমাদের জাগতিক আধ্যাত্মিক জীবনে অত্যন্ত গুরুত্ব বহন করে।

পরিশেষে আপনাদের সকলকে জানাই আমার আন্তরিক প্রীতি ও শুভেচ্ছা। বড়দিন ও নববর্ষ আপনাদের সকলের জীবনে বয়ে আনুক সুখ,সমৃদ্ধি ও সফলতা।

- ধন্যবাদ

যোসেফ ডি' কস্তা (বিকাশ)
সভাপতি
প্রবাসী বেঙ্গলী খ্রীষ্টান এসোসিয়েশন

সাধারণ সম্পাদকের বাণী

"স্বর্গের রাজা এলো ধরায়
চল হেরিতে যায়
তাই বুঝি ঐ নীল আকাশে
স্বর্গদূতে মধুর বীণা বাজায়।"

পাপের দন্ড থেকে মানুষের মুক্তির জন্য ঈশ্বরের শ্রেষ্ঠদান প্রভু যীশু খ্রীষ্টের জন্মদিনের বার্তা সমস্ত মানবজাতির নিকট প্রকাশ করাই "বড়দিন" এর মূল বিষয়। পিতা ঈশ্বর তার পুত্র যীশু খ্রীষ্টকে এ ধরায় প্রেরণ করেন যেন প্রতিটি খ্রীষ্টিয় মন্ডলী ও পরিবার বড়দিন পালনের মধ্য দিয়ে প্রত্যেকে যেন আনন্দলোকের সন্ধান পায়।

বিগত বড়দিনের পূণর্মিলনের পর প্রতি বছরের ন্যায় এবারও আমরা বিভিন্ন সময়ে প্রবাসীর বিভিন্ন কার্যক্রম সকলের পূর্ণ সহযোগিতার মাধ্যমে সফলভাবে করতে সক্ষম হয়েছি- তার জন্য সকলকে জানাই আন্তরিক ধন্যবাদ।

বড়দিনের মঙ্গলবার্তার মর্যাদা দিয়ে আমরা যদি ভ্রাতৃপ্রেম, আত্মত্যাগ, সরলতা, নম্রতা প্রভৃতি দ্বারা নিজেদেরকে পবিত্র করে তুলতে পারি - তখনই হবে অর্থপূর্ন ও পুণ্যমন্ডিত বড়দিন।

বড়দিনের এই শুভলগ্নে সকলের জীবন হোক সুন্দর ও সৌরভময়।

- ধন্যবাদ

রিচার্ড বিশ্বাস
সাধারণ সম্পাদক
প্রবাসী বেঙ্গলী খ্রীষ্টান এসোসিয়েশন

বড়দিনের শুভেচ্ছা বাণী

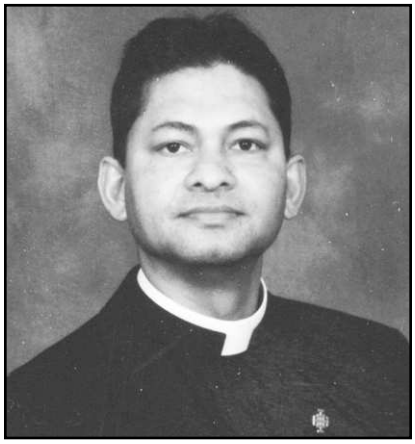

"প্রভুর আত্মা আমার উপর অধিষ্ঠিত,
কেননা তিনি দীনদুঃখীদের কাছে শুভসংবাদ দেয়ার জন্য আমাকে প্রেরণ করেছেন।
বন্দিদের কাছে মুক্তি ও অন্ধদের কাছে দৃষ্টিলাভের কথা প্রচার করতে, পদদলিতদের নিস্তার করে বিদায় করতে,
প্রভুর প্রসন্নতা -বর্ষ ঘোষনা করতে আমাকে প্রেরণ করেছেন।" (লুক ৪:১৮,১৯)

বছর ঘুরে আবার এসেছে প্রভু যীশু খ্রীষ্টের শুভ জন্মতিথি। সারা বিশ্বব্যাপী বহু প্রস্তুতি ও সাজসজ্জার মধ্য দিয়ে এই শুভদিন "বড়দিন" পালিত হচ্ছে। আমরা বাঙ্গালী খ্রীষ্টভক্তগণও স্মরণ করি এই আন্দোৎসবের কারণ। আর সে কারণ হলো প্রভু যীশুর এই ধরায় আগমন ও মঙ্গলবার্তা ঘোষণা। এই মঙ্গলবার্তা শুধু অন্ধকারাচ্ছন্ন পাপের বন্দিত্ব থেকেই মুক্তি নয়, এ মুক্তি অন্যায়ভাবে কারারুদ্ধ অবস্থা থেকেও মুক্তির মঙ্গলবার্তা। এই মঙ্গলবার্তা অন্যায়তার অন্ধতা থেকে মুক্তি লাভের আনন্দ।

খ্রীষ্টের হয়ে এই মুক্তির মঙ্গল বাণী ঘোষণা করা, এর স্বপক্ষে কাজ করা প্রতিটি খ্রীষ্ট বিশ্বাসীর পবিত্র দায়িত্ব ও কর্তব্য। সেই দায়িত্ব পালনে দৃঢ় প্রতিজ্ঞ হয়ে প্রভু যীশুর ধরায় আগমনের মঙ্গলবার্তা সকলের সাথে সহভাগিতার প্রত্যাশা নিয়ে প্রবাসী বেঙ্গলী খ্রীষ্টান এ্যাসোসিয়েশন তাদের মুখপত্র "তেপান্তরী"-র বড়দিন সংখ্যা প্রকাশ করছে। এই শুভ উদ্যোগকে আমি সাধুবাদ জানাই। সেই সাথে সম্পাদকমন্ডলী, পাঠক/পাঠিকা ও এ্যাসোসিয়েশনের সকল সদস্য/সদস্যাকে জানাই পুণ্যময় বড়দিন ও নববর্ষের আনন্দপূর্ণ শুভেচ্ছা। আপনাদের সকলের সার্বিক মঙ্গল কামনা ও আমার যাজকীয় আশির্বাদ সহ-

ফাঃ স্ট্যান্‌লী গমেজ (আদি)

শুভেচ্ছা বাণী

তেপান্তরীর সুন্দর সপ্তদশ প্রকাশনাকে জানাই আমাদের আন্তরিক অভিনন্দন।

বিশ্বময় অভাবনীয় প্রাকৃতিক দূর্যোগ ও চারিদিকে পিড়িত, অভুক্ত মানুষের আর্তনাদের মধ্যেও খ্রীষ্টিয় আর্দশের বহিঃপ্রকাশ, মানুষ মানুষের প্রতি ভালবাসা ও সহানুভূতি প্রকাশে কার্পণ্যহীন।

বছর ঘুরে এরই মাঝে আবারও এল শুভ বড়দিন মানব আত্মার সার্বিক পরিত্রাণের উদ্দেশ্যে যে অসাধারণ শিশু, প্রভু যীশু জন্ম নিয়েছিল গোয়ালঘরে অতি সাধারণভাবে, আজ তাঁর এ জন্মতিথিতে সোর্স এন্ড সোলুইসনের পক্ষ হতে সকল ভাইবোনকে জানাই শুভ বড়দিন ও নুতন বছরের আন্তরিক শুভেচ্ছা ও আশীর্ব্বাদ।

"For unto you is born this day
in the city of David
A Saviour
Which is Christ the Lord"

Patrick Rozario (RANJAN)
প্যাট্রিক রোজারিও (রঞ্জন)
President
Source & Solutions Inc.

The Christmas Story

Pastor Emmanuel Hiwale, Manhattan, NY

The Story of the Birth of Christ Jesus as found in the Holy Bible, in the book of Luke.

Christmas is a Christian holiday that remembers the birth of Jesus on December 25th. Christians normally celebrate this by going to Church, offering prayers and attending family and friendIs parties. These days, many more people also decorate their houses with lights and Christmas ornaments. People post Christmas greeting cards to their friends and family. During the Christmas season, people exchange gifts the tradition of gifts seems to have started with the gifts that the wise men (the Magi) brought to Jesus. As recounted in the Bible's book of Matthew, "On coming to the house they saw the child with his mother Mary, and they bowed down and worshiped him. The 11 opened their treasures and presented him with gifts of gold and of incense and of myrrh." and the tradition of gifts seems to have started with the gifts that the wise men (the Magi) brought to Jesus. And from that, the turn of the century has made gift giving a central focus of the Christmas tradition. Traditionally, Christmas cards showed religious pictures - Mary Joseph and baby Jesus, or other parts of the Christmas story.

How Did Christmas Start?

The Christmas story is found in the Christian Bible. It is told in two different books: Matthew and Luke chapters 1 and 2. These chapters tell how Jesus was born as a baby to Mary. 'Christ' means 'Messiah' or 'Anointed One' - the title given to Jesus...

"Now in the sixth month the angel Gabriel was sent by God to the city of Galilee named Nazareth, to a virgin pledged to be married to a man named Joseph, a descendant of David. The virgin's name was Mary. The angel went to her and said "Greetings, you who are highly favoured! The Lord is with you." Mary was greatly troubled at his words and wondered what kind of greetings this might be. But the angel said to her, "Don't be afraid, Mary, for you have found favour with God. And behold you will conceive in your womb and bring forth a Son and you shall call His name Jesus. He will be great, and will be called the Son of the Most High; and the Lord God will give Him the throne of His father David. And He will reign over the house of Jacob forever, and of His Kingdom there will be no end."

Then Mary said to the angel, "How can this be, since I do not know a man?"

And the angel answered and said unto her, "The Holy Spirit will come upon you, and the power of the Highest will overshadow you; therefore, also, the

Holy One who is to be born will be called the Son of God."

Then Mary said, "Behold the maidservant of the Lord! Let it be to me according to your word." And the angel departed from her.

Now the birth of Jesus Christ was as follows: After his mother Mary was betrothed to Joseph, before they came together, she was found with child of the Holy Spirit. Then Joseph her husband, being a just man, and not wanting to make her a public example, was minded to put her away secretly. But while he

thought about these things, behold, and angel of the Lord Appeared to him in a dream, saying, "Joseph, Son of David, do not be afraid to take Mary as your wife, for that which is conceived in her is of the Holy Spirit And she will bring forth a Son, and you shall call His name, Jesus, for He will save His people from their sins."

So this was done that it might be fulfilled which was spoken by the Prophet, saying: "Behold a virgin shall be With child, and bear a Son, and they shall call His name Emmanuel, which is translated, God with us."

Then Joseph being aroused from sleep, he did as the angel of the Lord commanded him and took to him his wife, and did not know her till she had brought forth her firstborn Son. About that time Caesar Augustus ordered a census to be taken throughout the Empire. This was the first census when Quirinius was the governor of Syria. Everyone had to travel to his hometown to be accounted for. So Joseph went from the Galilean town of Nazareth up to Bethlehem in Judah, David's hometown, for the census. As a descendant of David he had to go there. He went with Mary, his fiancEe, who was pregnant. While they were there, the time came for her to give birth. She gave birth to a son, her firstborn. She wrapped Him in a blanket and laid Him in a manger, because there was no room for them in the hostel.

There were shepherds camping in the neighbourhood. They had set night watches over their sheep. Suddenly, God's angel stood among them and God's glory blazed around them. They were terrified. The angel said, "Don't be afraid. I'm here to announce a great and joyful event that is meant for everybody worldwide: A Saviour has just been born in David's town, a Saviour who is Messiah and Master. This is what you're to look for: a baby wrapped in a blanket and lying in a manger."

At once the angel was joined by a huge angelic choir singing God's praises: "Glory to God in the heavenly heights; Peace to all men and women on

earth who please Him."

As the angel choir withdrew into heaven, the shepherds talked it over. "Let's get over to Bethlehem as fast as we can and see for ourselves what God has revealed to us." They left, running, and found Mary and Joseph, and the baby lying in the manger. Seeing believed. They told everyone they met what the angels had said about this child. All who heard the shepherds were impressed.

Mary kept all these things to herself, holding them dear, deep within herself. The shepherds returned and let loose, glorifying and praising God for everything they had heard and seen. It turned out exactly the way they'd been told! Luke 2:1-20

The Thie Meaning Behind Christmas

It was a simple scene that first Christmas ñ a rough room, a young couple, and nothing but a feeding trough to put the child in. It was probably quite cold and with family far away there was little help. Not exactly the Hallmark moment we like to show in Christmas pageants. And yet this rustic scene marked the greatest event in the history of mankind. God's Son became human and came to earth to save us. God had promised to send a Messiah, one who would save His people from their sins. He could have easily burst on the scene as a full grown man, a seven foot (see page 109)

পূর্বদেশীয় চতুর্থ পন্ডিত আর্তাবানের রাজদর্শন

('স্টাডিস ফর দ্য জার্নি' - থেকে সংকলিত)

নিকোলাস শৈলেন অধিকারী, ক্যালিফোর্নিয়া

প্রাচীন পারস্য বা বর্তমান ইরান দেশে অনেক আগে আর্তাবান নামে এক লোক ছিলেন। দেখতে বেশ লম্বা। গায়ের রংটা একটু কালোর দিকে হলেও তার চোখদুটো বুদ্ধিদীপ্ত। কোঁকড়ানো চুল। তার ওপরে লম্বাটে টুপী। উলের লম্বা জামা। প্রাচীন পন্ডিত লোকদের যাজকেরা এ ধরনের পোষাক পরতেন।

ডিসেম্বরের এক রাতে তাঁর বন্ধুদের বললেন। "ব্যাবিলনের পুরাতন এক মন্দিরে আমার তিন বন্ধু রাতের আকাশে একটা উজ্জ্বল তারা খুঁজছেন। সেই তারা যদি দেখা যায় তবে তাঁরা আমার জন্য দশ দিন অপেক্ষা করবেন। ইস্রায়েলদের মধ্যে যে নতুন রাজার জন্ম হবে তাঁকে দেখতে আমরা জেরুজালেম রওনা হবো। আমার সব সম্পদ বিক্রি করে তিনটা মূল্যবান পাথর কিনেছি। একটা নীলমণি, একটা লালচূণী এবং একটা মুক্তো। এসবই তাকে উপহার দেব।

ঐ-রাতে আর্তাবান আকাশে তাকিয়ে দেখলেন একটা তারা উজ্জ্বল আলোর ঝর্ণার ধারা ছড়াচ্ছে। তিনি বললেন। "ওটাই তো সেই চিহ্ন! রাজা আসছেন। আমাকে তার সাথে দেখা করতেই হবে।" এই বলেই তিনি যাত্রার জন্য প্রস্তুত হলেন।

দশম দিনের সন্ধ্যা থেকে আর মাত্র তিন ঘন্টার যাত্রা বাকী আছে। হঠাৎ ঘোড়ার পায়ের খুরের নীচে 'ধুব' করে একটা শব্দ। তারাভরা আকাশের মৃদু আলোয় দেখা গেল একটা অসহায় মানুষ গোঙাচ্ছে।

আর্তাবান ভাবলেন। অপরিচিত এক মৃত্যুপথযাত্রীর জন্য তিনি থমকে যাবেন? - তাহলে ঐ তিন পন্ডিতের নাগাল আর পাওয়া যাবে না। এক দুঃস্থকে সাহায্য করার বিনিময়ে জীবনের বড় ইচ্ছেটাকে বাদ দিতে হচ্ছে।

ঘোড়া থেকে নেমে মুমূর্ষু লোকটাকে কোলে করে উঁচু এক ঢিবির কাছে নিয়ে এলেন। যা সঙ্গে ছিল তাই দিয়ে লোকটার জ্ঞান ফিরিয়ে আনার চেষ্টা করলেন। লোকটা একটু শক্তি পেলো। চোখ খুললো। ফিসফিস করে আর্তাবানকে বললো। "আপনার সাহায্যের বদলে আমার দেবার কিছুই নেই। তবে এই সংবাদটা আপনার প্রয়োজন হতে পারে। আমি ইহুদী। আমাদের ভাববদীরা একথা বলে গেছেন। যে মশাই-কে আপনি খুঁজছেন তিনি যিরুজালেমে জন্ম নেবেন না। তাকে বেথলেহেমে খুঁজে দেখবেন। ঈশ্বর আপনার যাত্রা নিরাপদ করুন। কারণ আপনি পীড়িতের সেবা করেছেন।"

মধ্যরাত। ঐ তিন বন্ধু মরুভূমি পেরিয়ে আর্তাবানকে পিছনে ফেলে অনেক দূর এগিয়ে গেছেন। মনে মনে তিনি একটু ভেঙ্গে পড়েন। "এখন আমাকে নীলমণিটা বিক্রি করে খাবার-দাবার ও অন্যান্য জিনিষপত্র বহনের জন্য কয়েকটা উট কিনতে হবে।"

আর্তাবান যখন বেথলেহেমে পৌঁছলেন তার তিন দিন আগে ঐ তিন পন্ডিত শিশু-রাজাকে দর্শন করে বাড়ীর পথে ফিরে গেছেন। গ্রামের পথে হাঁটতে হাঁটতে দেখতে পেলেন একটা ছোট্ট ঘরের দরজায় এক মা গান গেয়ে তার ছোট্ট বাচ্চাকে ঘুম পাড়াচ্ছেন। আর্তাবান তার সামনে গিয়ে দাঁড়াতে মা বলল। "সাধু যোষেফ, তাদের শিশু ও মা মরিয়মকে নিয়ে গত রাতেই মিশরে পালিয়ে গেছেন।"

হঠাৎ গ্রামের মধ্যে একটা হৈচৈ। শোরগোল। "সৈন্যরা আসছে! হেরোদের সৈন্যরা খোলা তলোয়ার নিয়ে ধেয়ে আসছে!! ওরা আমাদের সব ছোট বাচ্চাদের মেরে ফেলছে!!"

মায়ের মুখ দারুন ভয়ে ফ্যাকাশে হয়ে এলো। সোনামণিকে সজোরে বুকে চেপে ঘরের অন্ধকার কোণে চুপটি করে বসে রইলো। আর্তাবান কবাটে একটা হাত রেখে দরজা আগলে দাঁড়িয়ে। সৈন্যাধক্ষ এগিয়ে এলে আর্তাবান বললেন। "এ ঘরে আমি একা থাকি। আশা করছি বিজ্ঞ সৈন্যাধক্ষ এই মূল্যবান লালচূণী পাথরের বিনিময়ে আমাকে একটু শান্তিতে থাকতে দেবেন।

মুচকি হেসে হাত বাড়িয়ে পাথরটা নিয়ে সে বলল। "এখানে কোন বাচ্চা নেই। দল, সামনে আগাও।" আর্তাবানের দ্বিতীয় উপহার লালচূণীটা হাত ছাড়া হয়ে গেল।

মা আনন্দে কেঁদে ফেললো। বলল। "আপনি আমার ছেলেটার প্রাণ বাঁচালেন। ঈশ্বর আপনাকে আর্শিবাদ করবেন। আপনার মুখ উজ্জ্বল করবেন। আপনি শান্তি খুঁজে পাবেন।"

আর্তাবান ঘর থেকে বার হলেন। ফেলে যাওয়া মায়ের স্মিত হাসিতে উজ্জ্বল মুখটা ভারী ভালো লাগলো তার।

এরপর দেশের পর দেশ ঘুরে বেড়াবার তাড়া। মাস, বছরের পর বছর পেরিয়ে যায়। এর মধ্যেই তিনি যাতনা-ভরা পৃথিবীর অনেককেই সাহায্য করার সুযোগ পেয়েছেন। গরীব যারা খেতে পাচ্ছে না, খাবারের ব্যবস্থা করলেন। বস্ত্রহীনকে কাপড়-চোপড় কিনে দিলেন। সেবা করলেন দুঃস্থদের। সান্ত্বনা দিলেন শোকাতুরদের।

এমনিভাবে তেত্রিশ বছর কেটে গেল। আর্তাবান এখন ক্লান্ত। বয়সও ত' বেড়ে গেছে। তার মনে হচ্ছে জীবনের শেষ দিনটার দিকে এগিয়ে যাচ্ছেন। ভাগ্যক্রমে সেই হারিয়ে-যাওয়া রাজাকে খুঁজতে খুঁজতে শেষবারের মতো যিরুজালেমে ফিরে এলেন। শহরের লোকজনদের মধ্যে কিসের একটা উত্তেজনাভাব। একজনকে ডেকে বললেন। "কী ব্যাপার?" উত্তর পেলেন। "শোনেন নি কিছু? নাসারতের যীশুকে ওরা আজকে ক্রুশে টাঙাচ্ছে। যীশু নিজেকে ঈশ্বর-পুত্র বলতেন, ইহুদীদের রাজা বলতেন - এই তার বিরুদ্ধে অভিযোগ!"

আর্তাবানের মনটা দুলে উঠলো। ভাবলো। "আমি ঠিক সময়ে এসেছি।

দেখি, রাজার জীবন বাঁচাতে আমার শেষ মুক্তোটাকে মুক্তি-পণ হিসেবে দিতে পারি কি-না।"

এ সময়ে কয়েকটা সৈন্য একটা যুবতী মেয়েকে পথ ধরে টেনে-হিঁচড়ে নিয়ে যাচ্ছে। মেয়েটা হঠাৎ তাদের কাছ থেকে ছুটে এসে আর্তাবানের পায়ের ধারে ঝাঁপিয়ে পড়লো। বললো। "দাসী হবার জন্য এরা আমাকে বিক্রি করবে। আমাকে বাঁচান।"

আর্তাবান ভাবেন। এটাই কী তার শেষ মহাপরীক্ষা? রাজাকে দিতে চাওয়া আগের দুটো উপহার মানুষের কল্যাণের জন্য বিক্রি করতে হয়েছে। বুকের কাপড়ের নীচে লুকিয়ে রাখা তৃতীয় উপহার মুক্তোটা বাইরে বার করলেন। পাথরটার এত উজ্জ্বল আলো এর আগে কখনো দেখা যায় নি। বললেন। "শোন মেয়ে। ভয় নেই। আমি তোমার জীবনের মুক্তি-পণ হিসেবে এই পাথরটা ওদের দিচ্ছি।"

ঠিক তখনই ভীষন ভূমিকম্পে শহরটাকে নাড়িয়ে দিল। সূর্যের আলো মিলিয়ে গিয়ে আকাশ হয়ে উঠলো অন্ধকার। ঘরের চালের একটা টালি উড়ে এসে বৃদ্ধ আর্তাবানের কপালে আঘাত করলো। মাটিতে লুটিয়ে পড়লেন। হাল্কা গোধূলীর আলো বেয়ে দূর থেকে যেন এক মিষ্টি স্বর ভেসে আসছে। শোনার জন্য মেয়েটা আর্তাবানের মুখের কাছে তার কান পাতলো।

বৃদ্ধ আর্তাবান যেন কারুর প্রশ্নের উত্তরে অতি ধীরে ধীরে বলছেন। "না, প্রভু, না। কখন তোমাকে ক্ষুধার্ত দেখে খাবার দিয়েছি? তৃষ্ণার্ত দেখে জল দিয়েছি? কখন তোমাকে অতিথি দেখে ঘরে ডেকে নিয়েছি? কাপড় পরিয়েছি নগ্ন দেখে? যত্ন নিয়েছি পীড়িত দেখে? তেত্রিশ বছর তোমাকে তন্ন তন্ন করে খুঁজে বেরিয়েছি। তোমার মুখটা কখনো দেখতে পাই নি। তোমাকে সেবা করার সুযোগ পেলাম কোথায়?

আর্তাবান থামলো। মেয়েটা সেই মিষ্টি সুরটা আবার শুনতে পেলো। স্বরটা দূর থেকে মৃদু আলো ও বাতাসে ভর করে আসছে। কাঁপতে কাঁপতে আসছে। "তোমাদের কাছে আমি সত্যি করেই বলছি। আমার অসহায়, অবহেলিত ভাইবোনদের কোন একজনের জন্য যখন ঐ কাজগুলো কর, ওগুলো আমার জন্যই করেছো।"

বরফ ঢাকা পাহাড়ের চূড়ায় সকালের রোদ এক মায়াময় দ্যুতি ছড়ায়। সে-ধরনের এক অনাবিল শান্তি র আনন্দ-ধারা আর্তাবানের ম-ান চোখেমুখে ছড়িয়ে পড়লো। তার ঠোঁট বেয়ে প্রশান্তির শেষ দীর্ঘ নিঃশ্বাসটি বার হয়ে গেল।

চতুর্থ পন্ডিত আর্তাবানের দীর্ঘ যাত্রা শেষ। রাজার কাছে তার সবকটি উপহার পৌছে গেছে। আর্তাবান মহা-রাজাধিরাজের দর্শণ পেয়েছেন।

প্রভু যীশুর স্বর্গরাজ্য

ডেভিড স্বপন রোজারিও, টরেন্টো, কানাডা

শনিবার বিকালে মিসা থেকে বের হয়ে হাঁটতে হাঁটতে অন্টারিও লেকের পারে এসে দাঁড়ালাম। স্থানটি বায়ুসেবনকারীদের জন্য একটি উত্তমস্থান। স্বাস্থ্য ঠিক রাখতে কেউ দৌড়াচ্ছে কেউ হাঁটছে, কেউবা দু-বাহু তুলে উঠবস করে ব্যায়াম করছে। একটা লম্বা কাঠের ব্রীজ বেশ খানিকটা লেকের মধ্যে প্রবেশ করেছে। সেখানে নানা রঙ্গের ও বর্ণের ছোট বড় মাঝারি ধরণের বোট ও বিলাসবহুল প্রমোদতরীগুলি সারিবদ্ধভাবে নোঙ্গর করে রাখা হয়েছে। সৌখিন মৎসশিকারীরা, মাছধরার নানা সরঞ্জাম নিয়ে বোটে বরে ছুটে যায় গভীর লেকে মাছ ধরার জন্য। গাংচিল গুলি ঝাঁকে ঝাঁকে উড়ে এসে ব্রীজের কাঠের রেলিং এর উপর বসে বিশ্রাম নেয়। পরস্পরের মধ্যে ঠোকাঠুকী করে এবং মাঝে মাঝেই কারণে অকারণে তীক্ষ্ণ কণ্ঠে চিৎকার করে উঠে। অদূরে একঝাঁক পেলিক্যান লেকের জলে ভেসে বেড়াচ্ছে। স্পীড বোটগুলি ক্ষিপ্রগতিতে জলে প্রচন্ড আলোড়ন তুলে, একদিক থেকে অপরদিক ছুটে যাচ্ছে। পশ্চিমদিগন্তে হেলেপরা সূর্য ক্রমান্বয়ে তার চোখ বাঁধানো তেজ হারিয়ে, রক্তবর্ণ ধারণ করছে। যে কোন মুহূর্তে পানকৌড়ির মতো টুপ করে ডুব দিয়ে হারিয়ে যাবে দৃশ্যপট থেকে। একখন্ড প্রকান্ড পাথরের উপর বসে, সে সব দৃশ্য দেখতে ভারী মজা লাগে। প্রকৃতি যেন এখানে উদারভাবে ধরাদেয়। এর একটা আলাদারূপ আছে, আছে আলাদা একটা বৈশিষ্ট্য। মনে হয় রং তুলি দিয়ে শিল্পী আপন মনের মাধুরী মিশিয়ে, ক্যান ভাগের উপর এক মনোমুগ্ধকর ছবি এঁকে রেখেছে।

কানাডার বিশাল অন্টারিও লেকটিকে যখন প্রথম দেখি, তখন ভেবেছিলাম বোধহয় একটা শান্ত সমুদ্র। পরে অবশ্য সে ভূল আমার ভেঙ্গেঁছে। লেকের জল ক্ষণে নীল, ক্ষণে কালো। আকাশের রঙ্গেঁর সাথে এরও রূপ বদলায়। যতদুর চোখ যায় শুধু পানি আর পানি। লেকের ধার ঘেষে সুন্দর এক মসৃণপথ এঁকে বেকে চলে গেছে। শিশু কিশোররা সাইকেলে চড়ে ঘুরে বেড়ায় সেখানে। অগভীর স্বচ্ছ পানিতে সাঁতারে বিভিন্ন সরঞ্জাম নিয়ে অনেকে, পরিবার পরিজন সহ সাঁতার কাটে। লেকের ধারে ছায়াঘেরা বন-বনানীর মাঝে, বনভোজন ও ভ্রমণবিলাসীদের জন্য রান্না-বান্নার সু-বন্দোবস্ত আছে। নানা কারণে মনটা যখন ভারাক্রান্ত হয়ে পরে, তখন ছুটে আসি এ লেকের ধারে। বিশাল লেকটির অকৃপন ঠান্ডা হাওয়া ভেসে এসে, মনকে শিতল করে দেয়। ধুয়ে মুছে দেয় মনের সমস্ত গ-ানি, ব্যাথা বেদনা, নব-উদ্যমে এগিয়ে চলার প্রেরণা যোগায়। উন্মুক্ত আকাশের নীচে লেকের মিষ্টি মধুর হাওয়ার স্পর্শে, ছোট বেলার একটি কবিতার কথা মনে পরে যায়-

"আকাশ আমায় শিক্ষা দিল,
উদার হতে ভাইরে,
কর্মী হওয়ার মন্ত্র আমি
বায়ুর কাছে পাইরে।"

প্রবাস জীবনে মনোমুগ্ধকর প্রাকৃতিক পরিবেশের মাঝে একান্তে যখন বসি, তখন দেশের কথা তন্ময় হয়ে ভাবি। কোথায় ছিলাম আর কোথায় এলাম। দেশে কি দেখেছি আর কি শুনেছি এবং এখানে কি দেখছি। একটি অতি উন্নত দেশের সাথে, অনর্থক বোকার মতো তুলনা করতে বসে যাই। ভাবি আমাদের দেখাটা যদি এরকম হতো। কানাডাতে সবাই প্রচন্ড ব্যস্ত। ফলে মিসা শেষ হওয়ার পর কেউ আর অযথা সময় নষ্ট করে না। পরিচিত কাউকে দেখলে হাই-হ্যালো বলে, যে যার মত ছুটে চলে আপন পথে। তাদের নিয়ে গাড়ীগুলো হুস হুস করে একে একে বের হয়ে যায়। কিছুক্ষনের মধ্যে গীর্জা প্রাঙ্গঁন ফাঁকা। আমাদের দেশের মত এখানে দাঁড়িয়ে দীর্ঘ আলোচনার সুযোগ নেই, নেই পরিজনদের নিয়ে চলার পথে বখাটেদের আপত্তিকর ধাক্কা বা কটুক্তি। নেই জটলার মধ্যে অপেক্ষারত কপোত-কপোতদের উদ্বিগ্ন হৃদয়ের দীর্ঘশ্বাস। মনোবীনায় মিষ্টি মধুর আবেগের সুরঃ-

"যাবার আগে কিছু বলে গেলে না,
নীরবে শুধু রইলে চেয়ে,
কিছু কি বলার ছিল না।"

যদিও এখানে প্রেমিক-প্রেমিকাদের মাঝে প্রেম নিবেদন চলে তবে তা অকেটা শালীনতা ও সমঝোতার মধ্য দিয়ে একটা নির্দ্দিষ্ট সীমা রেখার মাপকাঠিতে। যা হোক, মিসাতে উপদেশ প্রদানকালে স্থানীয় ফাদার, সমস্ত হিংসা-বিদ্বেষ ভূলে গিয়ে, পরস্পরকে ক্ষমা ও ভালবাসার উপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করেন। তিনি বলেন, ক্ষমাই হচ্ছে মহত্বের লক্ষণ। পবিত্র বাইবেল থেকে একটি অংশের উদ্ধৃতি দিয়ে তিনি বলেন, প্রভু যীশু তাঁর শিষ্যদের এ শিক্ষা দিয়েছেন যে, "তোমার ভাই যদি পাপ করে তাকে তিরস্কার করো, সে যদি অনুতপ্ত হয়, তবে তাকে ক্ষমা কর। যদি সে দিনের মধ্যে সাতবার চায়, তাকে ক্ষমা কর। "প্রভু যীশু আমাদের জন্য ক্ষমার এক মহান বাণী দিলেন," কেউ যদি তোমার এক গালে চড় মারে, তবে অন্য গালটিও তার দিকে বাড়িয়ে দিও। "তিনি আরও বলেছেন," তোমার শুত্রুকে ভালবাস। যারা তোমাদের নির্যাতন করে তাদের জন্য প্রার্থনা কোর।" (নথি৫-৪৪ পদ)

খ্রীষ্টবাগ উৎসর্গের পর ফাদার শান্তি কামনা করে বললেন, প্রভু যীশু ভোজে বসার পূর্বে তাঁর আপন শিষ্যদের বললেন, আমি তোমদের মাঝে শান্তি রেখে যাচ্ছি, আমারই শান্তি তোমাদের দান করছি। অতপর তিনি যখন উপস্থিত সকল খ্রীষ্টভক্তদের উদ্দেশ্যে বললেন, এসো আমরা পরস্পরকে খ্রীষ্টের শান্তি প্রদান করি। তখন অনেক দিন আগের একটি ঘটনার কথা মনে পরে গেল, যা ভাবলে আজও মনে ভীষণ অপরাধবোধ জেগে উঠে। আমি তখন ঢাকা ক্রেডিটের পরিচালক মন্ডলীর কনিষ্ঠতম সদস্য। কোন এক রোববার সন্ধ্যায় বোর্ড মিটিং। মিসা থেকে ফিরে এসে একজন ক্ষমতাবান নেতা সকল কর্মকর্তাদের সামনে অত্যন্ত গর্বের সাথে বলতে লাগলেন ফাদার যখন পরস্পরকে শান্তি প্রদানের আহ্বান জানালেন, তিনি শান্তির উদ্দেশ্যে ডানদিকে যেইনা হাত বাড়াতে যাবেন, ওমনি দেখেন তার চির সামাজিক শত্রুটিকে। তিনি অপ্রস্তত হয়ে দ্রুত অন্যস্থলে সরে দাঁড়ালেন, একথা বলে উচ্চ হাসিতে তিনি ফেটে পড়লেন। বলা বাহুল্য সবাই তার সাথে যোগদিল্ এমনকি কেউ কেউ নানা সমালোচনায় মেতে উঠলো পরিচিত শত্রুটির বিরুদ্ধে। তাকে আজ আর দোষ দিচ্ছিনা। আমরা অনেকেই ভদ্রতার মুখোশ পরে, অহরহ এইরূপ আচরণ করছি। কি গীর্জায় কি সামাজিক প্রতিষ্ঠানে।

বহুসাংস্কৃতিক কৃষ্টি ও ভাষাভাষির দেশ কানাডাতে অবশ্য সে ভাবনা নেই। গীর্জা ঘরে আমার পাশাপাশি যারা বসেন তারা নান বর্ণের নানা ভাষার লোকাকারও সাথে আমার সামন্য পরিচয় নেই। সানন্দে এদের প্রতি খ্রীষ্টের প্রেম ও শান্তি বিতরণ করা যায়। মনে কোন গ-ানি থাকেনা। তবে ব্যতিক্রম যে নেই তা নয়। বর্ণবাদ পাশ্চ্যাত্য দেশে সবজায়গায় আছে, কম আর বেশী। ফলে কিছু সাদা চামড়ার লোকের দিকে, বিনয়ের হাসি হেসে করমোদনের জন্য হাত বাড়ানোর, মাঝে মাঝেই চরমভাবে উপেক্ষিত হতে হয়। তখন স্ব সম্মানে হাত গুটিয়ে নেওয়া ছাড়া, আর পথ থাকে না। এতে অবশ্য মনে ভীষণ ক্ষোভ জম্মায় বই কি। আবার স্ব-জাতীয় অন্যদের বদান্যতা ও বিণয় দেখলে, সে ক্ষেভিদূর হয়ে যায়। বিদেশে এদের কথা না হয় বাদই দিলাম।

স্ব-দেশে আমরা আত্নীয়স্বজন ও পরিচিতদের ঘিরে বাসকরি। অনেকের সাথে বাল্যকাল থেকের একসঙ্গে খেলি, এক সঙ্গে পড়ি। এভাবেই একসময় বেড়ে উঠে বৃহত্তর সমাজের সাথে মিশে যাই। সামাজিক নেতৃত্বের কারণেই হউক বা অন্য যে কোন কারণে, আমাদের মধ্যে যদি মনোমালিন্য বা কথাকাটাকাটি হয়, তবে পরস্পরের বিরুদ্ধে নানা মিথ্যা অপবাদ, নোংড়া সমালোচনা ও হিংসা বিদ্বেষ ছড়াই। তখন নিত্যদিন দেখা সাক্ষাৎ হলেও, কথা হয় না। সামনা সামনি পরে শুনে ঘৃণায় মুখ ফিরিয়ে নেই। মাঝে মাঝে প্রতিজ্ঞা করি, না আর সমালোচনা করব না কিন্তু কয়েজজন একত্রিত হলেই, নানা আপত্তিকর সমালোচনায় মেতে উঠে। মদ, গাজা, হেরইন, সিগারেট ইত্যাদি যেমন নেশা খোররা ছাড়ি ছাড়ি করেও সহজে ছাড়তে পারে না বারবার প্রতিজ্ঞা করেও, প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ করে তেমনি অনর্থক সমালোচনা, পরচর্চা, পরনিন্দা করা যাদের স্বভাব, তারা বিবেকের কাছে ধিক্কৃত হলেও, চরিত্র বদলাতে পারে না। অথচ আমাদের সমাজে কত জ্ঞানী গুনি, সৎ আদর্শ যোগ্য নেতা কর্মী আছেন, তাঁদের অবদানের কথা স্বীকার করা ও প্রশংসা করার মতো লোকের ভীষণ অভাব। ফলে খ্রীষ্টের অনুসারি হয়েও গীর্জায় বা সামাজিক কোন অনুষ্ঠানে পাশাপাশি বসতে ঘৃণাবোধ করি। তাই ভাবি আমাদের সর্বশেষ গন্তব্য কোথায় ? স্বর্গে ? মধ্য স্থানে ? নাকি নরকেস? তা অবশ্য আমরা জানিনা। তবে জাগতিক সকল কর্মকান্ডে মূল্যায়ণ করলে, সহজে অনুমান করা যায় কোথায় হওয়া উচিত। কিছুদিন আগে একটি রেঁস্তোরায় এক বিদগ্ধ লেখকের কিছু ব্যাঙ্গোক্তি পড়েছিলাম। মনে হয় আমাদের এ রুঢ় মানসিকতা, অহংকার ও ভ্রষ্টাচার দেখে তিক্ত বিরক্ত হয়ে, নিম্নোক্ত ব্যাঙ্গোক্তি করেছিলেন।

তুমি কেন উদ্বিগ্ন হও ?
দুটি কারণে তুমি উদ্বিগ্ন হতে পার।
খাও বা ক্ষুধার্থ হও।
যদি খাও, তবে উদ্বিগ্ন হওয়ার কোন কারণ নেই।
যদি ক্ষুধার্থ হও তবে দুটি কারণে উদ্বিগ্ন হতে পার।
অসুস্থ্য হও বা সুস্থ্য থাক।
যদি সুস্থ্য থাক, তবে উদ্বিগ্ন হওয়ার কোন কারণ নেই।

যদি অসুস্থ্য হও, তবে দুটি কারণে উদ্বিগ্ন হতে পার।
সুস্থ্য হও বা মারা যাও।
যদি মারা যাও, তবে দুটি কারণে উদ্বিগ্ন হতে পার।
স্বর্গে যাবে না কি নরকে।
যদি স্বর্গে যাও, তবে চিন্তার কোন কারণ নেই।
যদি নরকে যাও, তবে সেখানে তোমার পরিচিত অনেক বন্ধু বান্ধবকে দেখতে পাবে, সুতরাং সেখানে ও তোমার উদ্বিগ্ন হওয়ার কোন কারণ নেই।

অথচ প্রভু যীশুর স্বর্গরাজ্যে কত সুখ, কত শান্তি। তিনি তাঁর স্বর্গরাজ্যে আসার জন্য অবিরত আমাদের এই বলে আহ্বান জানান, "হে পরিশ্রান্ত ভারাক্রান্ত লোক সকল আমার নিকট আইসো, আমি তোমাদের বিশ্রাম দিব।" প্রভু য়ীশুর প্রেমের রাজ্যে তিনিও রাজা ও সর্বময় ক্ষমতার অধিকারী। তাইতো পিলাত যখন প্রশ্ন করলেন, তুমিও তাহলে রাজা ? যীশু বললেন," আমাকে রাজা বলেছেন, আপনি যথার্থই বলেছেন। হ্যাঁ এ উদ্দেশ্যেই জন্মগ্রহণ করেছি। এ জগতে সত্যের পক্ষে সাক্ষ্য দেবার জন্যই আমি এসেছি। যারা সত্য ভালবাসে, তারা সকলেই আমার অনুসারী। "(নথি ১৮-৩৭ পদ) আমরা প্রভু যীশুর প্রেমের রাজ্যে নাগরিক হতে পারি সাধারণত আমরা যে দেশের নাগরিক হই, সে দেশের রাষ্ট্র পরিচালনার জন্য একজন প্রেসিডেন্ট প্রধানমন্ত্রী ও মন্ত্রীপরিষদের প্রয়োজন হয়। তাঁদের ক্ষমতা আসে জনসাধারণের কাছ থেকে। দেশের নাগরিক হিসেবে ভোট দিয়ে নেতা তৈরী করতে হয়। প্রজাতন্ত্রে সংখ্যাগরিষ্ঠ দলই দেশ পরিচালনা করেন। কিন্তু প্রভু যীশুখ্রীষ্ট নিজেই নেতা, তিনিই আদি তিনিই অন্ত। সেখানে ভোট দিয়ে নেতা তৈরী করতে হয় না। রাষ্ট্র গঠন করতে হয়না, ফলে কোন প্রেসিডেন্ট প্রধানমন্ত্রী বা ক্যাবিনেট গঠন করতে হয়না। ফাইল নিয়ে দরবারে দরবারে, ধন্যা দিতে হয় না। তোষামোদ বা ঘুষের কোন কারবার নেই। কোন দলাদলি বা কোন্দল নেই, কারণ সবাই সমান অধিকারী। রাষ্ট্র নেই তাই যুদ্ধ বিবাদও নেই। ফলে কোন সেনাবাহিনী ও পুলিশের দরকার নেই। রক্ষাকারী, স্বর্গদূতগণই সকলের সেবায় সর্বদা নিয়োজিত । কোন কোর্ট কাচারী নেই, ফলে বিচারের নামে অবিচার হয়না। প্রজাতন্ত্রে সংসদে আইন তৈরী হয়, আবার সংখ্যা গরিষ্ঠতার সুযোগে সে আইন বদলানোও যায়। কিন্তু প্রভু যীশুর আইন আদিতে যা ছিল এখনো তাই আছে এবং অনন্তকাল পর্যন্ত তা থাকবে। কারণ তিনি বলেছেন, "ভেবোনা যে আমি মজেসের দেওয়া আদেশ ও প্রবক্তাদের শিক্ষা লোপ করতে এসেছি। না লোপ করতে আসিনি বরং তা পূর্ণ করতে এসেছি। " (নথি ৫-১৭ পদ)

জাগতিক জীবনে কি খাব, কি পড়ব বলে আমরা ভাবিত হই। কিন্তু স্বর্গরাজ্যে ঈশ্বরের বাক্যই খাদ্য। প্রভু যীশু বলেন "কাজেই কি খাবো কি পান করবো কি পরবো এ নিয়ে চিন্তা করোনা। তোমাদের স্বর্গনিবাসী পিতা ঈশ্বর তিনি জানেন যে, এসব জিনিষে তোমাদের প্রয়োজন আছে । কিন্তু প্রথমে তাঁর রাজ্য ও ধার্মিকতার অন্বেষা কর, তাহলে এ সব কিছুই তোমাদের দেবেন। (নথি ৬--৩১ ৩২ পদ) প্রভু যীশু স্যামরিয়ান নারীকে বলেছিলেন, "জাগতিক জীবনে জলের পিপাসা পায়, আর যে এই জল পান করে তার আবার পিপাসা পায়। কিন্তু আমি যে জল দেই, তা পান করলে আর পিপাসা পাবেনা। আমি যে জল দেই, তা শ্বাশত জীবন দিতে তার অন্তরে এক উৎসে পরিণত হয়, যার জল চিরকাল বইতে থাকে" (জন৪ ১৩ ১৪ পদ) প্রজাতন্ত্রে সরকারকে আমাদের ট্যাক্স দিতে হয়, না দিতে পারলে নানা হয়রানীর শিকার হতে হয়, এমনকি, জেল জরিমানাও হয়। কিন্তু প্রভুর রাজ্যে কোন ট্যাকসের বালাই নেই। তাঁর রাজ্যে কোন রোগপীড়া নেই, যার জন্য ঔষধ, ডাক্তার বা হসপিটালে ভর্তি হতে হয় না। জাগতিক জীবনে পরম আত্মীয়র মৃত্যুতে, আমরা গভীর শোক কাতর হয়ে পরি। তাদের বিয়োগ ব্যাথায় হৃদয় আমাদের ক্ষত-বিক্ষত হয়ে যায়। যদিও আমরা জানি আমাদের দেহ পুনরুত্থান করবেনা, দেহ মাটির সাথে মিশে যাবে কিন্তু আত্মা একদিন পুণরুত্থিত হবে। প্রভু যীশু বলেন, " আমিই পুনরুত্থান ও জীবন। আমাকে যে বিশ্বাস করে সে অন্য সকলের মতো, মরলেও আবার জীবিত হবে। আর যে কেউ জীবিত আছে, আর আমাকে বিশ্বাস করে, সে কখনো মরবেনা। (নথি ৪- ২৫ পদ) জাগতিক জীবনে ধন সম্পদের প্রতি আমাদের মোহ আছে। অনেক সময় প্রাচুর্য্যের মধ্যে আমরা গা ভাসিয়ে দেই। ধর্ম কর্ম ভুলে যাই। এমনও হয়, আমাদের ধন যেখানে মনও সেখানে পরে থাকে। বিপুল ধন সম্পদের অধিকারীদের বিষয়ে প্রভু যীশু সতর্ক বানী দিয়েছেন, যাতে তারা মন ফিরায়।

একদিন এক যুবক এসে প্রভু যীশুকে জিজ্ঞেস করলো, হে প্রভু, শ্বাশত জীবন পাবার জন্য আমাকে কি কি সৎ কর্ম করতে হবে ? প্রভু যীশু বললেন, শ্বাশত জীবন যদি পেতে চাও, তবে ঈশ্বরের আজ্ঞা পালন কর। সে বললো, কোন কোন আজ্ঞা পালন করবো ? প্রভু যীশু বললেন, নরহত্যা কোরনা, ব্যভিচার কোরনা, চুরি কোরনা, মিথ্যা সাক্ষ্য দিয়োনা, পিতা মাতাকে সম্মান করিও ও প্রতিবেশীকে নিজের মতো ভালবেসো। সে বললো, এ সমস্ত আজ্ঞাতো আমি সব সময়ই পালন করে আসছি, এছাড়া আমাকে আর কি করতে হবে ? প্রভু যীশু বললেন, ঈশ্বরের দৃষ্টিতে যদি তুমি নিখুঁত হতে চাও, তবে যাও আর তোমার যা কিছু আছে, সব সম্পত্তি বিক্রি করে, গরীবদের মধ্যে বিলিয়ে দাও তাতে তুমি স্বর্গে ধনসম্পত্তির অধিকারী হবে। আর এস আমার অনুসারী হও। প্রভু যীশুর একথা শুনে সে ক্ষুন্নমনে চলে গেল, কারণ সে খুবই ধনী ছিল।"

তখন প্রভু যীশু তাঁর শিষ্যদের বললেন, ধনীর পক্ষে স্বর্গরাজ্যে প্রবেশ করা কঠিন। আমি আবারও বলি ধনীর পক্ষে স্বর্গে ঈশ্বরের রাজ্যে প্রবেশ করার চেয়ে বরং ছুঁচের ফুটো দিয়ে উটের প্রবেশ করা সহজ হবে।"

তাহলে পরিত্রাণের উপায় কি ? প্রভুযীশু তাঁর শিষ্যদের বললেন, "পাপের পথ ছেড়ে তোমরা যদি ঈশ্বরের দিকে না ফের, আর ছোট শিশুর মতো না হয়ে ওঠ, তবে কিছুতেই স্বর্গরাজ্যে প্রবেশ করতে পারবে না।" (নথি ১৮-২-৩ পদ) তিনি বলেন, আমার আজ্ঞা "আমি তোমাদের যে পরিমাণে ভালবাসি, তোমরাও সেইরকম পরস্পরকে ভালবাস।" (নথি ১৫-১২ পদ)

আর এই ভালবাসার প্রশ্নে, অনেকদিন আগেএক ফাদার গল্প ছলে বলেছিলেন, পুনরুত্থান দিবসে স্বর্গেরদ্বার উম্মুক্ত। সাধুপিতর স্বর্গদ্বারে দাঁড়িয়ে আছেন। সামনে বিশাল সারিবদ্ধ মানুষ। তিনি বললেন, আজ তোমাদের সবার জন্য স্বর্গেরদ্বার উম্মুক্ত। তবে শর্ত একটা আছে, যারা আমার প্রশ্নের সঠিক উত্তর দিতে পারবে, কেবলমাত্র তারাই স্বর্গররাজ্যে প্রবেশাধিকার পাবে। একে একে সবাই এগিয়ে আসছে, যারা সঠিক উত্তর দিতে পারছে, তারা স্বর্গে আর যারা পারছে না, তারা কেউ কেউ মধ্য স্থানে ও নরকে যাচ্ছে। একজন মহিলা এসে স্বর্গে যাওয়ার জন্য সাধুপিতরের কাছে, অনেক কাকুতি মিনতি জানাতে লাগলো। সাধুপিতর বললেন, ঠিক আছে তোমাকে একটি অতি সহজ প্রশ্ন জিজ্ঞেসা করবো, যদি সঠিক উত্তর দিতে পার তবে স্বর্গে প্রবেশ করতে পারবে। মহিলাটিকে তিনি "ভালবাসা" শব্দের বানান করতে বললেন। মহিলাটি খুব সহজে বানান করলো "ভা-ল-বা-সা"। সাধু পিতর বললেন, ঠিক হয়েছে তোমার উত্তর, তুমি স্বর্গে প্রবেশ করতে পারবে। তবে আমি একটু বিশেষ দরকারে প্রভু যীশুর কাছে যাচ্ছি, ততক্ষণ তুমি "ভালবাসা" বানানটি সকলের কাছে জিজ্ঞেস করবে, যারা সঠিক উত্তর দিতে পারবে, তাদের স্বর্গে প্রবেশ করতে দিও। যা হোক, মহিলা সে মতো কাজ করে যাচ্ছে, যারা পারছে তাদেরকে স্বর্গে প্রবেশের অনুমতি দিচ্ছে। হঠাৎ সে দেখলো, তার পাশের বাড়ীর এক মহিলা, তার দিকে এগিয়ে আসছে। ওই মহিলার সাথে তার দীর্ঘদিনের ঝগড়া-বিবাদ। সব সময় নানা বিষয়ে সে তার গালমন্দ, সমালোচনা, মিথ্যা অপবাদ, ঘৃণা করে এসেছে। তাকে দেখে তার প্রচন্ড হিংসা হলো। সে ভুলে গেল সাধুপিতর তাকে স্বর্গদুয়ারে দাঁড়িয়ে, মাত্র একটি সহজ বানান জিজ্ঞেস করতে বলেছেন, যেন সকলে পরিত্রাণ পায়। সে মনে মনে ফন্দি আটলো, কি ভাবে তাকে জব্দ করা যায়। সে "ভালবাসা" বানান জিজ্ঞেস না করে, বললো তুমি যদি "কিং কর্তব্য বিমূঢ়" বানান করতে পার, তবে স্বর্গে প্রবেশ করতে পারবে। বলাবাহুল্য মহিলাটি বানান করতে পারেনি। সাধু পল বলেন, প্রেম চিরসহিষ্ণু ও স্নেহশীল, কখনো হিংসা বা ঈর্ষা, করেনা, অহংকার বা গর্ব করে না। প্রেমের মধ্যে অভদ্রতা নেই, প্রেম স্বার্থান্বেষী নয়, প্রেম কখনো রেগে উঠেনা, অপরের অন্যায় ব্যবহার গন্য করে না, কিন্তু সত্যে আনন্দ করে, সবকিছু বিশ্বাস করে সব কিছুতেই আশা রাখে, প্রেম ধৈর্যশীল।" (১ম করি স্থীয়রন-৪-৭ পদ)

আজ সমগ্র বিশ্বজুড়ে চলছে অশান্তি, যুদ্ধ, হানাহানি কাটাকাটি। মারাত্মক যুদ্ধের কারণে অনেক প্রাণ অকালে ঝরে যাচ্ছে। অগনিত শিশু কিশোর আজীবন পঙ্গুত্ব বরণ করছে। সন্ত্রাসী কার্যকলাপের কারণে, প্রতিনিয়ত অজানা ভয়, আতঙ্ক ও অনিশ্চয়তা আমাদের কুরে কুরে খাচ্ছে। আমাদের চারিপাশে বিরাজ করছে নেতিবাচক পরিস্থিতি। মানবিক মূল্যবোধ মানুষের জীবন থেকে নির্বাসিত প্রায়। মুক্তিকামী শান্তিপ্রিয় মানুষ আজ দিশেহারা। তবে কি সত্যি সত্যি পৃথিবী আজ ধ্বংশের মুখোমুখি ?

প্রভু যীশু বলেন, "সাবধান, তোমরা যখন শুনবে যে যুদ্ধ বেধে গেছে, তখন ভয় পেয়োনা এসব ঘটবে, কিন্তু তখনও জগতের পরিনাম আসেনি। পৃথিবীতে এক জাতির বিরুদ্ধে অন্য জাতি, এক রাজ্যের বিরুদ্ধে অন্য রাজ্য মাথা চাড়া দিয়ে উঠবে, বিভিন্ন স্থানে দূর্ভিক্ষ ও ভূমিকম্প হবে। যে মহাত্রাস আসছে এহোল তারই সূচনা মাত্র। (নথি ২৪-৬-৮ পদ)

আমাদের পান পংকিলতা, সংকীর্ণতা, হিংসা বিদ্বেষে পরিপূর্ণ হৃদয় দেখে, প্রভু যীশু বলেন, "পাপের পথ ছাড়, তোমরা ঈশ্বরের কাছে ফিরে এস, দেখ স্বর্গরাজ্যে এসে পড়েছে।" (নথি ৪-১৭ পদ) আমরা এক ভয়ংকর কাল অতিবাহিত করছি। আমাদের সময় অত্যন্ত দ্রুত ফুরিয়ে যাচ্ছে। তাই শিল্পী গানের মাধ্যমে আমাদের আহ্বান জানাচ্ছেন"

আয় চলে আয়, দিন বয়ে যায়,
যাবি যদি নিত্য ভবনে,
সংসার অসার, কেন ভুলে আছ মায়াবন্ধনে ?
আয় চলে আয়

SEPTEMBER 11, 2001

Rajen Das, Jersey City, NJ

As I walked down the street toward my high school, I reviewed in my mind what I had to get accomplished for the day. It felt like a typical Tuesday morning, one I dreaded because the direction I was walking in caused me stress. I strolled into my history class thinking to myself the amount of boredom I was going to undergo. Class usually started at 8:35 AM; I had ten minutes to relax. My teacher walked in five minutes late with a look of shock and disturbance on his face. My class did not think much of it; he probably had a bad start early in the morning. He turned on the television and the terrorist attack was being reported on every station. The first terrorist airplane has crashed into the north tower of the World Trade Center. Everybody transitioned into a state of disbelief. Most of us had never experienced a nationwide devastation such as the one presented right before our eyes and we did not fully comprehend how to process this information into terms that made any sense. My class and I then realized that we had a good view of the Twin Towers from another classroom because our high school, William L. Dickinson High School is located on top of a hill. We ran to the nearby classroom.

Dark clouds of smoke filled the skies as the possibility of over three thousand casualties did not even cross anyone's mind. What did suddenly hit us was the fact that our brothers, sisters, mothers, fathers, aunts, uncles, and friends worked there. Pandemonium struck the entire school before anybody fully understood what was happening. Students as well as teachers completely disregarded the "No Cell Phone Use inside the Building" rule and people started making phone calls. Unfortunately, no cell phones were working because the main antenna was on top of the World Trade Center. I heard screams of my peers afraid for the lives of their loved ones. Teachers were attempting to calm things down but even they understood that this was a very personal and emotional time for most. The morning announcements officially publicized the horrendous crime. I witnessed tears and screams and the chaos that this event had caused. However, I didn't entirely grasp what was happening.

We continued to watch in awe. The north tower was falling apart, right before my eyes, sending tons of burning debris mixed with remains of people. Inky darkness coated most of the sky of downtown Manhattan. Heavy and dark smoke mixed with rubble and blaze; it seemed like everything was going to end. The horrible sound, which still rings

in my ears, will be never forgotten. The explosion sounded like an earthquake, like an eruption of a huge volcano, like the voice of devil, causing unspeakable fear. Along with this, the sound of sirens came from all over and pulled me into state of consternation. "This is not a science fiction movie, it is the real world", I thought as I tried to explain what I saw. Yes, everything was true.

Suddenly, the school was on lockdown, similar to the type in prison, but this time, scholars were behind school gates. No one was to leave the school property or leave class when the bell rang. The second announcement silenced everyone like the silence during a religious ceremony. We were now informed that both the towers of the World Trade Center had been attacked and fire surrounded. The intensity of the disaster had still not struck me yet. I did not know what to do or think. I was not sure if I should be comforting my peers or if I should give them their space because it was such an emotional time for them. Fortunate for me, I did not know anybody that could be a part of this horrible attack.

The roads were shut down and police scurried the streets. I was suddenly reminded of the catastrophe that was the Holocaust. Everybody ran under cover for their lives as they prayed for the lives of their loved ones. I tried to get home as soon as possible because the safety of my own premises would allow me to feel secure. The breaking news was on every channel. No matter where I turned, I could not escape this tragedy. Family friends and neighbors cried in agony. Some had lost the only thing in their lives that mattered to them. The nation lost family, friends, and a national monument of the United States of America. It began to slowly sink in. The nation was in a state of frenzy and insecurity and I automatically became a part of it.

I did not know how other towns and cities had handled this problem but Jersey City needed help. Everybody was scared for their lives and an attack on a nation that stands for democracy and free will had never truly been contemplated. School for the next couple of days had been closed. I remember feeling afraid to step out of my house. My family decided that it was better to stay inside for the time being. Watching the news even became a bit traumatic. The attack surrounded every aspect of my life; school, work, and any form of entertainment. I called up my friends to see if they had lost anybody but luckily, they had not. Nobody around me was personally affected by this attack. Nonetheless, it was one that could not be pushed aside.

My view of the world is different from the way it was back then. Fear of another terrorist attack ran through my mind constantly like it was being pumped back and forth; luckily, no other terrorist attacks followed. Life continued even after it seemed like things were going to end. Four-years after the incident, the economy is still recovering from its wounds. The place we take comfort in is no longer should be taken for granted. Although America's symbolizes freedom, freedom was not free. I learned that freedom must be attained, and sacrifices have to be made in order to keep it. A foreign country had America's knees buckling but I took comfort in the strength of our nation. I know, as a united country, we would get through this; we would find a solution.

৩৪ বছর আগে

সাইমন গমেজ, জার্সি সিটি, নিউজার্সি

প্রতিটি মানুষের জীবনে এমন কিছু ঘটনা থাকে, যা প্রকাশ করার জন্য লেখক হবার প্রয়োজন পড়ে না। প্রয়োজন হয় শুধু কাগজ, কলম ও সময়ের। বাংলাদেশ স্বাধীন হয়েছে আজ থেকে ৩৪ বছর আগে। এরপর বুড়িগঙ্গা আর হাডসন দিয়ে অনেক পানি বয়ে গেছে, কিন্তু এত বছর পরেও ৭১-এর সেই রক্তঝরা দিনগুলো এতটুকু ম্-ান হয়ে যায়নি। তিরিশ লক্ষ বাঙ্গালীর তাজা রক্তের বিনিময়ে অর্জিত স্বাধীনতার সেই লাল সূর্যটা আজও দীপ্তমান। কথায় বলে 'You can take a man out from Bangladesh but you cannot take Bangladesh out of the man.' কথাটা আমার ব্যাপারে ১০০% প্রযোজ্য। শরীরটা যদিও হাডসনের পাড়ে, মনটা এখনও সেই বুড়িগঙ্গার ধারে।

৭১-এর ৭ই মার্চ। আমি তখন ক্লাস ফোরে পড়ি। অনেক চেষ্টা করে পড়াতে একটুকুও মন বসছে না। দারুণ একটা চাপা উত্তেজনা। আজ বিকেলে রমনার রেসকোর্স ময়দানে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ভাষণ। পাশের ঘরে মা-বাবা ও মামা এ নিয়ে চায়ের টেবিলে ঝড় তুলছে। কান খাড়া করে সব শুনছি। সারা দেশের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে কিভাবে লোকেরা রাজধানীর দিকে আসছে তার বিশদ বর্ণনা যখন মামা, বাবা ও মাকে দিচ্ছেন তখন আমার মনে উত্তেজনার ঝড় বইতে শুরু করেছে। পাশের বাড়ির খুকু প্রায় দিনই আসে ওর মা'র পূজোর ফুল নেয়ার জন্য। আমার পড়ার টেবিলের কাছে আসার সাহস ও পায়না। কারণ, আমার কুকুর 'ভুলু' পড়ার সময় আমার পাশে বসে থাকে, যাতে করে আমার বিদ্যে চর্চায় সামান্যতম ব্যাঘাত না ঘটে। আমার কাছে কেউ আসতে গেলে, ভুলু তেড়ে উঠে। কিন্তু খুকু যখনই ফুলের ডালি হাতে করে আমাদের বাসায় আসে ভুলু লেজ নেড়ে আমার গাঁ ঘেষে দাড়ায়। একটুও শব্দ করে না। কিন্তু আজ ঘটনা অন্যরকম। সারাদেশের সমস্ত উত্তেজনা যেন আজ আমাদের বসার ঘরে এসে ঘুরছে। আমার দিদি ধমকের সুরে আমাকে জানাল যে খুকু অনেকক্ষণ দাড়িয়ে। অনিচ্ছা সত্ত্বেও উঠে গিয়ে খুকুর ফুলের ডালি ফুলে ফুলে ভরে দিলাম। খুকু মৃদু হেসে চলে গেল। ঘটির কাটা তখন সকাল সাড়ে আটটায়। বাবা তৈরী হচ্ছেন বাজারে যাওয়ার জন্য। দৈনন্দিন বাজার ছাড়াও কিছু অতিরিক্ত বাজার করার জন্য মামাও সাথে যাচ্ছে। আমি বাবাকে বললাম, আমার জন্য কাগজে ছাপা ছোট ছোট স্বাধীন বাংলার পতাকা আনতে। গাঢ় সবুজের মধ্যে লাল বৃত্ত। তার মাঝে বাংলাদেশের মানচিত্র (স্বর্ণালী রং)। আমি বড় পতাকার জন্য, আমার লম্বা লগ্গাটাকে বারান্দায় শুইয়ে সেটা প্রথমে সাদা কাগজে মোড়ালাম, তার উপর লাল রং এর রঙিন কাগজ পাতলা করে কেটে খুব সুন্দর করে লগ্গাটাকে সাজালাম। ততক্ষণে বাবা ও মামা বাজার থেকে এসে গেছে। মামার হাতে তখন দুশো ছোট কাগজে ছাপানো স্বাধীন বাংলার পতাকা। ছোট ছোট পতাকাগুলো আঠা দিয়ে লম্বা দড়িতে সেটে দিলাম। বিকেল ৩টার আগে সব কিছু তৈরী হওয়া চাই। জানি না কেন তবে মামা আমাকে খুব সাহায্য করলো।

দুপুর ২টার মধ্যে সবকিছু হয়ে গেল। আমি মামার সাথে সাজানো লগ্গা, তাতে বড় স্বাধীন বাংলার পতাকা এবং ঠিক বড় পতাকার নীচে, দড়িতে লাগানো ছোট কাগজের পতাকা বেঁধে নিয়ে ছাঁদে উঠলাম। বাসার গেইট বরাবর লগ্গা বসালাম আর কাগজের পতাকা লাগানো দড়ি, চারদিকে চারটা ছাদের বিভিন্ন অংশে ইতিমধ্যে বেধে দিলাম। সে এক দারুণ অনুভূতি। ছাদ থেকে নামার সময় দেখলাম প্রায় প্রতিটি বাড়ির উপরে ছাদে উড়ছে, বাংলার স্বাধীনতার সেই নূতন পতাকা। আকাশ, বাতাসের কাছে জানাচ্ছে সংগ্রামের দৃঢ় প্রতিজ্ঞা।

সারাটা বিকেল ছিল অত্যন্ত উত্তেজনাপূর্ণ। চারিদিকে শুধু একই শে-াগান 'জয় বাংলা' 'জয় বাংলা' 'শহীদের রক্ত বৃথা যেতে দেব না।' বঙ্গবন্ধুর ভাষণের অগ্নিস্ফুলিঙ্গ মুহূর্তের মধ্যে ছড়িয়ে পড়লো সারাদেশে। সারা দেশে শুরু হলো স্বাধীনতার জোয়ার। "এবারের সংগ্রাম স্বাধীনতার সংগ্রাম, এবারের সংগ্রাম মুক্তির সংগ্রাম।" বঙ্গবন্ধুর স্বাধীনতা ঘোষণার এই বাণীর কথা মনে হলে আজও আমার শরীরের প্রতিটি রোম দাড়িয়ে উঠে। রাস্তায়, রাস্তায় ব্যারিকেড, মিছিলের পর মিছিল, হরতাল, পুলিশ ও সামরিক যানের তৎপরতা।

কিন্তু এত কিছুর পরেও কেউ প্রস্তুত ছিল না ২৫শে মার্চের গণহত্যার রাতের জন্য। আমার মা তখন ঢাকা মিটফোর্ড হাসপাতালে কাজ করতেন। বছরে এক মাস করে মা নাইট ডিউটি করতেন। সেদিন যথারীতি মা সন্ধ্যা ৭টায় বেরিয়ে গেলেন। আমি যদিও পড়ার টেবিলে বই খুলে বসেছিলাম কিন্তু পড়াতে একফোঁটাও মন ছিল না। বাবা বারান্দায় গভীর চিন্তামগ্ন অবস্থায় পায়চারি করছিলেন। রাত আটটার একটু পর আমাদের পড়শী আলতাফ হোসেন আংকেল নামাজ শেষে বাসায় ফেরার পথে, থেমে বাবার সাথে দেখা করতে এলেন। বারান্দায় বসে কথা বলছেন আলতাফ আংকেল। বাবাকে বললেন যে, শহরের অবস্থা খুবই খারাপ। বড় বড় রাস্তায় ব্যারিকেড সৃষ্টি করা হয়েছে। কোথাও কোথাও খন্ড খন্ড মিছিল করা হচ্ছে। সে এক অদ্ভুত চাপা ঘুমট ভাবের সৃষ্টি হয়েছে। যাহোক, কিছুক্ষণ পর আলতাফ আংকেল চলে গেলে বাবা আমাকে ও দিদিকে নিয়ে বসে প্রার্থনা করলেন। অন্যান্য দিনে বাবা খাবার টেবিলে বসে অনেক কিছু জিজ্ঞাসা করেন। কিন্তু আজ আর কিছুই বললেন না। দিদি ও আমি নিরবে ভাত খেয়ে উঠলাম। আজ ভুলুটারও যেন কি হয়েছে। সেই সন্ধ্যা থেকে ও বাড়ির গেইট থেকে পেছনে গোছলখানা পর্যন্ত অস্থিরভাবে হাটছে। মাঝে মাঝে থেমে চাপা শব্দ করছে। কখনও আমার পড়ার টেবিলের পাশে এসে বসে আবার কখনও বারান্দায় বাবার পেছন পেছন হাটে। এই নির্বোধ পশু যা আঁচ করতে পেরেছিল, গোটা মানব জাতির তা বুঝতে আর কয়েক ঘন্টা সময় বেশী লেগেছে।

হঠাৎ এক প্রচন্ড শব্দে ঘুম ভেঙ্গে গেল। উঠে বসার চেষ্টা করতেই বাবা জোর করে বিছানায় শুইয়ে দিলেন। আবছা অন্ধকারে দেখলাম দিদিও আমার পাশে শুয়ে। প্রচন্ড বোমার মত শব্দ বেড়েই চলেছে। দূরে আর্তনাদের শব্দ। প্রচন্ড গোলাগুলির শব্দ আর মানুষের আর্তনাদের শব্দে আমার বাকশক্তি পর্যন্ত বোধ হয়ে গেছে। চিৎকার করে কাদতে ইচ্ছে হচ্ছে কিন্তু প্রচন্ড ভয়ে শরীরের সমস্ত শক্তি হারিয়ে ফেলেছি। মাঝে মাঝে কারা যেন আমাদের গলি দিয়ে দৌড়ে যাচ্ছে। ভয়ে ভুলু'র শব্দ পর্যন্ত বন্ধ হয়ে গেছে। দিদির হাত ধরে নিরবে কাদছি। পৃথিবীর শেষদিন কেমন হবে জানি না, তবে তার কাছাকাছি কিছু একটা সেদিন অনুভব করতে পেরেছিলাম যা মনে পরলে আজও আমার গা শিউরে উঠে। এক সময় ভোর হলো সাথে গোলাগুলির শব্দও থেমে গেল। বাবা দরজা খুলে বাইরে গেলেন। একটু পরে আমিও বাইরে দুয়ারে এসে দাঁড়ালাম। বাবা ছাদে থেকে তড়িঘড়ি করে আমার সাজানো লগ্গাসহ পতাকা নামিয়ে ফেলছেন। নীচে নেমে এসে লগ্গা থেকে স্বাধীন বাংলার পতাকা খুলে নিয়ে ঘরে লুকিয়ে রাখলেন। ছোট কাগজের পতাকাগুলো একটা বড় ছালার ব্যাগে ভরে গোছলখানার ছাদের কোটরে লুকিয়ে রাখলেন।

চুপচাপ মুখ ধুয়ে নাস্তা খেলাম। বাবা শুধু চা খেলেন। মা কোথায় আছে, কেমন আছে আমরা তার কিছুই জানি না। মাঝে মাঝে এলোপাথারী গুলির শব্দ শোনা যাচ্ছিল। সারা শহরে কারফিউ। বাবা ছাদে উঠে আলতাফ আংকেল ও আমাদের আরেক পড়শী প্রফেসর আংকেলের সাথে কথা বলে শহরের অবস্থা জানার চেষ্টা করছিলেন। আলতাফ আংকেলদের ফোনও কাজ করছে না, যে বাবা হসপিটালে ফোন করে মা'র খবর নেবেন। বাবা ও দিদি প্রায় সারাদিনই বাড়ির গেটের কাছে দাড়িয়ে কাটিয়েছে। সকাল গড়িয়ে দুপুর, দুপুর গড়িয়ে বিকেল, এরপর সন্ধ্যা পেরিয়ে রাত। মা আর সেদিন এলেন না। রাতও যতই বাড়ছে গোলাগুলির শব্দও যেন বাড়ছে। ভয়ে ক্লান্তিতে মা'র কথা ভাবতে ভাবতে একসময় ঘুমিয়ে পড়েছি।

আজ ২৭শে মার্চ। ঘুম থেকে উঠে দেখি, বাবা তৈরী হচ্ছেন মা'কে আনার জন্য। হঠাৎ বাড়ির গেটে কড়া নাড়ার শব্দ। বাবা দিদিকে ও আমাকে শোবার ঘরে আলমারির পেছনে লুকিয়ে রেখে গেইটের দিকে গেলেন। একটু পরেই মা'র গলার শব্দ পেয়ে দিদি ও আমি দৌড়ে বেরিয়ে এলাম। মা দু'হাত বাড়িয়ে আমাদের দু'জনকে বুকে জড়িয়ে ধরলেন।

আমরা প্রথমে চেষ্টা করলাম, সদরঘাট দিয়ে নদী পার হওয়ার জন্য। কিন্তু তা সম্ভব হলো না। কারণ, সদরঘাটে পাকিস্তানী সৈন্যরা নদীর দিকে তাক করে মেশিনগান বসিয়েছে। নিরীহ নিরস্ত্র বাঙ্গালীরা যখন পরিবার-পরিজন নিয়ে নদী পার হওয়ার জন্য নৌকায় উঠে, মাঝ নদীতে পাকিস্তানী সৈন্যরা তাতে গুলি ছুড়ে ডুবিয়ে দেয়। সোয়ারী ঘাটেও একই অবস্থা। শেষ পর্যন্ত, মিটফোর্ড হাসপাতালের পেছনে বালুর ঘাট দিয়ে বুড়িগঙ্গা পার হলাম। সেখানে মা'র পরিচিত এক ভদ্রলোকের বাসায় সেদিন রাতে আমরা থাকলাম।

হঠাৎ গুলির শব্দে ও মানুষের চিৎকারে আমার ঘুম ভেঙ্গে গেল। সময় সম্ভবত আটটা / ন'টা হবে। কি হচ্ছে তা বোঝার চেষ্টা করলাম। সবাই দৌড়ে ঘর থেকে বের হয়ে যাচ্ছে। যতটুকু বুঝলাম তা হলো, সৈন্যরা লঞ্চ থেকে এলোপাথারী গুলি ছুড়তে শুরু করেছে। আমরা সবাই ঘর থেকে বেরিয়ে গ্রামের ভিতরের দিকে ছুটতে শুরু করলাম। দৌড়াতে দৌড়াতে শুনলাম যে পাক সৈন্যরা লঞ্চ থেকে নেমে কোন কোন ঘরে আগুন লাগিয়ে দিয়েছে। প্রায় ৪৫ মিনিট দৌড়াবার পর আমরা একটা বড় ইট বসানো রাস্তায় এসে পৌঁছলাম। আমার চিনতে অসুবিধা হলো না যে, এই রাস্তা ধরেই বাসে করে আমরা সৈয়দপুর পর্যন্ত যাই। তারপর ধলেশ্বরী পার হয়ে আবারও বাস নিয়ে মরীচা পর্যন্ত সেখান থেকে নদী পার হয়ে আবার বাস নিয়ে বক্সনগর পর্যন্ত গিয়ে তারপর সেখান থেকে 'নৌকায় গোল-া / বান্দুরা যাই।'

যা হোক, বাস চলছে না। লক্ষ লক্ষ মানুষ পায়ে হেটে এই পথে এগিয়ে যাচ্ছে গ্রামের দিকে। আমরাও হাটছি। কারো হাতেই তেমন কোন মালামাল নেই। ছোটখাট ব্যাগ নিয়ে সবাই এগিয়ে চলেছে নীরবে। আশে পাশের গ্রামবাসীরা খাবার জল, মুড়ি, গুড়, চিড়ে, সিদ্ধ ডিম এসব নিয়ে এসে সেধে সেধে সব মানুষকে দিচ্ছে। তখন বুঝতে পারিনি, কিন্তু আজ এত বছর পর বুঝতে পারছি যে, বাঙ্গালীর মন কত মমতায় ভরা।

এক সন্ধ্যায় আমরাও ধলেশ্বরীর পাড়ে এসে পৌছলাম। ধলেশ্বরী পার হয়ে আবারও হাটতে শুরু করলাম। শেষ বিকেলে যখন মরীচা পর্যন্ত পৌছে দেখলাম যে, সেখান থেকে বক্সনগর পর্যন্ত বাস চলছে। বাসে উঠে বাবার কোলে মাথা রেখে আমি ঘুমিয়ে পড়েছিলাম। বাস বক্সনগর পর্যন্ত পৌছাবার পর বাবা আমাকে ডেকে তুললেন। আমরা সবাই গিয়ে নৌকায় উঠলাম, আমার নানী বাড়ী গোল-া'র উদ্দেশ্যে। সন্ধ্যার অন্ধকারে মাঝ-নদীর তীর ঘেঁষে গোল-ার দিকে নৌকা

ভাসালো। রাতে আমরা নানী বাড়ি পৌছে দেখি নানী রোজারী হাতে বারান্দায় দাড়িয়ে পথের দিকে তাকিয়ে প্রার্থনা করছেন।

কয়েকদিন পর বাবা-মা ঢাকা চলে গেলেন। আমি ও দিদি রয়ে গেলাম নানী বাড়ি। ততদিনে সবাই জেনে গেছে স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্রের কথা। প্রতিদিন সন্ধ্যায় স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্রের অনুষ্ঠান শোনার জন্য সারাদিন অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করতাম। গান খবর এবং শেষে শুনতাম "চরমপত্র"। স্বাধীন বাংলার এই অনুষ্ঠান মুক্তিযোদ্ধাদের মনে কতখানি প্রেরণা যোগাত জানি না, তবে আমার মনে ও শরীরে জাগিয়ে দিত স্বাধীনতার আগুন। মাঝে মাঝে মনে হতো অস্ত্র হাতে ঝাঁপিয়ে পড়ি। পৃথিবীর বুক থেকে বাঙ্গালী জাতিকে নিশ্চিহ্ন করে দেয়ার কুচক্রে পাকিস্তানী সৈন্য মেতেছিল সেদিন। কিন্তু সেই নৃশংস হত্যাযজ্ঞ ছিল বাঙ্গালীর রক্ত শপথের শুরু। শুরু হলো মুক্তিযুদ্ধ। বাংলার কৃষক, শ্রমিক, ছাত্র, মজুর, শিক্ষিত, অশিক্ষিত সবাই তখন হাতে তুলে নিয়েছিল অস্ত্র। চোখে ছিল প্রতিশোধের আগুন। বাঙ্গালীর রক্তের প্রতিশোধ, বাঙ্গালীর মা-বোনদের লাঞ্ছনার প্রতিশোধ।

মাঝে মাঝে মুক্তিযোদ্ধারা আসতো গ্রামে গ্রামে সাহায্যের জন্য। প্রতিটি ঘরের প্রতিটি মানুষ সমস্ত অন্তর খুলে এই বীর যোদ্ধাদের সাহায্য করতো। চাল, ডাল, তেল, নুন, কেউবা আবার টাকা-পয়সা দিয়ে কেউবা কাপড়-চোপড় দিয়ে। মোট কথা মুক্তিযোদ্ধাদের মুখ ফুঁটে কিছু চাইতে হতো না। এক দুপুরে আমি নানী বাড়ির এক আম ডালে বসে দুরে ধান ক্ষেতের দিকে তাকিয়ে আছি। হঠাৎ দিদি আমাকে ডেকে বললো, মুক্তিযোদ্ধারা এসেছে এবং তারা নানীর সাথে কথা বলছে। দৌড়ে দুয়ারে উঠে এলাম, নানী ততক্ষণে চারজন যুবককেও বারান্দায় এনে বসিয়েছেন। তাদের সবার পরণে ছিল লুঙ্গি ও শার্ট। মুখে খোঁচা খোঁচা দাড়ি, কাধে আগ্নেয়াস্ত্র। অত্যন্ত অমায়িকভাবে নানীর সাথে কথা বলছে তারা। তাদের কথা থেকে বুঝলাম যে তারা কোন এক বাড়ীতে বা গ্রামে খুব বেশীক্ষণ থাকতে চায়না। চাল, ডাল ও কিছু টাকা-পয়সা দেবার পর নানী তাদের অনেক অনুরোধ করলেন দুপুরে খেয়ে যাওয়ার জন্য। কিন্তু নিরাপত্তার কারণে তা সম্ভব হচ্ছে না, এই কথাটা তারা আবারও নানীকে বোঝানোর চেষ্টা করলেন। কিন্তু নানীর আন্তরিকতায় তারা শেষ পর্যন্ত মুড়ি গুড় ও কুশিরা গুড়ের তৈরী চা খেলেন। ততক্ষণে দলের অন্যান্য যোদ্ধারা গ্রামবাসীদের দেয়া সাহায্য সামগ্রী নিয়ে বাড়ির পালানে এসে দাড়িয়েছে দেখে বারান্দায় বসা মুক্তিযোদ্ধারাও ধন্যবাদ জানিয়ে বিদায় নিলেন। বাড়ির আমতলায় দাড়িয়ে দেখলাম, একদল মুক্তিযোদ্ধা মানুষের দেয়া সাহায্য হাতে নিয়ে বীরদর্পে সবুজ ধানের খোলা মাঠের মধ্য দিয়ে এগিয়ে যাচ্ছে। গর্বে, আনন্দে সেদিন আমার চোখে পানি এসে গিয়েছিল।

স্বর্গীয় ফাদার ইভান্স তখন গোল-া ধর্মপল্লীর পাল পুরহিত। ফাদার ইভান্স শুধুমাত্র খৃষ্টানদেরই সাহায্য করতেন না তিনি অনেক হিন্দু ও মুসলমানদেরও সাহায্য করতেন। মানুষের সেবাই ছিল তার ধর্ম। বক্সনগর চার্চে যাওয়ার পথে নবাবগঞ্জে পাকিস্তানী সৈন্যদের গুলিতে নিহত হন তিনি। মৃত্যুর তিনদিন পর যখন ফাদারের লাশ গোল-া গির্জায় নিয়ে আসা হলো তখন শুধু খৃষ্টানই না, হাজার হাজার হিন্দু, মুসলমানও এসেছিল ফাদারের প্রতি তাদের শ্রদ্ধা ও ভালবাসা জানাতে। এই মহতপ্রান ধর্মপুরুষের রক্তে রঞ্জিত হয়েছিল বাংলার মাটি। বাংলার পতাকার সাথে মিশে আছে তার আত্মা।

ডিসেম্বরের শুরুতে ভারতের প্রধানমন্ত্রী শ্রীমতি ইন্দিরা গান্ধী বাংলাদেশকে স্বীকৃতি দিয়ে ভারতীয় বাহিনী পাঠালো মুক্তি বাহিনীর সাথে যোগ দিয়ে চূড়ান্ত লড়াইয়ের জন্য। ঢাকার আকাশে তখন রাশিয়ান জঙ্গী বিমান। যখনই ভারতীয় বিমান বাহিনীর জঙ্গী ও বোমারু বিমান আসতো, সব বাঙ্গালীরা তা দেখার জন্য ছাদে উঠতো। মুখে কিছু না বলতে পারলেও চোখে মুখে ফুটে উঠতো খুশীর ছটা। ঘরে বাবা খুব আস্তে আস্তে স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্রের খবর শুনতেন। চারিদিক থেকে মিত্র বাহিনীর, পাক-বাহিনীর উপর প্রচন্ড আক্রমনের বিশদ বিবরণ। এক এক করে ভেঙ্গে তছনছ করে দিল বাহিনীর মনোবল, অস্ত্রবল ও যোগাযোগ ব্যবস্থা। উপায়ন্তর না দেখে ১৬ই ডিসেম্বর প্রায় নব্বই হাজার সৈন্য নিয়ে আত্মসমর্পণ করলেন জেনারেল নিয়াজী, মিত্র বাহিনীর সর্বাধিনায়ক জেনারেল আরোরার কাছে। ঢাকা রেসকোর্স ময়দানে (বর্তমান নাম সোহরাওয়ার্দী উদ্যান) অস্ত্র নামিয়ে রাখলো বর্বর বাহিনী এক স্বাধীন রাষ্ট্র বাংলাদেশে। যে জাতিকে একদিন পৃথিবীর বুক থেকে নিশ্চিহ্ন করে দেয়ার কুচক্রে পাক বাহিনী মেতেছিল, আজ প্রাণভয়ে সে জাতির কাছে আত্মসমর্পণ করলো। তিতুমীর, ইশা খাঁ, সূর্যসেন, সালাম, বরকত, জব্বার আর তিরিশ লক্ষ বাঙ্গালীর রক্তের বিনিময়ে অর্জিত হলো বাংলাদেশ, আমরা সোনার বাংলা।

দেশ আজ স্বাধীন। সেদিন যারা অস্ত্র তুলে নিয়েছিল দেশকে স্বাধীন করার জন্য, তারা আবার মিশে গেছে সাধারণ মানুষের ভিড়ে। আজ তারা পৌঢ়। কিন্তু তাদের সেই বীরত্বে ইতিহাস গেঁথে আছে প্রতিটি বাঙ্গালীর অন্তরে। আমাদের খৃষ্টান সমাজেও অনেক মুক্তিযোদ্ধা ছিলেন। তাদের অনেকেই আজ পরিবার পরিজন নিয়ে আমেরিকাতে আছেন। সময় এসেছে, তাদের কাছ থেকে তাদের ত্যাগ ও বীরত্বের কাহিনী লিপিবদ্ধ করা ভবিষ্যৎ প্রজন্মের জন্য। চৌত্রিশ বছর পরে হলেও সেই বীর যোদ্ধাদের জানাই আমার শত সহস্র অভিবাদন। তোমাদের এই রক্তঋণ আমরা কোনদিনই শোধ করতে পারব না।

পুরানো ঢাকার আর্মেনিয়ান গির্জা

হিউবার্ট অরুন রোজারিও, উডব্রীজ, ভার্জিনিয়া

ইউরোপ মহাদেশের বহু প্রাচীন একটি দেশ আর্মেনিয়ার অধিবাসীগণ বণিক জাতি। ব্যবসা বাণিজ্য করার জন্য ১৭ শতাব্দীতে তারা ভারতবর্ষে আগমন করেন। মোঘল সম্রাট আকবর পবিত্র বাইবেল পাঠ করতেন। সকল ধর্মের শিক্ষার উপর ছিল সম্রাটের গভীর শ্রদ্ধা। আরমেনিয়ানরা ফারসী ভাষায় কাজকর্ম চালাত। ভারতে এসে তারা দেখতে পায় যে মোঘল রাজত্বে ফারসী ভাষার প্রভাব। সহজেই তারা সম্রাটের প্রিয়ভাজন হয়ে উঠে। সম্রাট তাদের ব্যবসা-বাণিজ্য করার এবং গির্জা নির্মাণ করার অনুমতি দেন। বৃটিশদের সাথে আরমেনিয়ানদের ব্যবসায়িক সম্পর্ক ছিল বহুযুগ থেকে। অল্প সময়ের মধ্যেই তারা সোনালী আঁশ, নীল এবং ঢাকার প্রসিদ্ধ মসলিন কাপড়ের ব্যবসায় প্রতিষ্ঠা লাভ করেন। বৃটিশ সাম্রাজ্যে ফরাসী, ওলন্দাজ এবং পর্তূগীজদের জমিদারীর জায়গীর দেয়া হতো। আরমেনিয়ানরাও এ সুযোগ লাভ করে।

ঢাকা শহর বলতে তখন বুঝাতো শায়েস্তা খানের মোগল আমলের পুরানো ঢাকা। তখনকার ঢাকার বিরাট অংশ যা এখনও আরমানীটোলা নামে খ্যাত তাদের মালিকানায় চলে যায়। তারা ঢাকার এ অঞ্চলে বড় বড় কুটিরে বসবাস করতেন কিন্তু তাদের কর্মস্থল ছিল নদীবন্দর চাষারা এবং নারায়ণগঞ্জ। পুরানো ঢাকায় গোলাকৃতির বিরাট সবুজ ঘাসে ছাওয়া একটি খেলার মাঠ ছিল যা এখনও আরমানিটোলার মাঠ নামে খ্যাত। এ মাঠে ইউরোপিয়ানরা হকি, ফুটবল এবং ভলিবল খেলতো। মোরগের লড়াইয়ে বাজী ধরা হতো। শনিবার ও রবিবারে ঢাকার রেসকোর্সে ঘোড়দৌড় প্রতিযোগিতায় তারা প্রচুর অর্থ ব্যয় করতো। ঢাকার এ ঘোড়দৌড় মাঠে বাজী রাখতে ভারতের বিভিন্ন অঞ্চল থেকে ইউরোপি-য়ানরা এবং দেশীয় নবাব এবং রাজারা ছুটে আসত। সকালে আরমেনিয়ানরা এ বিরাট মাঠে পোলো খেলতেন। পুরানো ঢাকার "পবিত্র পুনরুত্থানের আরমেনিয়ান গির্জাটি" সেকালের ইতিহাসের স্বাক্ষর বহন করে আছে। এ গির্জাটি ১৭৮১ খ্রীষ্টাব্দে তৈরী হয়। স্থাপত্যের দিক থেকে গির্জাটি ইউরোপীয় গোথিক স্টাইলে, সুউচ্চ চূড়া সমেত নির্মিত হয়েছে। তখনকার ঢাকায় এটাই ছিল সুউচ্চ ভবন, বুড়ীগঙ্গা-নদীর অপর পাড় থেকে গির্জাটি দেখা যেত। অনেক ঐতিহাসিকগণ মনে করেন যে, এ গির্জাটি নির্মানের আগেও এখানে ছোট একটি চ্যাপেল ছিল।

আর্মেনিয়া ছিল ইউরোপের খুবই ছোট্ট একটি দেশ। প্রায় সময় দেশটি পরাশক্তি দ্বারা শাসিত হয়ে থাকত। পারস্য সাম্রাজ্য বহুদিন আর্মেনিয়াকে শাসন করে, তাই সেখানে পারসী বা ফারসী ভাষার প্রচলন হয়।

১৮ শতাব্দীতে অনেক ফরাসী, ওলন্দাজ এবং পর্তূগীজ খ্রীষ্টভক্ত এ আর্মেনিয়াম গির্জায় উপাসনা করতে আসত। পর্তূগীজ ও আরমেনিয়ানদের মধ্যে সম্পর্ক ভাল ছিল এবং তাদের মধ্যে অনেক বিয়ে সাদি হয়েছে। ১৯ শতকের মধ্যভাগে আর্মেনিয়ানরা চর্ম-শিল্পে জেঁকে বসে, এবং চামড়া প্রক্রিয়াজাত করে ইউরোপে চালান শুরু করে। বুড়ীগঙ্গা নদীর পাড়ে, নওয়াবগঞ্জে তারা চামড়ার কারখানাগুলো স্থাপন করে এবং আজও এগুলো রয়েছে। সাথে সাথে পর্তূগীজদের দেখাদেখি ঢাকার অদুরে কুর্মিটোলা বিমান বন্দরের আসে পাশে কলকারাখানা স্থাপন করেন। তেঁজগায়ে তখন অনেক পর্তূগীজ অগাষ্টিনেয়াম যাজকগণ "পবিত্র জপমালা" গির্জা ঘরটি নির্মাণ করেন। অনেকে মনে করেন যে, ষোড়শ শতকের গোড়ার দিকে কিছু সংখ্যক সিরীয় খ্রীষ্টান ইট-সুরকি দিয়ে তেঁজগায়ের গির্জাঘরটি তৈরী করেন। তারা ছিল নেস্তারীয় খ্রীস্টান। ভারতের নেস্তারীয় গির্জাগুলোর সাথে তেঁজগায়ের এ গির্জার ঘনিষ্ঠ সাদৃশ্য রয়েছে। পরবর্তীকালে রোমান কাথলিক মিশনারীগণ তেঁজগায়ের গির্জাটি ১৭১৪ খ্রীষ্টাব্দে পুণঃনির্মাণ করেন। তেঁজগায়ের এ গির্জাটির স্থাপত্য শৈলী আরমেনিয়ান গির্জার সাথে কোন মিল নেই। তেঁজগায়ের গির্জায় হিন্দু ও মুসলিম সংস্কৃতির স্পষ্ট ছাপ বিদ্যমান।

পুরানো ঢাকার আদিবাসী "ঢাকাইয়ারা" আরমেনিয়ানদের কলকারাখানায় শ্রম দিত। তারা চর্মশিল্প, রেশম এবং সুতার ব্যবসা, পাটের ব্যবসা তাদের কাছ থেকে রপ্ত করে। ১৯৪৭ খ্রীষ্টাব্দে পাকিস্তান গঠিত হলে, পাকিস্তানী সরকার আরমেনিয়ানদের প্রায় সমস্ত লাইসেন্স বাতিল করে দেয়। আরমেনিয়ানরা স্বল্পমূল্যে তাদের বাসস্থান, শিল্পপ্রতিষ্ঠান স্থানীয় ঢাকাইয়াদের কাছে এবং বৃহৎ শিল্পপ্রতিষ্ঠানগুলো পাঞ্জাবী ব্যবসায়িদের কাছে বিক্রি করে তারা প্রথমে ভারতে আশ্রয় নেয় এবং পরবর্তী সময়ে ইউরোপে চলে যায়। রয়ে যায় মাথা উঁচু করে নির্মিত তাদের গির্জাটি। বর্তমানে এ গির্জাটি ঢাকার এংলিক্যান বিশপের অধীনে এবং রেভারেন্ড মার্টিন পালকের দায়িত্বে রয়েছে। দশ-পনেরোটি আর্মেনিয়ান পরিবার বর্তমান ঢাকায় রয়েছে। অনেক ইতিহাসবিদদের ধারণা যে এ বিশ্বে প্রভূ যীশুর স্থাপিত রোমান ক্যাথলিক গির্জাঘরটি এ আরমেনিয়ানগণ নির্মাণ করেছিলেন সর্বপ্রথম।

আরমেনিয়ান গির্জার ভিতরে প্রবেশ করলেই সামনে পরবে সুন্দর সমাধিক্ষেত্র। সেখানে শায়িত অনেকেই পুরানো ঢাকার ইতিহাস রচনা করে গেছেন। আজকের সমস্ত সদর-ঘাট এলাকাটির মালিক ছিলেন এক ধনী মহিলা। এই মহিলা ঢাকা শহরকে বন্যারোধের জন্য "ব্যাকল্যান্ড বাঁধ" নির্মাণ সময়ে তার সমস্ত জমি দান করেছিলেন। আরমানিটোলার বিশিষ্ট ধনী পরিবার প্যেগোজ ঢাকায় সর্বপ্রথম প্রাইভেট হাইস্কুল "পগোজ হাইস্কুল" স্থাপন করে গেছেন। আরমেনিয়াম ধনকুবের মানুক সাহেবের বংশধরগণ এখনও ঢাকায় আছেন। তাদের বিশ্বখ্যাত পাটের কল ছিল। তাদের "পাট ব্যালিং" শিল্প চাষারা, নিকলি, সরিষাবাড়ী এবং কিশোরগঞ্জে স্থাপিত হয়েছিল। মানুক সাহেবের নিবাসটি বৃটিশ সরকার ক্রোক করে নিয়ে "বঙ্গভবন" স্থাপন করে। বঙ্গভবনের ভিতরে পুরানো একটি বাংলো টাইপের ইমারত রয়ে গেছে - তার নাম এখনও "The Manuk House"। প্রাচীন ঢাকার প্রতিষ্ঠিত ধনকুবের ছিলেন মাইকেল সারকিস্। তার শিল্পপ্রতিষ্ঠান "সারকিস্ পাট কল" সারা বিশ্বে সর্ববৃহৎ পাটের কারখানা ছিল। তিনি ঢাকায় মৃত্যুবরণ করেন এবং তার সমাধিটি আরমেনিয়ান সমাধিক্ষেত্রে রয়েছে। মৃত্যুর সাথে সাথে বৃটিশ ইহুদি পরিবারগুলো, সারকিস্ সাহেরেব পাটের কারখানাটি ক্রয় করে -যার বর্তমান নাম "জেমস ফিনলে কোম্পানী"। আরমেনিয়ান আর্থার সাহেব চামড়ার ব্যবসা করতেন, তারা প্রতিপত্তি সারা ইউরোপ জুড়ে ছিল। আর্থার সাহেবের বাগান বাড়ীটি বৃটিশ সরকার ক্রোক করে - ঘোড়দৌড়ের ক্লাব নির্মাণ করেছিল - বর্তমানে সেই "আর্থার হাউজ" আমাদের "বাংলা একাডেমী"। জাভেজ পরিবারের জমিদারী ছিল "হাসনাবাদে"। তাদের পরিবারও ঢাকা ত্যাগ করে যাওয়ার পূর্বে তাদের "দুইশত কক্ষের" নদীর পাড়ের প্রাসাদটি উঠতি হিন্দু বণিক রূপলাল দাসের দাসের কাছে বিক্রি করে যায় - সেটাই "রূপলাল প্রাসাদ" নামে এখনও রয়েছে। আর্মেনিয়ান গির্জার ভেতরে আর্চ বিশপ নেইরী উপাসনাকালে মৃত্যুবরণ করেন। তাঁকে গীর্জার পাশেই সমাহিত করা হয়েছে। দেশী ও বিদেশী অনেকেই এখন ঐতিহাসিক আর্মেনিয়ান গির্জাটি পরিদর্শন করেন। গির্জার মধ্যস্থলে অমূল্য হস্ত-লিখিত একটি পবিত্র বাইবেল রয়েছে।

বর্তমানে ব্যস্ত যুগে টেলিভিশন, মোবাইল এবং ভিসিআরের দাপটে ইতিহাস নিয়ে কেউ বড় একটা মাথা ঘামান না - কিন্তু ইতিহাস বাদ দিয়ে আমরা চলতে পারি না। ইতিহাস দিয়েই আমরা সামনে এগিয়ে যাব। ভাবতে অবাক লাগে যে আরমেনিয়ান সমাজে যে সাফল্যের মাপকাঠি ছিল - যা দিয়ে আরমেনিয়ানদের তুলনা এবং বিচার করা হতো - সেটা ছিল সম্পদ। যার যত বেশী সম্পদ সেই ছিল সে সমাজে সফল এবং ক্ষমতাশালী। "বিত্তবানরাই ক্ষমতাবান" এ মাপকাঠি আরমেনিয়ানদের কাছ থেকে বয়ে চলেছে এবং আমাদের দেশসহ সকল সমাজেরই মাপকাঠি হয়ে জেঁকে বসেছে। আমাদের এ ইতিহাসকে পাশ কাটালে চলবে না।

তথ্যসূত্র: (দানি'র ঃ Glimpses of Dhaka)

লেখা আহ্বান

"তেপান্তরী" তে ছাপানোর জন্য আপনার লেখা গল্প, কবিতা, রম্য রচনা, ছড়া, উপন্যাস আমাদের নিম্নোক্ত ঠিকানায় পাঠিয়ে দিন।

PBCA P.O. Box 1258, NewYork NY 10159

প্রবাসীর তথ্য পেতে ভিজিট করুন

www.PBCAusa.org

নাগরী গীর্জার ঘন্টা ও লেংড়া ঠাকুরের মেলা।

জে, আন্তনী রোজারিও (বাঘদী/নাগরী/গাজীপুর)

সূচনাঃ পৃথিবীতে মানব সভ্যতা বিকাশের কোন্ লগ্নে বা কোন্ যুগে ঘন্টা আবিষ্কার ও ব্যবহৃত হয়েছে তার কোন মূল তত্ত্ব আমার জানা নেই। শুধুমাত্র ইতিহাসবেত্তা গবেষকগণ তা নিশ্চিতভাবে বলতে পারবেন। তবে বিভিন্ন সুপ্রাচীন সভ্যতার সময় হতেই ভজনালয়ে (মন্দিরে) আরাধনার সময় বৃহৎ, মাঝারি ও ছোট ঘন্টার প্রচলন ছিল। সম্রাট বা মহারাজা ও রাজাদের জন-প্রজা-সমৃদ্ধ দরবারের প্রাক্কালে, রাজাভিষেক, রাজমুকুট পরিধানের সময়, রাজকীয় মহোৎসবে, বিবাহে এবং যুদ্ধজয়ের পর বিজয়োল-াসে অংশ গ্রহনের জন্য বৃহাদাকার ঘন্টাধ্বনীতে পুরবাসীদের আহ্বান জানানো হত। রাজ-দর্শনার্থীদেরও ঘন্টা বাজিয়ে অনুমতি লাভ করতে হত। ক্রমান্বয়ে বিশ্ববাসীর নানাবিধ দৈনন্দিন কর্মকান্ডে ঘন্টা ব্যবহৃত হচ্ছে।

খ্রীষ্ট মন্ডলীতে ঘন্টার ব্যবহারঃ খ্রীষ্টধর্ম প্রসারের সাথে সাথে গীর্জাচূড়ায়, মঠে, আশ্রমে, সেমিনারীতে, কনভেন্ট প্রভৃতিতে ঘন্টার প্রচলন পরিলক্ষিত হয়। প্রাত্যহিক ও পর্ববীয় খ্রীষ্টযাগে ছোট ছোট ঘন্টা ব্যবহার করা হয়। বড় বড় গীর্জা চূড়ায় বড় ঘড়ির সাথে সংযোগ ঘটিয়ে প্রতি ১৫ মিঃ, ৩০ মিঃ এবং ৬০ মিঃ অন্তর সময় নির্দ্দেশক ঘন্টা বাজানো হয়। অনেক গীর্জার ঘন্টাঘরে ৩,৪,৫,৬ বা ৭ এবং ততোধিক ঘন্টার সমাহার দৃষ্ট হয়। উত্তর আমেরিকার ওয়াশিংটনে কুমারী মারিয়ার জাতীয় তীর্থ গীর্জায় (National Shirine of our lady) ৫৯ঘন্টা রয়েছে।

নাগরী গীর্জার ঘন্টাঃ নাগরী গীর্জার ঘন্টার ইতিবৃত্ত দেয়ার পূর্বে নাগরীতে খ্রীষ্টধর্মের গোড়াপত্তনের অতি সংক্ষিপ্ত ইতিহাস বর্ননার প্রয়াস পাচ্ছি। পর্তুগীজ মিশনারীগন বঙ্গদেশের (অবিভক্ত বাংলা) পশ্চিমাঞ্চল, দক্ষিনাঞ্চল ও পূর্বাঞ্চলে খ্রীষ্টধর্ম প্রচারে ব্রতী হন। ১৫৯৯ খ্রীঃ তাঁরা হুগলী জেলার গঙ্গানীর তীরে ব্যান্ডেল নামক স্থানে প্রথম গীর্জা ও মঠ স্থাপন করেন। এই গীর্জা এখন তীর্থস্থান। এতদ্কালে দক্ষিনাঞ্চলের ভূষনায় খ্রীষ্টবানী প্রচার ও গীর্জা স্থাপিত হয়। বহুদিন পূর্বে নদীভাঙ্গনে এই গীর্জা বিলীন হয়ে যায়। ভূষনার হিন্দু রাজা ছিলেন অতীব অত্যাচারী এবং খ্রীষ্টান বিদ্বেশী। অত্যাচারিত ও নিগৃহীত বাঙ্গালী খ্রীষ্টানগন গত্যান্তর না দেখে তাদের ঘরবাড়ী ত্যাগ করে পূর্ববঙ্গের ভাওয়াল পরগনার নাগরী অঞ্চলে এসে বসতি স্থাপন করে। বাস্তুভিটা ত্যাগী বাঙ্গালী খ্রীষ্টানদের অনুসরন করে পর্তুগীজ মিশনারীগনও ১৬৬৩ খ্রীঃ নাগরী এসে উপস্থিত হন।

এখানকার হিন্দু জমিদারগনও বাঙ্গালী খ্রীষ্টানদের প্রতি উদার ছিলেন না। তারাও অমানবিক অত্যাচারে জর্জ্জরি ও বিপন্ন করে তুলল নবাগত খ্রীষ্টানদিগকে। এতে পর্তুগীজ মিশনারীগন অত্যন্ত ব্যাথীত হলেন। বাঙ্গালী খ্রীষ্টানদের নিরোপদ্রবে ও শান্তিতে বসবাস এবং নিরাপত্তা বিধান, বিশেষ করে গীর্জা, স্কুল স্থাপন, গোরস্থানের ব্যবস্থা ও তাঁদের নিজেদের থাকা-খাওয়ার আবাস তৈরী প্রভৃতি বিষয়ে চিন্তা করে তাঁরা নিজেদের থাকা-খাওয়ার আবাস তৈরী প্রভৃতি বিষয়ে চিন্তা করে তাঁরা এক হিন্দু জমিদারের নিকট হতে নাগরী, বাঘদী, ছাইতান ও তিরিয়া এ ৪টি গ্রাম খরিদ করে একটি পর্তুগীজ পাদ্রীয়ান এষ্টেট স্থাপন করেন। খরিদাসুত্রে ক্রমান্বয়ে আরো গ্রাম যুক্ত হয় এই পর্তুগীজ পাদ্রীয়ান এষ্টেটে। জিঘাংসার বশবর্ত্তী হয়ে প্রতিবেশী হিন্দু জমিদারগন পাদ্রীয়ান এষ্টেট আক্রমন করতে থাকে। বাধ্য হয়ে পাদ্রীয়ান এষ্টেটের কর্ত্তাব্যক্তি পাইক ও বরকন্দাজ দল গঠন করে তাদের শক্তহাতে দমন করেন। অবশেষে স্বীয় জমিদারীর সীমানা নির্ধারন করে নিরাপত্তা ও শান্তি -শৃংখলা নিশ্চিত করতে সমর্থ হন। ছোট বয়সে বৃদ্ধদের মুখে পাদ্রী জমিদারের সাথে রাজার কাইজার গল্প শুনেছি।

ভাওয়ালের নাগরী অঞ্চল অত্যন্ত প্রত্যন্ত ও গহীন জঙ্গঁল সমৃদ্ধ। এই অরণ্য পরিষ্কার করে পাদ্রীদের থাকার ঘর, গীর্জা, স্কুল, গোরস্থান, জমিদারীর জন্য কাছারী প্রভৃতি নির্মান করতে অনেক বছর অতিক্রান্ত হয়ে যায়। স্থানীয় জনগনের পানীয় জলের জন্য ৫/৬ একর পরিমান একটি বিরাট দিঘী খনন করা হয়। প্রজাদের কৃষির সুবিধার জন্য ৬/৭ মাইল দীর্ঘ এক খাল কেটে লাউয়াইল বিলকে বালু নদীর সাথে যুক্ত করা হয়। অনেক রাস্থাঘাট তৈরী করা হয়। খ্রীষ্টভক্তদের জনসংখ্যা বৃদ্ধি পাওয়ায় প্রাথমিক ছোট গীর্জা ভেঙ্গে ৮ চালা বড় ছনের ঘর তৈরী করা হয় গীর্জার জন্য। গাছের ডালে ঝুলানো হয় এক বৃহৎ থালা ঘন্টা। অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষভাগে নির্মান করা হয় বড় পাকা ইমারতের গীর্জা এবং প্রায় ২০০ ফুট উচুঁতে গীর্জাশীর্ষে ঝুলান হয় বড় একটি কলসী ঘন্টা সংগে বড় থালা ঘন্টাটিও। কলসী ঘন্টার হাতুড়ির সাথে রশির সূতলী বেঁধে গীর্জার পাদদেশ হতে উহা বাজানো হত। লোহার সিঁড়ি বেয়ে গীর্জার ছাদে উঠে কলসী ও থালা ঘন্টা যুক্তভাবে বাজালে ইহার আওয়াজ ৩/৪ মাইল দূরবর্তী স্থান হতে কর্নগোচর হত। সমসাময়িক কালেই তৈরী হয়েছিল পানজোরা কনভেন্ট নারী শিক্ষার পদক্ষেপ হিসাবে।

৫ (পাঁচ) যুগ পূর্বের নাগরী স্কুলের ছাত্র ছিলাম। শিক্ষকগণ ও পাদ্রীগণ আমাদের বাইবেল পড়াতেন, সাধু সাদ্ধীগনের জীবনী আলোচনা করতেন, ব্যাখার মাধ্যমে খ্রীষ্টযাগের বিভিন্ন অংশ বুঝতেন। তৎসঙ্গে গীর্জার ঘন্টা কখন ও কিভাবে বাজালে কি অর্থ হয় এবং কোন্ প্রার্থনা বলতে হবে তার তাৎপর্য তুলে ধরতেন। নাগরী গীর্জার সোমবার হতে শনিবার পর্য্যন্ত সকাল-সন্ধ্যার ঘন্টাধ্বনীর অর্থ বর্ণিত হলঃ-

(১) সোমবার ভোরে কলসী ঘন্টা ১+১+১ . . . ১+১+১ . . . ১+১+১ . . . হারে ধীর লয়ে ১৫/১৬ বার বাজানোর অর্থ হল - দূতসংবাদ ও প্রাতঃকালীন প্রার্থনা করতে হবে।

(১) (১) ১+১+১+১+১ ..... একটানা কলসী ঘন্টা বাজানো হত ১৫ মিঃ অন্তর ২ বার। এ ঘন্টা প্রাতে সাপ্তাহিক খ্রীষ্টযাগে যোগদানের আহ্বান করে।

(২) দ্বিপ্রহরে ১২টার সময় ও সন্ধ্যাকালে ভোর ঘন্টার নিয়মে (১) কলসী ঘন্টা বাজানোর অর্থ হলো দূতসংবাদ প্রার্থনা বলতে হবে।

(৪) শনিবার সন্ধ্যায় লোহার সিড়ি বেয়ে গীর্জার ছাদে উঠে সন্ধ্যা ঘন্টা বাজানোর (কলসী ঘন্টা) পর পরই বাজানো হত কলসী ও থালা ঘন্টার ঝুমুর ২/৩ মিঃ। অতঃপর কলসী ঘন্টায় হাতুড়ীর ২ঘা দিয়ে, থালা ঘন্টায় হাতুড়ির ঘা দেয়া হত ১ বার ২/৩ মিঃ। এর পর যুক্ত ঘন্টার ঝুমুর বাজানো হত ২/৩ মিঃ। এ ঘন্টাধ্বনীর অর্থ হল আগামী দিবস রববার ও বিশ্রামবার এবং প্রত্যেক খ্রীষ্টভক্তকে অবশ্যই খ্রীষ্টজাগে যোগ দিতে হবে।

(৫) রোববারে যেহেতু সকালে কয়েকটি খ্রীষ্টযাগ উৎসর্গ করা হত সেহেতু পালপুরোহিতের নির্দেশ মত ঘন্টা বাজানো হত।

(৬) গীর্জার পর্ব্বদিন, বড়দিন, অন্য কোন আদিষ্ট পর্ব্বদিন এবং পান জোরাতে সাধূ আন্তনীর তীর্থ পর্ব্বদিনের পূর্ব্ববর্ত্তি সন্ধ্যায় শনিবারের ন্যায় যুক্ত ঘন্টা বাজানো হত। পানজোরা সাধু আন্তনীর গীর্জায় কোন ঘন্টা না থাকায় এ নিয়ম প্রচলিত ছিল।

(৭) ২৪শে ডিসেম্বর রাত ১২টার সময় যাজ্ক যখন খ্রীষ্টযাগ আরম্ভ করে গীর্জাভ্যন্তরস্থীত কুড়ের গোয়াল ঘরে শিশু যীশুর মূর্তী স্থাপন করে ধূপ আরতী দিয়ে গাইতেন " জয় পরমেশ্বরের উর্দ্ধলোকে জয়" তখন গীর্জাশীর্ষ হতে যুক্ত কলসী ও থালা ঘন্টা এবং গীর্জার আলতার হতে ছোট ছোট ঘন্টার ঝুমুর একযোগে বাজানো হত। হাড় কাঁপানো প্রচন্ড শীতের নিস্তব্ধ নিশীত রজনীর আকাশ বাতাস ভেদ করে নাগরী গীর্জার ছন্দায়িত যুক্ত ঘন্টাধ্বনী মূর্ত হয়ে ধর্মপল-ীবাসীগনকে জানাতো খ্রীষ্ট যীশু জন্মের শুভ আনন্দ বার্তা। যারা গীর্জায় উপস্থিত থাকতে পারতনা তারাও গভীর রাত্রির আনন্দ ঘন্টাধ্বনীতে জাগ্রত হয়ে হর্ষোৎফুল- হৃদয়ে করজোড়ে জানাত সৃষ্টিকর্তাকে ভক্তি ও ধন্যবাদ। অতিক্রান্ত ও বহমান জীবনে আরো একটি বড়দিন উদযাপনের সুযোগদানের জন্য ঈশ্বর সমীপে উদ্বাত্ত হয়ে যাচনা করত কৃপাশীর্ব্বাদ ও শান্তি স্বীয় পরিবার পরিজনদের জন্য এবং গোটা পৃথিবীর সমগ্র খ্রীষ্টিয় মানব গুষ্টির জন্য। এমনি সময়ে দিকে দিকে, গ্রামে গ্রামে ও পাড়ায় পাড়ায় শুরু হত আনন্দোদ্বেলিত চিত্তে বড়দিনের কীর্ত্তন ঢোল, খোল, করতাল, হারমোি-নয়াম ও বাঁশীর সুরের তালে তালে। খ্রীষ্টভক্তগণ অকৃত্রিম আনন্দোল-াসে মেতে উঠত দূতগণ কতৃক যীশুজন্মের সংবাদ প্রাপ্ত জেরুজালেমের রাখালগনের মত এবং গানে গানে ভরে দিতো আকাশ, বাতাস ও পৃথ্বী হেলেদুলে আকুল পাগল মাতোয়ারা হয়ে।

(৮) নাগরী খ্রীষ্টমন্ডলীর বার্ষিক খ্রীষ্টপ্রসাদীয় শোভাযাত্রার সময় ধীরে ধীরে গীর্জাচূড়া হতে যৌথ ঘন্টা বাজানো হত।

(৯) প্রভু বিশপ, কার্ডিনাল, পোপের প্রতিনিধিদের আগমনোপলক্ষ্যে যুক্ত ঘন্টার ঝুমুর বাজানো হত।

(১০) নাগরী ধর্মপল-ীর কোন লোকের মৃত্যু হলে কলসী ঘন্টা ২বার বাজিয়ে কিছুক্ষন পর ১বার বাজানোর অর্থ মৃতের জন্য প্রার্থনা করা। মৃতের জন্য খ্রীষ্টযাগের সময় একই রীতির ঘন্টা বাজানো হত।

(১১) নভেম্বর ২ তারিখে মৃত্যুলোকদের পর্ব্বদিনে উপরের (১০) নিয়মে ঘন্টা বাজানো হত ১ঘন্টা পর পর সকাল হতে রাত্রি ৮টা পর্যন্ত।

(১২) কোন পর্ব্বীয় ঘন্টা ব্যাতীরেকে যুক্ত ঘন্টা বিরতীহীন বাজানোর অর্থ হল বিপদ সংকেত।

বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধের সময় এক দুস্কৃতকারী গীর্জাশীর্ষ হতে কলসী ঘন্টা রাত্রিতে নীচে ফেলে চুরি করে নিয়ে বালুনদীতে ডুবিয়ে লুকিয়ে রাখে। ঘন্টা খুঁজে উদ্ধার করে আনা হলেও উহা আর ব্যবহার করা সম্ভব হয়নি। কারণ, উহা উপর হতে নীচে ফেলার দরুন ভেঙ্গে গিয়েছিল। বড় থালা ঘন্টা এখন পালপুরোহিতের গুদামে অলস অবস্থায় পড়ে আছে। প্রায় ৩ যুগ অতিবাহিত হচ্ছে নাগরী মন্ডলীর খ্রীষ্টান প্রজন্মে এই ঐতিহ্যবাহী ঘন্টাধ্বনী শ্রবন বঞ্চিত। তারা আজ কৃষ্ণচুড়া গাছে ঝুলানো গ্যাস সিলিন্ডারের বিকল্প ঘন্টাধ্বনী শুনতে অভ্যস্ত যার কটু আওয়াজে সকলেই বিতশদ্ধ।

লেংড়া ঠাকুরের মেলাঃ-

ভস্ম বুধবারের পরবর্ত্তী রোববার অর্থাৎ মহোপবাসকালের প্রথম রোববার কালভারীর পথে যীশুর বৃহৎ ভারী ক্রুশ কাঁধে প্রথমবার পতনের দৃশ্য সম্বলিত বড় কাঠের মূর্তী অনুসরন করে মা মারীয়ার ক্রন্দনরতাবস্থার আর একখানি বৃহৎ কাঠের মূর্তী নিয়ে এক শোভাযাত্রা গীর্জা হতে বেরিয়ে বড় মাঠ (বাকী ১০৯ পাতায়)

HIGHLIGHTS OF ITALY

Rome, Florence, Venice, Assisi, Spoleto, Pompeii, Sorrento, Capri

Nerissa Grace Mendes, Princeton, NJ

My trip to Italy started with my involvement with the Girl Scout Delaware Raritan association. I heard about this trip through my Girl Scout leader, Ms. Iris

Cartwright who signed our troop up for the trip. The troop I belonged to was 1329, which also consisted of two other girls who were part of the travel team. After many months and meetings of planning our departure day finally arrived. On July 7, 2004 the cadet's of the Girls Scouts of Delaware Raritan finally embarked on their voyage to historical Italy.

Day 1: On first day of the trip we were on a Lufthansa flight traveling to the first destination Rome, Italy.

Day 2: Rome is considered the "Eternal City", a title earned through its importance as one of the immensely grand capital of the Roman Empire and as the world's pinnacle of the Roman Catholic Church. Rome has been the capital of Italy since 1871. The history of Rome goes back about three thousand years. It is one of the oldest and most imperative cities in the world. On the first day in Rome my group and I were introduced to our Educational Tour Director and were taken to our first of many hotels we would be staying in. Before the day was over our tour director took us to see the bustling Spanish Steps also know as the "Piazza di Spagna", which is a popular hangout for foreigners, and Italians alike. The famous steps consist of three staircases, which fit the theme of the church at the top, which is named for the Holy Trinity. The church was built long before the staircase. The name "Spanish Steps" comes from the fact that the Spanish Embassy used to be located in the palace near the Church. Our next and last tour stop for the day was the Pantheon, which is, one of the best-preserved ancient buildings in Rome. The Pantheon was built in honor of Augustus a few years before the birth of Christ. The Pantheon was converted into a Church around 609 A.D., dedicated to the Madonna and therefore cherished by the pontiffs. This building also houses tombs of famous artists such as Raffaello and Annibale Carracci and some Italian Monarch.

Day 3: Our second day in Rome was spent in the Vatican City. The world's largest dome is located in the world's smallest country. By 1506, St. Peter's Basilica, the main church at the Vatican, was too small and decrepit to impress anyone. Following the examples situated by emperors and sultans; Pope Julius II decided to crown the old Church with a dome. He hired Italian architect Donato Bramante to do the job. Bramante's vision for the Basilica was simple: a Greek cross with equal-sized arms around a central dome. But Bramante and the Pope died before much could be built. In 1546, a young artist from Florence named Michelangelo gained total control of the construction of St. Peter's, the largest church in the Christendom. While in the Basilica I saw the world's famous sculpture, the Pieta made by Michelangelo. After visiting the Basilica we were led to the Sistine Chapel. Michelangelo himself painted the prominent ceiling of the chapel because the Pope had ordered him to. Next we had a guided sightseeing of Rome which consisted of visiting the Colosseum which was Commissioned by Emperor Vespasian in 72 A.D. the Colosseum is the most impressive and majestic amphitheater of Roman times. To celebrate its grand inauguration, over 5000 animals were sacrificed. Until 523 A.D. fights, between gladiators and wild beasts were held periodically. The Roman gladiators were originally soldiers in training, their combats became a sport; later slaves and prisoners of war or criminals were forced to fight in the arena. Lastly we walked to the ruins of the ancient Forum Romanum, once the heart of the Roman Empire, and also were the omnipotent leader Julius Caesar was assassinated.

Day 4: We traveled by bus to Florence, the birthplace of the Italian language. On our tour through the streets of Florence we were told how the powerful Medici family took control of Florence. We visited the Giotto's Bell Tower and the marble cathedral in the Piazza del Duomo. During our walk through the square we saw the classical statues of the Piazza della Signoria, where a copy of Michelangelo's David stood. The original sculpture had been moved for restoration to the Chiesa di Santa Croce.

Day 5: On our second day in Florence we visited Pisa and Vinci. We saw one of the most famous building structures ever made - the Leaning Tower of Pisa, which is a six-story tower made out of pure marble. Soon after building of the Pisa started in 1173, the foundation of the Pisa tower settled unevenly. Construction was stopped, and was continued only a 100 year later. It then became visibly clear that the Tower of Pisa is leaning, tilting to the south. Next to the tower there is a marble cathedral and baptistery, which is carved, in Gothic style by Nicola and Giovanni Pisano. Soon after visiting Pisa and its famous buildings our next stop was to visit the Leonardo Museum in Vinci. Inside the museum we saw some of the largest collections of machines designed and created by Leonardo da Vinci.

Day 6: Traveled by bus to Venice and arrived late at night.

Day 7: Our first full day in Venice and last was spent on tours that started in St. Mark's Square where St. Mark's remains are buried under the altar of the basilica. The story of how St. Mark's remains were smuggled out of Alexandria shows how tricky and clever the Romans were. They put his body in a barrel of salt pork to prevent a thorough search by the city's Muslim guards; we also saw the Grand Canal and the Campanille Bell Tower. Following that we saw a demonstration of how glass blowing was done. After we went into the Doges' Palace where the mighty Venetian dukes once ruled in the 14th century. Lastly we took a ride on a gondola, which is a sleek boat that helps people in Venice travel through the narrow Grand Canal.

Day 8: Traveled by bus to Assisi to visit the birthplace of Italy's most beloved two saints, St. Francis and St. Claire who are both buried in the Basilica of St. Francis which we visited as well. Work started on the construction of the Basilica of St. Francis in the year 1228, just two years after the saint's death. The site that at that time was known as the "Hill of Hell", because wrongdoers were executed there, later became known as the "Hill of Heaven" due to the fact that it was where St. Francis' mortal remains were to rest for centuries.

Day 9: From Assisi (See page 109)

My Journey to Vietnam

Anthony Gonsalves Manhattan, NY

On June 28, 2005 I was drafted off to Vietnam however not with a gun but with a video camera and an open mind. As I started my trip I didn't realize what I had gotten my self into. As I sat in the plane with total strangers for 18 hr I came to realize that I'm going to leave everything behind for 6 whole weeks no chicken curry, no cell phone, and absolutely no sleeping in late. As the days went by and I adapted to the culture I learned how to eat with chopsticks, I learned to speak their language and also I learned to eat foreign food for instances having scraping for dinner. However seeing the wonderful sites of Vietnam I also came across very tragic moments. I went to the capital Ho Chi Min City to a hospital where they care for kids who are affected by Agent Orange. Agent Orange was a chemical, which was spread over Vietnamese land by the US government distorting crops, polluting the air and also polluting the water as well. The reason why children are still being affected is because; people during the war were around this chemical and know the effects are showing on there off spring. Seeing how the Vietnamese people lived during the war really shocked me but on the other hand it gave me a big perspective on what could happen if the war in Iraq does not stop.

PRO-TV

Students
Film Abroad
BY MILES MORTON

Miles: So, first of all, could you tell me a little bit about your background, and where you grew up?

Anthony: I grew up in the Lower East Side of Manhattan, in the projects. I lived there all my life. My parents came from Bangladesh in the 70's so I'm the second generation down here.

M: So how did you pick your topic and country for your reporting assignment?

A: Me and Melissa (PRO-TV instructor Melissa Lohman) decided Vietnam was the place for me and I should go down there. I was doing some Internet research and I found out that Agent Orange was still affecting people in Vietnam.

M: So can you still see the affects of the war pretty clearly?

A: There are some parts of Vietnam where you can still see the effects of the war. We went to a landmine site and they still have a whole bunch of landmines. People in bare feet would go out with sticks, and just hunt out the landmines with their eyes. They didn't have any metal detectors or anything. In Ho Chi Min City, one of the biggest cities in Vietnam, we went to a hospital. We visited all the children affected by Agent Orange. They have a normal sized body but a very small head. It was hard for me in the beginning, but I started mingling with them, and sat down and they were drawing and stuff.

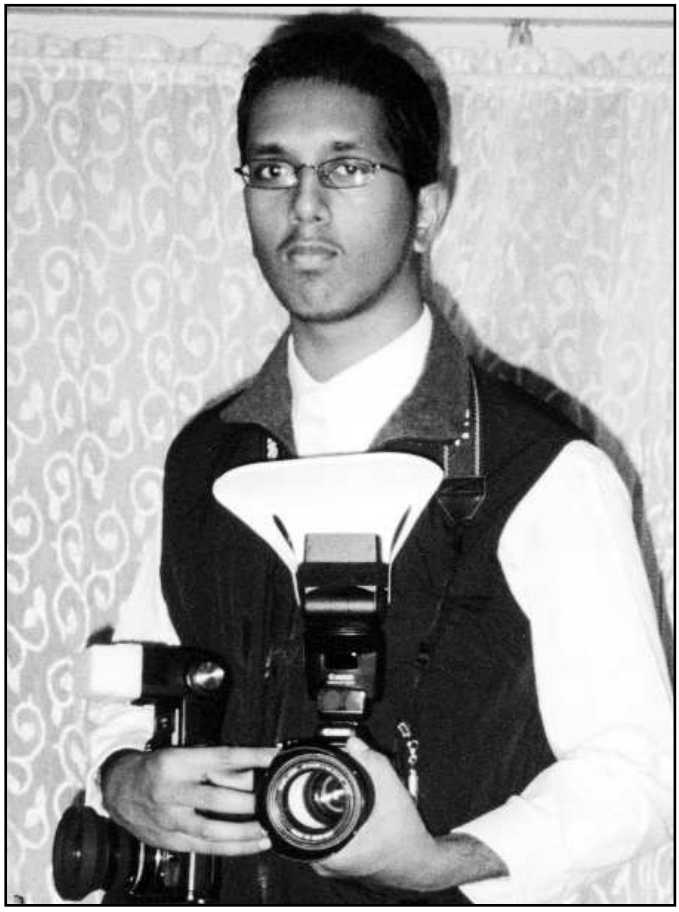

M: When the Vietnamese asked you about your culture, did you describe your Bengali culture, or your American culture?

A: When people would ask me, those that knew I was English, they would ask, 'Where are you from?' I used to just spit out, 'Oh I'm from Bangladesh.' Secondly I would tell them I live in New York right now. I would tell them I'm from Bangladesh and you know, my brother was born back home, but I was born here.

M: Do you think your experience of being immersed in this new culture was different than some of the other kids on the program?

A: When I was talking to them, it seemed like they were all having the same experiences as me. They were all culture shocked and everything. Most of the kids that I went with, they had been to other countries before. For me this was my first time going to a foreign country by myself.

M: Do you think the newness of that experience had any effect on your identity?

A: Well it did affect me a little bit, because now I know that Vietnamese people and

Bengali people live alike. They eat almost the same food. They'll eat rice everyday. Same thing as us. We'll have rice with all our meals. It's like they're more influenced by their culture. Same thing with the Bengali people. It's very similar.

প্রাচীন রোম নগরী ও ভাটিকান

ছিরিল ডি রোজারিও, নিউইয়র্ক

ইতিহাসের পাতায় দেখা যায়, ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের পূর্বত্ব ছিল রোম সাম্রাজ্যের আধিপত্য। রোম সম্রাটদের রাজ প্রাসাদের কাহিনী এবং তাদের জীবন যাত্রা কারো অজানা নেই। সেই রোম সাম্রাজ্যের পাশাপাশি আরম্ভ হয় খ্রীষ্ট ধর্মের অভিযান। ফলে সৃস্টি হয় অনেক ঐতিহাসিক ঘটনা যা আজ সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করছে।

অনেক দিন থেকে অনেকের মুখ থেকে এটি শুনে এসেছি এবং এই কারণে তা একবার স্বচক্ষে দেখাবার ইচ্ছা হয়। মনের সেই সাধ মিটানো জন্যই অতিকষ্টে ইতালীর ভিসা সংগ্রহ করে গত ২১ শে আগষ্ট ২০০৫ আমি আমার স্ত্রী মারীয়া রোজারি ও এবং আমার মেঝো ছেলে স্বপন রোজারি কন্টিনেন্টাল লাইনে রোম এয়ারপোর্টে অবতরন করি সকাল ৬.৩০ মি:। আসার পূর্বে রোমে কারো সাথে যোগাযোগ না থাকা আমরা সরাসরি হোটেল হলি ডে-ইন-এ উঠি, সকালের প্রাত:রাশ সেরেই হোটেলের বাসে সেন্ট পিটার্স স্কোয়ারে যাই প্রথমে। তার নিকটে অবস্থিত কনভেন্টে সিঃ খ্রীষ্টিয়ানা, বাড়ী, পাবনা মথুরাপুর এবং তার সাথে দেখা করি। তিনি আমাদের বলে দেন কি ভাবে সেন্ট পিটারের গীর্জায় প্রবেশ করতে হয় এবং কোনদিন পূন্যপিতার আর্শীবাদ পেতে পারি। সেখানে ফোনের মাধ্যমে আমাদের দেশের কয়েকজন আত্মীয় স্বজনের সাথে যোগাযোগ হয় তার মধ্যে একজন হলো আমার ভাইস্তার ছেলে জুয়েল এবং আত্নীয় রবি। রোমে ছয়দিন (৬) থাকা কালীন এই দুইজনই আমাদেরকে বিভিন্ন গীর্জায় ঐতিহাসিক স্থান গুলো দেখানোর জন্য নিয়ে যায় । ইতিহাসে আত্নকাহিনী পড়া একরকম এবং এর ঘটনাবলীর চিহ্ন গুলি স্বচক্ষে দেখা অন্যরমক। দেশে থেকে রোমের চিত্র কিছুই বুঝতে পারিনি- যা এখন স্বচক্ষে দেখে নিজেকে ধন্য মনে করছি।

প্রথমেই আমরা সেন্ট পিটার স্কোয়ারে গীর্জায় প্রবেশ করার জন্য লাইনে দাঁড়াই এটি এক অদ্ভুত ব্যাপার। সেন্ট পিটার স্কোয়ারে মানুষের ঢল দেখে ইহা স্পষ্টই মনে হয় প্রভু যীশু খ্রীষ্টের বানী প্রতিফলিত হয়েছে । তিনি শিষ্যদের নির্দ্দেশ দিয়েছিলেন- "তোমরা জগতের বিভিন্ন জাতির নিকট যাও এক আমার বাণী প্রচার কর এক পিতা পুত্র পবিত্র আত্মার নামে সকলকে বাপ্তাইজিত কর।"সেন্ট পিটার স্কোয়ার এটিই প্রমাণ করে - প্রভু যীশুর বানী পূর্ণ হয়েছে- জগতের বিভিন্ন দেশ বিভিন্ন ভাষাভাষির লোক দলে দলে আসছে এবং লাইনে দাঁড়াচ্ছে। প্রায় প্রত্যেক দলে একজন পুরোহিত আছেন। চারিদিকে শুধু মানুষ তার মানুষ পুরোহিত সিষ্টার ফাদারদের সংখ্যাও কম নয়। সেন্ট পিটার স্কোয়ারে এই লাইন শুধু একদিন নয় প্রত্যেকদিন সকাল ৭ট থেকে বিকাল পর্যন্ত চলে। লাইনে দাঁড়িয়ে গীর্জায় প্রবেশ করিতে প্রায় এক ঘন্টা সময় লাগে। গীর্জার ভিতরে দুই পাশে মৃত পোপ মহোদয়দের কবর এবং প্রত্যেক কবরের উপর ঐ পূন্য পিতার মূর্তি শায়িত। এই সময় কবর এবং সাধুসাধীদের মূর্তি দেখার জন্যই প্রত্যহ হাজার হাজার খ্রীষ্ট বিশ্ববাসীদের রোমে আগমন। মূর্তি গুলো মার্বেল পাথরের কিংবা পিতলের। প্রত্যেক গীর্জার ভিতরের নক্শায় কারুকার্য্য এবং সোনালী রং দেখলে চোখ ঝলসায়ে যায়। বিভিন্ন গীর্জায় ঐতিহাসিক স্মৃতি চিহ্ন গুলো সংরক্ষিত করা হয়েছে এবং তা দেখার জন্যই দলে দলে লোক এক গীর্জা থেকে অন্য গীর্জায় যায়। এক গীর্জায় রাখা হয়েছে- প্রভু যীশু যে ক্রুশের উপর প্রাণ ত্যাগ করেছিলেন সেই ক্রুশের এক খন্ড আসল কাঠ এবং প্রভু যীশুর কোমরের পরিহিত রক্তাক্ত বস্ত্রখানা আর আরেক গীর্জায় আছে প্রভূ যীশুকে জম্মের পর তাকে যে যাবপাত্রে রাখা হয়েছিল সেই যাবপাত্রের এক টুকরো আসল কাঠ।

আর গীর্জায় রাখা হয়েছে- ৩৩টা সিড়ি যে সিড়িতে প্রভুযীশুকে দাঁড় করায়ে পিলাতের বাটিতে বিচার করা হয়েছিল। প্রত্যেকটা সিঁড়ির উপর হাঁটু দিতে দিতে গীর্জার প্রবেশ করতে হয়। অনেকেই পারে - আবার কেহ কেহ ৭/৮ সিঁড়ি বেয়ে ফিরে আসে। উলে-খ্য আমরা ৩৩ টা সিঁড়িই হাঁটু দিয়ে উপরে উঠেছি এবং গীর্জায় প্রবেশ করে প্রার্থনা করেছি। রোমের গীর্জার চুড়াগুলো সব একধরনের যা অন্য কোনদেশে দেখা যায় না ।

রোমে আসার পূর্ব পর্যন্ত সাধু পৌলের মূর্তি দেখেনি। এই প্রথম সাধু পৌলের গীর্জায় প্রবেশ করে তাঁর মূর্তি দেখতে পেলাম। সাধু পৌলের গীর্জাকে সাধু ,পৌলের ভেসিলিকা বলা হয়। সাধু পিটারের গীর্জায় ন্যায় সাধু পৌলের গীর্জাও বিরাট। সাধু পৌলকে যেখানে শিরচ্ছেদ করা হয়েছিল সেখানেও আরেক গীর্জা। যে পাথরের উপর রেখে সাধু পৌলকে শিরোচেচ্ছদ করা হয়, সেই পাথরটা সংরক্ষিত করা হয়েছে। তবে স্পর্শ করতে দেয়া হয় না। কথিত আছে- শিরোচ্ছেদ করার পর মাথাটি তিনটি (৩) লাফ দেয়- তাতে সেখানে একটি কুয়োর সৃষ্টি হয়- তা এখন স্পর্শ করতে দেয়া হয় না ৩টি লাফের জন্য ৩টি মস্তক তৈরী করে কাছাকাছি ৩টি বেদীতে রাখা হয়েছে । তাও দেখার জন্য প্রত্যহ বহু চালকের ভীড়।

১২ শিষ্যের গীর্জাও দেখার মত। তার মধ্যে আছে যুদাসের সেই মূর্তি - সে যখন প্রভুযীশুকে চুম্বন দিয়ে- শত্রুর হাতে সমর্পন করেছিল।

"পুটি না ডি ট্রে বেরা" নামক স্থানে এক বিরাট ফুয়ারা - সেখানে অনবরত শো- শো- শব্দে নিক্ষেপ করছে- জনিত করে- যার যার মনের বাসনা পুরুনের জন্য জনশ্রুতি আছে - তাতে তার মনের বাসনা পূরণ হয়। সেখানেও লোকের সমাগম সংখ্যাতীত।

আর এক গীর্জায় মা মায়ীয়ায় সেই মূর্তি ঝরে ছিল। তা দেখার জন্য শত শত লোক গীর্জায় যাচ্ছে।

রোমে আসার দুই দিন পর ২৪ শে আগষ্ট বুধবার নতুন পোপ- পূন্য পিতা নেনেডিষ্ট ১৬ দেখবার সুযোগ হয়। সেন্ট পিটার স্কোয়ায় এর মধ্যে যে হলরুমে পোপ মহোদয় সাক্ষাৎ দেবেন- সেখানে সকাল ৯টায় লাইনে দাঁড়াই। পূর্ব থেকে সিস্টার খ্রীষ্টিয়ানা বলে দিয়েছিলেন পোপ মহোদয় ওখানে আসবেন ১০:৩০মিঃ। আগে না গেলে প্রবেশ করা যাবে না। আমরা ভাল ভাবেই হলে প্রবেশ করে এমন স্থানে আসন নিলাম- যে পথ দিয়ে পোপ মহোদয় মঞ্চে যাবেন। পোপ মহোদয় ঠিক ১০:৩০ মিঃ হলরুমে প্রবেশ করেন এবং ডান হাত বাড়িয়ে ডান দিকের লোকের সাথে করমর্দন করে চলে গেলেন মঞ্চের দিকে। আমরা ছিলাম বাঁ দিকে শুধু অল্পের জন্য পূণ্য পিতার হাত স্পর্শ করতে পারিনি কিন্তু আশীর্বাদ পেয়েছি। সেখানে তিনি পূর্ণ এক ঘন্টা অবস্থান করেন এবং সবশেষে উপস্থিত সবাইকে আশীর্বাদ প্রদান করেন।

সবশেষে দেখতে গেলাম "কাটাকম্ব"- যা মাটির নীচে ১২ মাইল স্কোয়ার ব্যাপী। তখনকার রোম সম্রাটদের অত্যাচারের ভয়ে খ্রীষ্ট বিশ্বাসীগন উপাসনা করতো মাটির নীচে। সুড়ঙ্গ পথে মাটির নীচে যাতায়াত করতো। কারো মৃত্যু হলে সেখানেই কবর দেয়া হতো। প্রকাশ্যে খ্রীষ্টান গন উপাসনা করতো না। তখনকার খ্রীষ্টানদের উপর অত্যাচারের ফলেই খ্রীষ্ট মন্ডলীর গোঁড়া সুদৃঢ় হয়েছে- তার সুফল ভোগ করছি আজ আমরা।

এই হলো রোমে মোটামোটি খ্রীষ্ট মন্ডলীর সংক্ষিপ্ত ইতিহাস।

অন্যদিকে দু- হাজার বৎসর পূর্বের রোম সাম্রাজ্যের ঐতিহাসিক স্থান গুলোও আজ সবার দৃষ্টি আকর্ষণ করছে। যেদিকে তাকাই সে দিকেই রোম সাম্রাজ্যের ছাপ দৃষ্টি গোচর হয়। সমস্ত রোম নগরটি প্রাচীর দিয়ে ঘেরা। সেই প্রাচীর এবং রাজ প্রাসাদ গুলো আজও সদম্ভে দাঁড়িয়ে আছে মাথা উঁচু করে যদিও স্থানে স্থানে ভেঙ্গে পড়েছে ঐতিহাসিক স্মৃতিচিহ্ন হিসেবে দেখার জন্য গভর্ণমেন্ট সবকিছু সংরক্ষিত করছে। রাজপ্রাসাদের ধ্বংসাবশেষ দেখার জন্যই শত শত লোক রাজ পথে এদিক সেদিক ঘুরাফেরা করছে, এক প্রাসাদ থেকে অন্য প্রাসাদে যাচ্ছে। রাজপথে শুধু লোক আর লোক। সেই জন্যই এই দেশকে বলা হয় পর্যটকের দেশ। রোম সম্রাটদের অত্যাচারের কাহিনীও কারো অজানা নেই, যে স্টেডিয়ামে খ্রীষ্টানদের উপর অত্যাচার চালাত সেই স্টেডিয়ামের প্রাচীর ঘেরা চত্বর আজও অক্ষত অবস্থায় আছে। যেখানে বসে সম্রাট বাঁশি বাজাত খ্রীষ্টানদের উপর অত্যাচার উপভোগ করতো। সম্রাট সিজারের অনুগত সেনা পতিরা সম্রাট সংরক্ষিত করা হয়েছে। সুতরাং রোম সাম্রাজ্যের রাজপ্রাসাদের ধ্বংসাবশেষ এবং খ্রীষ্ট মন্ডলীর ঐতিহাসিক স্থান গুলো দেখার জন্যই রোমে প্রত্যেহ এতলোকের আগমন হয়।

উপসংহারে - এই বলতে হয়- যাদের সুযোগ এবং সামর্থ আছে- তাদের রোম ও ভার্টিকানে যাওয়া উচিত- কারণ স্বচক্ষে দেখে জীবন সার্থক হবে এতে কোন সন্দেহ নেই।

HEART ATTACKS: PREVENTION &TREATMENT

Marcel Rozario, Rochester, NY

Despite remarkable advances in understanding disease processes, risk factors, and state of the art treatments, coronary artery disease (CAD) remains the leading cause of death in the United States. Myocardial infarction (MI), commonly known as heart attack, is the most frequent, devastating, and dramatic presentation of acute coronary heart diseases (CHD). Other presentations include unstable angina, stable angina, sudden death, arrhythmia, and congestive heart failure. These presentations of the disease are collectibly known as acute coronary syndromes (ACS). More than 1.5 million Americans suffer from myocardial infarction each year. Of these patients about 500,000 die each year, and with the help of better treatments, the remaining patients join the survivor list, thus increasing the overall numbers of heart attack patients in the community. Shockingly about 33% heart attack patients die before reaching any medical care (Amsterdam & Liebson, 2003). Coronary heart diseases are a major cause of medical, social and economic crisis. Heart attacks can be demoralizing, psychosocially and economically distressing to families of sudden heart attack victims. This article reviews contemporary views of heart attack mechanisms, treatment issues of heart attack survivors, and prevention of risk factors in the general population. The goal is to increase uniform understanding of heart attack among general masses and ultimately to help reduce risk factors through behavioral modification plans. Furthermore, the information will be helpful to patients who have survived a heart attack to understand the rationale of continuing their medications, increasing adherence to medication intake thus halting progression of disease.

Mechanism of disease formation:

The heart is a pump made of muscles that supply blood to the entire body through its continuous pumping action. The right side of the heart receives blood high in carbon dioxide and low oxygen level; it then pumps blood to the lungs where carbon dioxide is removed and oxygen is added. The left side of heart receives blood full of oxygen from the lung and supplies it to the entire body. Each day, the heart beats about 100,000 times and pumps 2,100 gallons of blood. Like the rest of the organs in the human body, the heart muscle also needs oxygen rich blood, which is delivered by coronary arteries (fuel lines). Coronary arteries spread out over the whole heart to supply continuous blood to the heart for it's functioning. Heart attack is usually a slowly developing disease starting with a process called atherosclerosis, (athero means =gruel or paste, sclerosis means =hardness in Greek.) fatty deposits (plaque) inside the coronary arteries. Various types of lipids, especially low-density lipoprotein (LDL), a bad cholesterol play a significant role in forming atherosclerosis. Major risk factor such as cigarette smoking, obesity, high LDL cholesterol (bad ones), low HDL cholesterol (good ones), high blood pressure, and family history of premature heart attack (male> 45 years and female> 55 years) can cause damage to the arterial wall. The roughened areas in the arteries attract cells with cholesterol and the inflammatory reaction cascade begins forming plaque (Libby, 2005). Layer upon layer of plaque builds up over time blocking blood flow within coronary arteries. Atherosclerosis may also lead to a stroke (blockage of arteries in the brain). If a plaque ruptures, a thrombus is formed that blocks coronary blood flow. Heart muscles beyond the block are damaged due to the lack of oxygen for long periods of time. The condition medically is termed as infarction of heart muscle (MI). Heart muscle damage is

completed within 6-8 hours after block due to inadequate oxygen supply. Therefore, faster medical treatment is recommended to ensure less heart muscle damage. A plaque rupture also initiates other inflammatory reactions that promote artery spasms. Spasms or constriction of coronary arteries restrict blood flow or oxygen supply to the heart muscle causing heart pain (angina). Heart attack also occurs in the absence of atherosclerosis. Coronary vasospasm, vasculitis, trauma and some congenital heart problems are non-atherosclerotic causes. Drugs like cocaine and methamphitamines can also cause heart attack.

Symptoms & signs: What we need to do.

Partial block causes heart pain called angina (chest discomfort). Symptoms occur when someone is active or excited and get better with rest. It may also present with unusual, behind the mid chest pain similar to that of stabbing, "knifelike", sharp or dull in nature. Pain may radiate to arm, neck, back or jaw. Other symptoms include pressure, like something stuck in the throat, or an elephant sitting on the chest, or feeling "my bra is too tight". Other symptoms include burning, indigestion-like feeling, choking and toothache. There could be symptoms of sweating, nausea, vomiting or shortness of breath, fainting, and anxiety. Symptoms usually last 1-10 minutes and are relieved by rest and nitroglycerine (tablet administered under tongue). Total blockage causes fullblown infarction or heart attack with similar types of symptoms mentioned above except symptoms are more severe and they last for more than 30 minutes. Pain of heart attack is not relieved by nitroglycerine. In hospital laboratory findings, heart attacks are shown to be consistent with ECG changes (ST elevation, pathological Q wave, ST depression and T wave inversion), increased serum markers for heart muscle damage (serial blood

troponin level I or T, a very sensitive and specific marker) and other biochemical makers like CKMB. Coronary angiogram is an invasive but confirmatory test to detect blockage. The advantage of angiograms is that on the same sitting blockage, if there is any, can be relived by PTCA (percutaneous transluminal coronary angioplasty) and stenting. Chest xrays, ultra sonograms and nuclear scans are used to detect the damaged area, and stress tests are used to detect oxygen deprivation. In acute attack, oxygen supplementation is given (SpO2 > 90% desirable). Nitroglycerine tablet under the tongue is used with the following protocol: three tablets of nitroglycerine, each tablet under tongue every 5 minutes. If pain is not relieved after the third dose, call 911. In the hospital, treatment includes aspirin 325 mg tablet to dissolve the clot (thrombus) and should be chewed by patient. Other medications include beta-blockers such as metoprolol and bisoprolol, nitrates, and antithrombin agents. Further treatment includes reperfusion therapy like relief of the blockage by PTCA, stenting, or even CABG (coronary artery bypass graft) if multiple vessels are involved.

Risk Factor Prevention Cholesterol

Risks factor of having a heart attack includes age (male 45 years and female

55years) smoking, diabetes mellitus, high blood pressure, family history of premature coronary heart diseases in first degree relative (male < 55 years and female <65years) and increased Triglycerides, LDL (bad cholesterol) and decreased HDL (good cholesterol). Patients with cardiovascular metabolic syndrome (Abdominal obesity, high blood pressure, increased Triglycerides >200mg, increased LDL and decreased HDL <40mg) are at increased risk of heart attack. Patients can change behaviors such as smoking,

high cholesterol consumption, and high blood pressure risk factors. For these patients, blood tests should be done for not only total cholesterol but also complete lipid profiles that measure Triglycerides (TG), LDL, HDL and total cholesterol after fasting for 12 hours. This should be checked every 5 years after the age of twenty. For the rest of the patients, their doctors will decide frequency of lipid profile tests. The target low-density lipoprotein (LDL) should be less than 100 mg/dl for patient with CHD risk. In high risk patients (patients with high blood pressure, smoker, metabolic syndrome) LDL goal should be less than 70 mg/dl. Lipid levels fall rapidly after heart attack, major surgery and acute illness. Lipid level is high in hypothyroidism, alcohol abuse, nephritic syndrome, diabetes and result from certain medications. Diet management for bringing lipids to desirable levels is one of the best preventative means and should be followed strictly by high-risk group of patients. Replace saturated and trans fat with unsaturated and monosaturated fats (olive oil, canola oil). Eating more fish, oats, brown rice, dried beans, vegetable and fruit is advisable. Weight loss through exercise (30 minutes of moderate to vigorous exercise everyday of the week is sufficient) has triple benefits including: losing weight, increasing level of HDL (good cholesterol) and decreasing level of stress. Setting aside time for relaxation is also advisable. Expressing emotion before tension breaks out is a good way to diffuse stress. Enough sleep and rest have reenergizing benefits as well. There are few lipid-lowering medications available and prescribed by the physicians to aggressively lower the cholesterol to desired level. Statin (like Lipitor, Zocor, etc) for lowering LDL and mcotinic acid for increasing (HDL) good cholesterol are often prescribed. Antilipid medications are to be taken for long periods of time to achieve desired results. Liver function tests and tests for muscle problems are

done as these agents have some effects on liver and muscle cells. Regular medication intake and low sodium diet should be maintained for high blood pressure control. Diabetes should be strictly controlled with appropriate diet (nutrition consult) and medication.

Smoking Cessation

There are few benefits of smoking like short-term relief of stress, increased concentration and decreased appetite (some smoker rationalize to decrease obesity by means of smoking). The deleterious effect of smoking is unquestionably so enormous that risks of smoking outweigh its benefit by 100 times. All research studies of tobacco smoking found huge adverse effects on our bodies. Research studies have promisingly found that an individual is able to quit smoking with the available help of community resources, and with help of primary care physician's involvement in the quitting process. Smoking increases heart rate, blood pressure and narrows the blood vessel. Smokers have much higher risks of heart attack than non-smokers. Death rate from heart attack among smoker is greater too. Quitting anytime lowers the risk factors for heart attack caused by smoking. There are many tobacco cessation resources available in the community, like group programs as well as Internet resources. Quitting can be done on your own too. Talk to your primary care doctor for the best approach for you. The likelihood of successful tobacco cessation depends directly on the primary care doctor's involvement.

Medication for Heart Attack Survivors

Patients who have survived a previous heart attack need to take regular aspirin -minimum dose of 81 mg daily to prevent clotting and thrombus formation. Dose range for aspirin is 8 1-325mg. Clopidegrel (Plavix) reduces death rate and risk of future heart

attack. It also prevents thrombus formation in patients with stents. Anticoagulants like warfarin, heparin and low molecular weight are used for certain patients for short periods of time. Nitroglycerine should always be kept in their possession and taken according to protocol described earlier. Clinical studies found significant benefit of lowering lipid levels on these patients. The target goal set by the expert panel of National Cholesterol Education program for LDL is less than 70 mg/dl and HDL more than 4Omg/dl. Treatment should be started at discharge from hospital with appropriate lipid lowering agents (most of the time use of statin=Lipitor, Simvastatin, or combination drugs) and a diet low in saturated fat with emphasis on increased consumption of vegetables, grains, fish, omega 3 fatty acids and plant oil like olive oil. Lowering lipids mainly LDL (bad ones) and increasing HDL (good ones) prevents formation of atherosclerosis and hence decreases the risk of heart attack. HDL (High Density Lipoprotein), good cholesterol protects our heart from critical effect of bad cholesterol-LDL (Low Density Lipoprotein). It has been observed that people of Indian Subcontinent have lower amount of cardioprotective HDL. Exercise increases HDL lipoprotein. HDL level is also increased by taking prescribed dose of nicotinic acid (Niacin). Beta blockers (metoprolol XL, Carvedilol and bisoprolol) used on long-term basis has decreased heart attack death rate significantly. They also decrease blood pressure, heart rate and decrease remodeling of the heart thus halting progression of disease (Mann, 1999). Diabetic and asthmatic patients need to be monitored carefully when they are on these medications. Angiotensin-converting enzyme inhibitors (ACEIs) like lisinopril, captopril are miracle drugs for preventing further attacks and decreasing disease progression. ACEIs are well-researched, extensively used in patients are available as generic drugs (low cost). These medications should be taken

regularly at an appropriate dose set by the physician. These drugs are highly efficacious for preventing further heart attack. Over the counter medications like fish oil, and nicotinic acid are not adequately dosed and should therefore be avoided. Some of the herbal medications may contain substances that may have deleterious effects on the ailing heart and should also be avoided. Some of the patients who have survived previous heart attack(s) have to continue taking these medications for the rest of their lives to stop recurrences of heart attack and retard disease progression, thereby, stay alive with excellent quality of life.

Conclusion

Life style modification plans include non smoking status, moderate to vigorous exercise for 30 minutes, weight control (body mass index<25, light alcohol< less than 3 drinks per week, and healthy diet (high fiber, fish, folate, polysaturated fat, no trans fat, and low carbohydrate, low glycemic load), all of which can ensure low risk for future heart attack or cardiac death.

"চোখে চোখে ভালবাসা"

ভ্যালেন্তিনা অপর্ণা গমেজ, হ্যামিলটন, বারমুদা

স্বপ্নার বাবা-মা স্বপ্নাকে নায়ড় নিতে এসেছেন। সুদীপ বারান্দায় দাঁড়িয়ে সিগারেট টানছে। স্বপ্না এঘর ওঘর স্বামীকে খুঁজছে। বিয়ের পর তিনমাসের মধ্যে এই প্রথম স্বপ্না বাপের বাড়ি নায়ড় যাচ্ছে। সুদীপ বলতে গেলে বেকার অবস্থায় বিয়ে করেছে। দু'বছর সাউদীতে কাজ করার পর কোম্পানী বন্ধ হয়ে যাওয়াতে হঠাৎই বেকার হয়ে পড়েছে। অনেক জায়গায় কাগজপত্র জমা দিয়েছে তবে কোথাও কোন আশা পাওয়া যাচ্ছেনা। নিজের কাছে যা আছে তাই দিয়ে কোন রকমে হাত খরচা চালাচ্ছে। তবে একটু সমস্যা হয় কারণ স্বপ্নারও ব্যক্তিগত কত রকম চাহিদা আছে যা হয়ত টাকার জন্য পূরণ করা সম্ভব হয়ে ওঠেনা। যখন সুদীপের সাথে স্বপ্নার সম্বন্ধ পাকাপাকি হয় তখন কথা হয়েছিল সম্বন্ধ জুড়ে বেশীদিন স্বপ্নার বাবা-মা রাখবেননা তার কারন ও ছিল। যেহেতু সম্বন্ধ ঠিক করে মেয়ের অভিভাবকরা সব সময় নিশ্চিত হতে পারেননা। কেননা শত্রু-মিত্র কার মনে কি আছে বলা যায়না। তাই একটা মেয়ের সম্বন্ধ কোনভাবে ভেঙ্গে গেলে অনেক সমস্যা দেখা দেয় বিশেষভাবে মেয়ের ক্ষেত্রে। আমাদের সমাজের মানুষের নানা মতবাদ, নানা রকম গুঞ্জনের সীমা থাকেনা। সেসব চিন্তা ভাবনা করে স্বপ্নার বাবা-মা সেভাবেই কথাবার্তা বলে নিয়েছেন সুদীপের বাবা-মার সাথে। তাই যে বছর সুদীপ বিয়ে করতে বাড়িতে আসার কথা ঐ বছরই সুদীপের চাকুরীটা চলে যায়। তাই দু'বছরের যা উপার্জন ছিল তা দিয়ে সম্পূর্ণ বিয়ের খরচ চালিয়ে হাতে খুব বেশী জমা ছিলনা। সুদীপকে বাড়িতে রেখে স্বপ্না নায়ড় যেতে চায়না। তবে স্বপ্নার বাবা-মাও চিন্তা ভাবনা করে মেয়েকে নায়ড় নিতে এসেছেন। তারা ভেবেছেন বেয়াইনকে বলে মেয়ে জামাইকেও সাথে করে নিয়ে যাবেন। যেহেতু স্বপ্নার শ্বশুরের কথার তেমন মূল্য নেই তাই সংসারে হর্তা-কর্তা বলতে শ্বাশুরীরই বেশী জোড়। স্বপ্নার মা কথাটা বেয়াইনকেই বলতে গেলেন। কিন্তু দেখা গেল সুদীপের নেবার কথা শুনতেই তিনি কেমন যেন ভাল মনে করলেন না। তিনি তার জবাবে বললেন- "মেয়েকে নিতে এসেছ মেয়েকে নিয়ে যাও। সুদীপ গিয়ে কি করবে? তাছাড়া লোকে কি বলবে?" স্বপ্নার মা আর কোন কথা বললেন না। স্বপ্নার মনটাও খারাপ হয়ে গেল, ভেবেছিল সুদীপ সঙ্গে গেলে সময়টা ভালই কাটবে। সুদীপকে বারান্দায় সিগারেট টানতে দেখে স্বপ্না কিছু বলার আগেই সুদীপ বলল, "আমাকে মা যেতে দেবেনা আমি জানতাম, তাতে কি তুমি যাও লক্ষিটি। তোমার মা কত আশা করে তোমাকে নিতে এসেছে। আমি দু'দিন পর তোমাকে গিয়ে দেখে আসব। এ্যাই একদম মন খারাপ করবেনা।"

স্বপ্নারও মনটা বিষন্ন হয়ে গেল। স্বামী বেচারা একা একা থাকবে, কিভাবে সময় কাটবে এসব নিয়ে স্বপ্নার বড় ভাবনা। কি আর করা স্বামীকে রেখেই তাকে নায়ড় যেতে হল। যাওয়ার পথে নৌকার ঘাট পর্যন্ত সুদীপ এগিয়ে দিয়ে গেল। যতদূর দেখা যায় স্বপ্না-সুদীপের দিকে এক দৃষ্টিতে তাকিয়েই রইল। নৌকাটা ঘুরতেই কেউ কাউকে দেখতে পারলনা। স্বপ্নার মা বুঝতে পারছেন মেয়ের মনের কষ্টটা। বাপের বাড়ি নায়ড় যাবার পথে মেয়েরা কত হাসী-খুশী থাকে অথচ স্বপ্নার ক্ষেত্রে সম্পূর্ণই ব্যতিক্রম। স্বপ্নার মা মাথাটা ঘুরিয়ে স্বপ্নার বাবাকে বললেন, দেখেছ বেয়াইনের কথার ঢং? বিয়ের আগে তো কথায় রস উপচে পরত আর এখন কস ছাড়া কথাই বেরোয়না। ও বুঝেছি মেয়েটাকে বৌ করে আনার জন্যই অভিনয়টুকু করেছিল। "স্বপ্নার ঠিক ভাল লাগছেনা এসব কথা শুনতে। তবুও মা বলেই চললেন। "নিজের মেয়ের জামাই যে কতবার এসে শ্বশুর বাড়ি থেকে গেল তা কিছু নয় নিজের ছেলেদের বেলাতে সেটা সহ্য হয়না। শুধু মেয়ের সংসারের সুখের জন্য জবাবটা দিলামনা। "স্বপ্নার বাবা একটু মুচকি হাসলেন- তুমি দেবে জবাব? জানিস স্বপ্না, তোর মা জায়গা মত কোন কথাই বলেনা দূরে গেলে ফাটে। আমাদের এত বছরের দাম্পত্য জীবনে তোর মাকে আমার চেয়ে বেশী কেউ জানেনা। আচ্ছা স্বপ্নার মা তুমি তো তোমার জীবনেও বহু ঝড়-ঝাপটা-অশান্তি সয়েছ। পেয়েছ কি কোন দিন কোন অন্যায়ের প্রতিবাদ করতে? পারনি, শুধু আঁচল মুখে চেপে কেঁদেছ। আজ মেয়ের কষ্ট দেখে এসব কথা বলছ।

হ্যা বাবা, মা তো আমাদেরও কখনো খারাপ শিক্ষা দেয়নি কোনদিন। মার মত যেন আমরা তিনবোনও শ্বশুর বাড়িতে মানিয়ে চলতে পারি। আমার জন্য তোমরা মন খারাপ কোরনা। তোমাদের জামাই আসলেই আসতে চেয়েছিল কিন্তু পারলনা।

কথাটা বলতে বলতে একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলল স্বপ্না। মাথায় হাত বুলিয়ে মা বলল- এজন্য তুইও মন খারাপ করিসনা, দেখিস কাল সকালেই সুদীপ দেখা করতে আসবে।

বাড়িতে পৌঁছতে পৌঁছতে সন্ধ্যে হয়ে গেল। স্বপ্নার আরেক বোন লাবণ্যও নায়ড় এসেছে। বোনেরা সব সময় একসঙ্গে বাপের বাড়ি নায়ড় যেতে চায় তাতে অনেক আনন্দ, মেয়েরা কটা দিন মা-বাবার কাছে বেশ হৈ-চৈ এর মাঝে কাটাতে পারে। লাবণ্যর শ্বশুর বাড়ি ঢাকায়। তার একটা বাচ্চা আছে পাঁচ বছরের। খুব টুকটুকে হয়েছে মেয়েটা। লাবণ্যর শ্বশুড়-শ্বাশুড়ী তাদের নাতিনের জন্য লাবণ্যকে নায়ড় দিনে চাননা। একদিকে লাবণ্য মনে মনে বেশ সুখ অনুভব করে কেননা দাদা-দাদীর অগাধ ভালবাসা তা তো তার নিজের সন্তানই পাচ্ছে। তবে অন্যদিকে বাপের বাড়ি আসতে ও মাঝে মাঝে মনটা ব্যাকুল হয় এবং প্রতিটি মেয়ের ক্ষেত্রেই এটা স্বাভাবিক। লাবণ্যর একদিকে বেশ সুবিধে কারন সে একমাত্র ছেলের বৌ, ঢাকায় শ্বশুড়ের বিশাল বাড়ি আর ননদদের সব বিয়ে হয়ে গেছে। লাবণ্যর হাতেই পুরো সংসারের ভার। অসুবিধে একটাই কথা বলার মানুষ নেই, অবসরে একাকী অনুভব করে। স্বপ্নার খানিকটা কষ্ট ছিল স্বামীকে একা রেখে আসতে হল লাবণ্যকে দেখে স্বপ্নার মনটা উজালা হয়ে উঠল। লাবণ্যকে সে দিদি বলেই ডাকে বয়সে ওরা দেড় বছরের ছোট বড়। স্বপ্নার ছোট লোপা। তিনবোনের একটাই দুঃখ একটি ভাই নেই বলে। তিনবোনের অফুরন্ত কথার ব্যস্ততায় প্রথম দিন ভালই কাটল। পরদিন সকালে চা-নাস্তা বানাতে মায়ের সাথে স্বপ্নাও রান্নাঘরে গেল। লাবণ্য আবার খুব ঘুম কাতুরে। শহরে থাকে আটটা না বাজলে ঘুমই ভাঙ্গেনা। চা-নাস্তা বানিয়ে স্বপ্না লাবণ্যকে ডাকল। লোপা স্কুলের ব্যাগ গুছিয়ে মাকে গিয়ে বলল, মা আজ স্কুলে যেতে ইচ্ছে করছেনা।

ঃ বলে কি মেয়ে। কেন ইচ্ছে হচ্ছে না শুনি। শরীর অসুস্থ লাগছে?

- দিদিরা সবাই বাড়িতে, কত হৈ-চৈ হবে আর আমি স্কুলে যাব। লাবণ্য এসে লোপার কাঁধে হাত রেখে জানতে চাইল সমস্যা কি।

- দেখ লাবণ্য তোর বোন বলে কি? তোরা বাড়িতে তাই ওর স্কুলে যেতে মন চাচ্ছেনা।

ঃ নারে বোন স্কুল কামাই করিসনা। আমরা তো বেশ কিছুদিন আছি আর তো মাত্র দু'দিন তারপর শুক্রবার সপ্তাহের ছুটি সারাদিন আমরা মজা করব। এখন চা খা, আমি তোর চুল বেঁধে দিই।

লাবণ্যর কথায় লোপা রাজি হল। বরাবর সে স্কুলে যায় কিন্তু এতদিন পর বোনদের একসাথে পেয়ে মনটা একটু অবুঝ হয়ে উঠেছিল। খুব ভোরে লাবণ্যর বাবা আরতে মাছ আনতে গেছেন। তিনি সব সময় মেয়েদের পছন্দ মত বাজার করেন। কার কি পছন্দ তিনি সব মেমরীতে রেখে চলেন। আর লাবণ্যর মা নাতীনকে নিয়েই ব্যস্ত। গাছে কোন ফলটা পেকেছে ঘুরে ঘুরে দেখছেন আর নাতীনকে খুশী রাখার চেষ্টায় মেতে আছেন। শহরে ঘরের ভেতর বন্দী থাকে তো তাই গ্রামের বাড়ির খোলা-মেলা পরিবেশে ছুটোছুটি করে, খেলাধূলা করে সে বেশ মজা পাচ্ছে। আর ওদিকে চায়ের টেবিলে দু'বোনের কত আলাপচারিতা। শ্বশুর বাড়ির কার কেমন লাগে, কে কেমন এসব নিয়ে কথাবার্তা বলছে।

স্বপ্নার তিনমাসের বিবাহিত জীবনে এখনো কোন খারাপ কিছু তার অভিজ্ঞতায় আঁচড় দেয়নি তবে স্বামীর একটা ভাল চাকুরী হবে এটাই তার আশা। কেননা তার দু'ই ভাসুর সমান সমান টাকা দিচ্ছে সংসারের জন্য। সুদীপেরও দায়িত্ব আছে সংসারের। দু'বোনের গল্প যখন বেশ জমে উঠেছে একসময় দেখা গেল নাতীনকে কোলে নিয়ে মা মাথায় ঘোমটা টানতে টানতে বারান্দায় ছুটে এলেন। লাবণ্য আর স্বপ্না চোখাচোখি ইশারা করল ব্যাপার কি?

- স্বপ্না শিগগির চায়ের পেয়ালা বাটি সরা, তোর জামাই আসছে।

ঃ ওমা তাই নাকি। কিরে স্বপ্না তোর জামাইর তো দেখছি তর সয়না। তুই কাল এলি আর আজই সুদীপ হাজির।

স্বপ্না একটু লজ্জা পেল। স্বপ্নার মা জামাইকে দেখে লম্বা ঘোমটা টেনে ঘরে ঢুকলেন। সুদীপ হাতে মিষ্টির প্যাকেট নিয়ে সিঁড়িতে দাঁড়াল। স্বপ্নার চোখে মুখে এক ঝিলিক হাসির ছটা দেখে সুদীপ এদিক-ওদিক তাকাল কেউ দেখে ফেলল কিনা। মিষ্টির প্যাকেটটি হাতে নিয়ে স্বপ্না সুদীপকে বারান্দায় বসাল। কয়েক সেকেন্ড চোখে চোখে হাসল যেন নিরবে দুজনে ভালবাসার সাগরে ডুবে গেল। লাবণ্য সহসা কাশী দিয়ে দুজনের নিরবতা ভাঙ্গাল। স্বপ্না সুদীপকে জিজ্ঞেস করল-

ঃ বাড়িতে সবাই ভাল আছে তো?

আসলে স্বপ্না তার স্বামীর কথাই জানতে চাইছে কিন্তু লজ্জায় সরাসরি কথাটা বলতে পারলনা।

- হ্যা বাবা-মা সবাই ভাল আছে। তবে আমি ভাল ছিলাম না।

লাবণ্য আর বারান্দায় থাকলনা কেননা সুদীপ কিছুটা সংকোচ বোধ করছিল তাই দুজনকে ফ্রি হওয়ার জন্য সুযোগ দিল। মা ব্যস্ত হয়ে উঠেছেন মেয়ে জামাইকে আপ্যায়নের জন্য কি করবেন। স্বপ্না বেশ উৎসুক হল সুদীপের কথা শোনার জন্য। সুদীপের কাছে জানতে চাইল

- আমি আসার পর তুমি কি কি করেছ? রাতে ঘুম হয়েছে তো?

- এখনই বলব নাকি পরে বলব। রাতে তোমার কানে কানেই না হয় বলব।

স্বপ্না অবাক হয়ে তাকিয়ে থাকে। সুদীপের কথাটা যেন স্পষ্ট লাগল না।

ঃ রাতে বলবে মানে। তুমি আজ থাকবে?

সুদীপ মুচকি হাসে। স্বপ্নার কৌতুহল বেড়ে যায় জানতে।

ঃ তাই বলল, এ্যাই সত্যিই তুমি থাকবে রাতে? মাকে

"LOGO"

প্রভাতী রোঙ্গারিও, সিলভার স্প্রীং, মেরী ল্যান্ড

"I LOVE NY" লিখা T.SHIRT টি নিয়ে বসে আছে জীবন। বলে যাচ্ছে', সেপ্টেম্বর ইলেভেন আমাকে করেছে অন্ধ, কেড়ে নিয়েছে আমার সদ্য অঙ্কুরিত বেবী, আমার যৌবন, স্বপ্ন ও আমার প্রিয় মিনুকে।

মিনুর জন্মদিন সেপ্টেম্বর ইলেভেন। বড় সখ করে মিনুকে অবাক করে দেবো বলে, বাবার কামানো টাকার খানিকটা নিয়ে, বাংলাদেশ বিমানের টিকিট কেটে। মিনুর হাত ধরে, চলে এলাম স্বপ্নের দেশ আমেরিকাতে। উঠলাম বন্ধুর বাসার নিউইর্য়কের একটা আত্মীয় পরিঙ্গনে সেরা স্মৃতির নীড়ে। বন্ধুদের ভালবাসা, মিনুর সান্নিধ্য আমাকে উম্মাদ করে দিয়েছিল সেদিন ভুলিয়ে দিয়েছিলো বাংলার ভালবাসাকে এমনকি প্রিয় মাকেও। মনে আছে মান সম্মানের ভয়ে মিনুর মা- হওয়ার কথাটা ও গোপন করেছিলাম সবার কাছে। আমরা দুজন গালিয়ে এসেছি সোনার হরিনের পিছনে, এই স্বপ্নের দেশে।

১০ই সেপ্টেম্বর ভালবাসার নেটকার পাল উড়িয়ে মিনুকে নিয়ে দেখতে এসেছি , STATUE OF LIBERTY, EMPIRE STATE BLILDING, HUDSON RIVER মনে পরত আবেগে আপ্লুত হয়ে মিনুকে বলেছিলাম "মিনু, তোমাকে দারুন মানিয়েছে নীল জর্জেট শাড়ীটা", ওকে বুকের কাছে জড়িয়ে মাথায় ও কপালে চুমু খেয়ে, মনে হলো ভালবাসার সার্থকতা হলো অনুভূতিতে , যা আজ আমি অনুভব করছি। মিনু শুধু ওর মাথাটা আমার কাঁধে রেখে আমার ভালবাসার উষ্ণতা অনুভব করলো। সারাদিন ওর হাতটা ছিলো আমার হাতের মুঠোয়। আমাদের বাঙালি ভালবাসাটা সেদিন কিছুটা আমেরিকান ভালবাসায় রূপ নিলো-

১১ই সেপ্টেম্বর ! মিনুর জন্মদিন - ১২:০১ মিনুকে একটা অর্ধ ফোটা লালগোলাপ হাতে দিয়ে এক টুকরো CHEESE CAKE দিয়ে জন্মদিনের শুভেচ্ছা ও ভালবাসা জানালাম- মিনুকে হাতজোড়ে ভিক্ষা চেয়ে বললাম "মিনু তুমি সারাটা জীবন আমার থেকো, PLEASE III"

ভোর সকালে স্মান সেড়ে, আমার হাতের তৈয়ারী নাস্তা দিয়ে যাত্রা শুরু হলো- নটায় দাড়িয়ে আছি TWIN TOWER দেখার টিকিট নিয়ে, তারপর ঘন্টার মধ্যে যে কি হলো তা জানার আর অবকাশ রইলো না। আমরা হারিয়ে গেলাম অজানার উদ্দেশ্যে। তারপর আর কিছুই মনে নেই.....

যখন জ্ঞান ফিরে এলো তখন আমার দুনিয়া আর মিনুর দুনিয়া পৃথক হয়ে গেলো। শুধু আমার গায়ে ছিলো রক্ত মাখানো ভিজা I LOVE NY লিখা টি-শার্টটি। ১০টি মাস হাসপাতালে থাকার পর ছুটি হলে আমার। আত্মীয় পরিজন বন্ধু বান্ধবদের অভাবে সেদিন এক সিস্টার তার নার্সিং হোমে আমার জায়গা করে দিলেন। শেষ সম্বল .....ANNE, আর অন্ধের যষ্টি, মানসিক হাসপাতাল থেকে বিদাই উপহার হিসেবে পেয়েছি তাই নিয়ে জীবনান্ধ রূপে জীবন শুরু করলাম। যারা এই নার্সিং হোমে থাকে তারা আমারই মত হাত নেই, পা নেই, অন্ধ বা TERMINAC PATIENT. সারাদিন যদিও ব্যস্ত তার মাঝে কাটে, রাতটা যেন মোটেও কাটতে চায়না - তখন রাতের অন্ধাকারে নেমে আসে মিনুর স্মৃতি মাঝে PSYCHOTHERAPY তে গিয়ে THERAPY নিতে নিতে মিনুর স্মৃতি ভেসে উঠে। ওকে অনেক খুঁজেছি কিন্তু দুর্ভাগ্যের ভাগ্য সুসম্পন্ন হয়নি।

একদিন RECREATIOAL TRIP এর সুবাদে HUDSON RIVER এ FACC এদেশের সৌন্দর্য্য অনুভব করার সৌভাগ্য হয়। SISTER ANNE বর্ণনা করে যাচ্ছিলেন আর আমি আমার স্মৃতিতে মিনুকে খুঁজে যাচ্ছি। BOAT TRIP এ সেদিন প্রথম পরিচয় হলো নীলুর সাথে। সেও আমার মত তবে সে দুটো পা হারিয়েছে, কানেও কম শুনে। নীলু WHEEL CHAIR এ DEPENDABLE. ওর আন্তরিকতা, সাহচর্য্য ভরা ছিলো সেদিন। এখন প্রতিদিনই নীলুর সাথে আলাপ হয়, খাওয়া হয়- Recreation time এ সুকান্তের কবিতা শুনলাম, রবীন্দ্র সঙ্গীত ও ভালোই গায়- এখন থেকে ওর আর আমার প্রিয় গান- "দিন গুলো মোর সোনার খাঁচায় রইল না" ওর কণ্ঠের সাথে আমার কণ্ঠ মিলিয়ে আরো মাঝে মাঝে গুন গুন করে গাই.....।

একদিন সন্ধায় পূর্ণিমা দেখার নাম করে নীলূ আমার পাশে এসে বসলে, ওর হাতটা আমার হাতের উপরে রেখে গল্প করে যাচ্ছিল- ওর মনে আছে UNIVERSITY এর ... সংসদ ভবন, SCIENCE LABRATORY ইত্যাদির চমকপ্রদ রোমান্টিক স্মৃতি। স্মৃতিগুলো আমাকেও স্পর্শ করে যাচ্ছিল- ওর হাতটা সেদিন মিনুর হাতকে মনে করিয়ে দিয়েছিলে- ওর অজান্তে ওকে জিজ্ঞেস করলাম "নীলূ জীবনে কি কখনো ভালবাসার স্বপ্ন দেখেছিলে ?" উত্তরে নীলূ নিশ্চুপ হয়ে রইলো।

এমনি ভাবে চারটি বৎসর কেটে গেল। একদিন নীলূ WHEEL CHAIR উল্টে পড়ে গেলো, সেদিন আমার সৌভাগ্য হলো চুলের গন্ধ বোর । ওকে উঠাতে সাহায্য করতে গিয়ে আমার সন্দেহ জমা বেধে উঠতে লাগলো। নীলুর গায়ের গন্ধ যেন আমার মিনুর গন্ধের মতোই।

পরদিন নীলু নাস্তার টেবিলে আসেনি, জানতে পারলাম ও হাসপাতালে ভর্তি হয়েছে। মনটাকে যেন আর বাধতে পারলাম না, সিস্টারকে অনুরোধ করে বলে এলাম নীলুকে দেখতে।

নীলু আমার হাতটা জোড়ে টেনে ওর কপালে ছোয়ালে। প্রচন্ড জ্বর নীলুর। শীতে ওর সারা গা কাপছে। ওর অজান্তে ওর আঙ্গুল গুলো নাড়াচাড়া করে বুঝতে পারলাম ওর আঙ্গুলে আংটি আছে, তবে জিঙ্গেসা করার সাহস হয়নি। ওর হাতটা আমার খুব পরিচিত। হঠাৎ নীলু বললো, "জীবন, আমার যদি কোন অঘটন ঘটে, তবে তোমার CANE টা আমার সঙ্গে দিও আর ভালো থেকো।" আমি বললাম, নীলু কেন এমন করে বলছো ? তোমার কিছু হবে না।

তিনদিন পর সত্যি সত্যি ফুসফুসের ক্যান্সারে বিদাই নিল আমার প্রিয় নীলু। শেষবারের মত ওকে একটু বিদায় জানাবার জন্যে কালো রংয়ের শার্টটা পরে সিস্টারের সাথে চলে এলাম FUNERAL MASS এ স্মৃতি স্মরণীর সময় আমার ডাক পড়লো, আমি হতভম্ব হয়ে দাড়িয়ে যেন কিছুই মনে আনতে পারলাম না। শুধু বললাম, "নীলু আমার স্মৃতি স্মরণী। নীলুকে দিয়ে আমি মীনুকে ধরে রেখেছি। আমার হৃদয়ের GROUD LERO হলো নীলু" আজ আমার হৃদয়ে আর ও একটি সেপ্টেম্বর ইলেভেন সৃষ্টি করে চলে গেলে তুমি..... আমার BLIND CANE টা CASCADE এ দিয়ে ওর ঠান্ডা মুখটা স্পর্শ করে আর কাদতে পারলাম না- আর আমার কৃত্রিম চোখেতো দুল নেই- বললাম- "নীলু হায়রে আমার নীলু, না আসলে তুমি আমার জীবনে, না আসলে নীলু, এত হতভাগ্য যে কেন হলাম জানি না !" সিস্টার আমাকে হাতে ধরে নিয়ে বসালো। আমার হাতে একটা বই ও প্যাকেজ দিতেই মাইকে শুনতে পেলাম আমার নাম-

"জীবন,

আজ তোমাকে ফিরাবো না- আমিই তোমার মীনু - সাহসের অভাবে তোমার সামনে দাড়াতে পারিনি। তোমার সন্তানের মা হতে পারিনি, তোমার ভালবাসার ঘর বাধতে পারিনি। সেপ্টেম্বর ইলেভেন তা ধ্বংস করে দিয়েছে- আজ তুমি অন্ধ আর আমি পঙ্গু- আমাদের দুঃখের স্মৃতি মুছে নিয়ে গেছে সুখের স্মৃতি কিন্তু তোমায় তো আমি ভুলে যাইনি- তোমায় ভালবাসবো আজীবন মরন- আমায় ভুলো না- I LOVE NY T-SHIRT টা তোমাকে ফিরিয়ে দিলাম- যত্নে রেখেছি ৪টি বৎসর।"আমাকে স্মরণ .....মিনু।"

মনে আছে, বুকে একটা পাথর চাপা দিয়ে চিৎকার করে বলেছি, "ভগবান, হায়রে ভগবান, তোমার কাছে ভিক্ষা চাইছি, শেষ বারের মত আমার চোখ দু'টা ফিরিয়ে দাও- একবার চোখ মিলিয়ে আমার মীনুকে দেখি-" বুকের কাছে "I LOVE NY" টা চেপে ধরে অপেক্ষায় আছি আর ও একটি সেপ্টেম্বর ইলেভেনের অপেক্ষায়....."

লেখা আহ্বান

"তেপান্তরী" তে ছাপানোর জন্য আপনার লেখা গল্প, কবিতা, রম্য রচনা, ছড়া, উপন্যাস আমাদের নিম্নোক্ত ঠিকানায় পাঠিয়ে দিন।

PBCA P.O. Box 1258, NewYork NY 10159

প্রবাসীর তথ্য পেতে ভিজিট করুন

www.PBCAusa.org

"লটারী"

শিখা সরকার, ফল্‌স চার্চ, ভার্জিনিয়া

লটারী-লটারী-লটারী, সমস্ত দেশটা যেন মেতে উঠেছে লটারীর এই খ্যামটা নাচে। রাস্তার মোড়ে মোড়ে ডামাডোল পিটিয়ে কত কিসিমের লটারীর বিজ্ঞাপন যে চোখে পড়ে, তার আর শেষ নাই। খেলায় লটারী, খাওয়ায় লটারী, বিদেশ যাওয়া লটারী আরও কত কি। এরপর হয়তো দেখতে পাবো, পায়খানা পেশাবের লটারী। তাহলে কি, মানুষ সব ছেড়ে দিয়ে পাগলাঘোড়ার মত লটারীর পিছনে ছুটবে ? নিজেকে ভাগ্যের হাতে সঁপে দিয়ে ? এই উক্তিটি এক ভদ্রলোকের। বৈশাখের রৌদ্রতপ্ত অগ্নিঝরা প্রচন্ড গরমে অতিষ্ঠ হয়ে, সন্ধ্যাবেলা কয়েক জন প্রধান হাজির হলেন আবাহনী মাঠের শেষ প্রান্তে। উদ্দেশ্য সকলেরই এক। হালকা ব্যায়াম করা ঘরের লোড শেডিং থেকে মুক্ত পাওয়া এবং প্রাকৃতিক নির্মলবাতাস প্রাণভরে সেবন করে ফুসফুসটাকে তাজা করা, আর যদি ছেলে পেলেরা তখন ক্রিকেট বা ফুটবল খেলতে থাকে, তবে বিনা পয়সায় আত্মতুষ্টি লাভ করা। একে একে সকলে এক জায়গায় জড়ো হলেন। সুবাস বাবু, রফিক ভুঁইএঞা, ডেভিড সরকার ও নোমান খান। বাঙালী, ভীষন আড্ডাপ্রিয় জাতি। তাদের স্থান কাল পাত্রে কোন ভেদাভেদ নাই। তাই এখানেও জমে গেল আড্ডা। কেউ কাওকে চেনে না, জানেনা, অথচ কত কথাই না তারা অনর্গল বলে চলেছেন। কথা হচ্ছিল লটারী নিয়ে উপরোক্ত উক্তিটি করেছেন রফিক ভুঁইএঞা, তিনি মস্ত ব্যবসায়ী জবাবে সুবাসবাবু বললেন, না ভাই দেশটা একেবারে উচ্ছন্নে গেল। যে দেশ ছিল একদিন সুজালা সুফলা শষ্যশ্যামলা- সঙ্গে সঙ্গে নোমানখান টিপ্পনি কেটে বললেন, গোয়ালভরা গরু আর ধানে ভরা গোলা। সবাই একসঙ্গে হেসে উঠলেন ছন্দের মিল দেখে। ডেভিড সরকার বলে উঠলেন, সব জিনিষের গলাকাটা দাম। নদীর দেশ, মাছের দেশ বলে আমরা গর্ব করতাম। আর এখন মাছের ঠিকানা আমরা খুঁজে পাইনা। খুঁজে পাই শুধু লটারী-লটারী আর লটারী- লটারীর অত্যাচার। নাতি নাতনি থেকে শুরু করে ছেলেমেয়ে পর্যন্ত, আমাকে পাগল বানিয়ে ছাড়লো। শেষ পর্যন্ত আমাকেই কিনা হেমায়েতপুরে যেতে হয় তাই ভাবছি। রিটায়ার করেছি, পেনশনের টাকায় কোনমতে সংসার চলে, উপরি কোন আয় নাই। তার উপর নাতি নাতনীর নিত্য নূতন রায়না দাদু এটা দিতে হবে, ওটা দিতে হবে। তার উপর এলো নূতন আর এক উপদ্রব। ইয়ো ইয়ো- না ফিয়ো ফিয়ো। রফিক সাহেব টিপ্পনি- কেটে বললেন, কোকাকোলা কোম্পানীর আর খেয়ে দেয়ে কাজ নেই, একটার পর একটা লটারী চালু করছে, আর তাদের ব্যবসা ফুলে ফেপে মাত করে দিচ্ছে সমস্ত দেশে। আর তার খেসারত দিতে হচ্ছে, আমাদের মত ছাপোষা মানুষদের। একটা ইয়োইয়ো, তার দামই ৪০-৫০ টাকা। ভাই আমরাও তো ব্যবসা করি, তাই বলে দেশের তারও ছেলে ছোকরাদের মাথা খেয়ে নয়। ইতি মধ্যে ঐ পথ দিয়ে যাচ্ছিল ৪-৫ জন ছেলে। তাদের প্রত্যেকের হাতে ইয়োইয়ো। তাদের উদ্দেশ্যে সুবাসবাবু ডেকে বললেন, এই যে বুড়ো খোকাদের একটু খেলা দেখাওনা, বললেন নোমান সাহেব। ছেলের দল অতি উৎসাহে খেলা শুরু করে দিল। খেলাশেষে দলের লিডার ক্যানি বললো, জানেন দাদু সাদের একটা গ্যালাক্সি আছে। গ্যালাক্সি কি দাদু ভাই ? ওটাও একটা ইয়োইয়ো। কিছুটা নূতনত্ব আছে, দামও বড্ড বেশী ১২০ টাকা। ওরে বাপরে- বলে বুড়োরা চমকে উঠলো। সাদ, বিভিন্ন কায়দায় খেলাও দেখাতে পারে। ওরা মস্ত বড়লোক ভুঁইএঞা সাহেব রাগে গজগজ করে বলে উঠলেন- আমরা ভাই অন্যযুগের মানুষ। এই গ্যালাক্সি ফ্যালাক্সির কথা কি বুঝবো। আজকাল নিত্যনূতন কত কিছুই যে আবিস্কার হচ্ছে। আর টুপাইস কামিয়ে নিচ্ছে বাঘাবাঘা কোম্পানী গুলো। নোমানসাহেবের বয়স কম, কিছুটা খেলা প্রেমিকও বটে। হাতের এই মারপ্যাচের কেরামতি দেখে তিনি লাফিয়ে উঠলেন, সঙ্গে সঙ্গে অন্যবুড়োরাও। বুড়োরা খেলছে, আর ছেলেরা হেসে লুটোপুটি যাচ্ছে। ৫-৭ মিনিট খেলার পর সকলে হাঁপিয়ে বসে পড়লেন। কেউবা সবুজ ঘাসের উপর চীৎপাত হয়ে শুয়ে পড়লেন। সৈকত খুব চালাক ছেলে, সুযোগ পেয়ে ঝোপ বুঝে কোপ মেরে বসলো। দাদুরা, আপনারা দেখি হাঁপিয়ে একশা হয়ে পড়েছেন। এখনই কোমল পানীয় দরকার। ফাহিম বলে উঠলো, আপনাদের পকেটে যার যা আছে, ছাড়ুন, বাকীটা আমাদের। আমরা হাওয়া খেতে

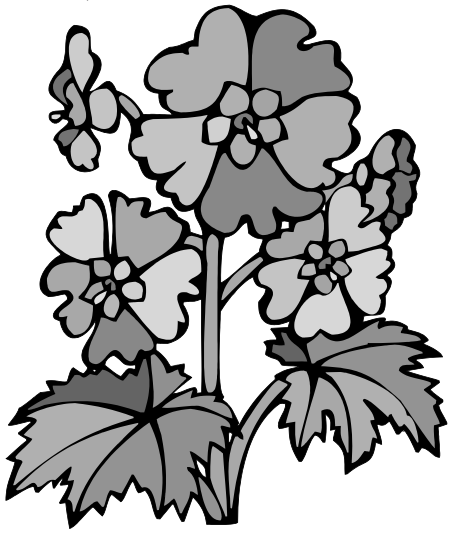

বেরিয়েছি, হাওয়া খেঁতে পয়সা লাগেনা। আমরা তো পয়সা নিয়ে আসি নাই দাদু- বিশ্বাস হয়না দাদু, আজকাল যে ভাবে অঘটন হচ্ছে, তাতে কেউ পয়সা ছাড়া একপাও ঘর থেকে বের হয়না। ক্যানির উত্তর । পিচ্চি সাদ্ লম্ফ দিয়ে বলে উঠলো, চীনা বাদাম খাবার পয়সা নিশ্চয় আছে। বাদাম খেতেও দাঁতের দরকার একবুড়ো বললেন। সৈকত বলে বসলো, কোমল পানীয় খেতে দাঁত লাগেনা, চোঁ-চোঁ কবে টানবেন দাদু, পরানটা একেবারে ফ্রিজ হয়ে যাবে। ঠিক আছে, ঠিক আছে দাদুরা, আপনারা যে যা পাবেন দেন, আমরা তো মাত্র ৮ জন, ৮টা হলেই চলবে হাতের ইয়োইয়ো ঘুরাতে ঘুরাতে বললো সাদ। আর যদি "লাইগ্যা ঘায়" বলেই সৈকত দৌড় দিল কোনের দোকানটায়। ৮টা কোক আর মুখ (ছিপি) খোলার (ছিপি) যন্ত্র নিয়ে ফিরে এলো। এতক্ষন যে ছেলেটি চুপচাপ বসেছিল, তার নাম পঙ্কজ, বন্ধুরা দুষ্টুমী করে ডাকে পঙ্খিরাজ। সে বলল, আচ্ছা সব নম্বরগুলো যদি মিলে যায়, ৫টা টাকা না হয় আমরা দিলাম কিন্তু গ্যালাক্সিটা পাবে কে? সবাই সমস্বরে চেঁচিয়ে উঠলো- লটারী-লটারী। বুড়োর দল মাথায় হাত দিয়ে আবার লটারী। সবগুলো ছিপি খোলা হলো। সবার দুষ্ঠি এবার ছিপির ভীতরে কি আছে দখেতে। ১নং নাই- ২নং নাই- নাই নাই করে ৮নম্বরও শেষ হলো। হতাশায় কালো হয়ে গেল সবার মুখ। পঙ্কজ বললো, আমরা কিন্তু ঠকি নাই ভাই। এই প্রচন্ড গরমে ঠান্ডা কোক খেয়ে পরানটা তো জুড়িয়ে গেল। সামান্য পয়সা খরচ, এটাই তো আমাদের লাভ। ব্যবসায়ী ভুঁইএঞা বললেন, লাভ বলছো কিসে, এই তো একটু পরেই বাড়ীতে গিয়ে কমোডে সব ঢেলে দেবো। লাভ যদি হয়, তবে হবে ঐ কোম্পানীর। সকলে হো হো করে হেসে উঠলো। সুবাস বাবু এতক্ষন চুপচাপ শুনছিলেন, এবার বলে ফেললেন, রাখো তো তোমাদের লাভলোকসানের হিসাব নিকাশ, আসল কথাটাই তো এখন ও জানা হলো না। আসল কথাটা কি দাদু ? আসল কথা হলো, তোমরা এ খেলা কোথায় শিখেছো ? ক্যানি লাফ দিয়ে উঠে বলল, জানেন দাদু, আমাদের স্কুলে ব্রাজিল থেকে একজন ইয়োইয়ো মাষ্টার এসেছেন, তাঁর কাছ থেকেই আমরা শিখেছি। আর এই খেলার কম্পিটিশনও হচ্ছে ঢাকা শহরের অনেক জায়গায়। পুরস্কার দেবারও ব্যবস্থা রয়েছে। দেয়াল ঘড়ি, গেঞ্জি সূতা, ষ্টিকার আর চ্যাম্পিয়ন ব্যাজ। তাহলে তো কোকাকোলা কোম্পানীকে দোষ দেওয়া যাবে না। জানেন দাদু পঙ্খিরাজ না সবগুলো খেলায় জিতে চ্যাম্পিয়ন হয়েছে। দেখি দেখি দাদু, তোমার কাছে ও সব কিছু আছে ? বলা মাত্র পঙ্কজ, (পঙ্কজ) পকেট থেকে চ্যাম্পিয়ন ব্যাজটা বের করে দেখালো। সকলে একসঙ্গে হাতে তালি দিয়ে সাবাস সাবাস বলে চীৎকার করে উঠলো। পঙ্কজ, পায়ে হাত দিয়ে প্রনাম করলো বুড়োদের। চোখে মুখে ফুটে উঠলো তার বিশ্বজমের আনন্দ। নোমান সাহেব তখন বলে বসলেন, সত্যিই তো কোকাকোলাকোম্পানী অতটা দোষ দেওয়া যায়না। অন্ত তঃ কিছুদিনের জন্য তো উঠতি বয়সের ছেলেরা এই খেলা নিয়ে মেতে থাকবে। এই তরুনদের মধ্যেই আজকাল "ক্রাইম" ভয়ঙ্কর ভাবে ছড়িয়ে পড়ছে। এই খেলা ঐ পথ পরিহার করে চলবে এটাই বা কম কিসে। আজকাল তো পথে, মাঠে, ঘাটে, হাটে, এমন কি; রিক্সা ট্যাক্সি বাসের মধ্যে স্কুলকলেজ পড়ুয়া ছাত্রদের হাতে, ইয়োইয়ো নামে যন্ত্রটি শোভা পাচ্ছে, আর কত রকম কভারতই না দেখাচ্ছে ওরা। এটা কিন্তু শুভ লক্ষন। এই শুভ লক্ষন বেশীদিন থাকবেনা ভাই, হুজুগে বাঙালি বলে কথা আছে না, কিছুদিনের মধ্যেই দেখবেন, ইয়োইয়ো ভোজবাজীর মত একেবারে হাওয়ায় মিলিয়ে গেছে, ফোড়ন কেটে বললেন ভুঁইএঞা সাহেব। বৈশাখের সন্ধ্যা উতল হাওয়া, নির্মল নীলাকাশে ইতিউতি চকমকে তারা, বুড়ো খোকাদের সঙ্গে ছোট ছোট কিশোরদের রসালো গল্প, তর্কবির্তক জমজমাট এই আড্ডায় সমস্ত রসদই ছিল পরিপূর্ণ। মনে হচ্ছে, এ যেন এক মহা মিলনের তীর্থ ক্ষেত্র। এই আড্ডায় ছিলনা বয়সের কোন তারতম্য, ছিলনা হিন্দু, মুসলমান খ্রীষ্ঠানের কোন ভেদাভেদ। সবার উপরে মানুষ সত্য একথাটাই মূর্ত্ত হয়ে উঠেছিল, সেদিনের আড্ডায়। কিছুক্ষনের জন্য হলেও প্রবীনরা হয়েছিল নবীন, ফিরে গিয়েছিল তাঁদের কৈশর জীবনে, কিশোরদের সাথে একাত্ব হয়ে মিশে গিয়েছিল তারা। হাসি-তামাশা, গল্প, খেলায় মেতে মিশে ভুলে গিয়েছিল তারা তাদের জীবনের নানা সমস্যায় জর্জরিত প্রতিকুল অবস্থার কথা। মনে পড়ে বিজ্ঞাপনের সেই গানটি সারাবিশ্বে লেগেছে একি মাতম দোলা। সেই সঙ্গে ভাঙলো এই মিলন মেলা।

"জেনে রাখা ভাল"

সংগ্রহে: **তিলু বার্নাডেট গমেজ,** বে-সাইড, নিউইয়র্ক

১। ভালবাসা, আশা, দুঃখ এবং বিশ্বাস দিয়ে গড়া মানুষের চরিত্র।
২। পরিশ্রমী মানুষের মুখ সবচেয়ে মিষ্টি।
৩। মা, মাটি, মানুষ ও মাতৃভূমিকে যে ভালবাসে না, সে মানুষ নয়।
৪। অলস লোকেরা অবসরের আনন্দ পায় না।
৫। এই পৃথিবীতে কম বোঝা এবং বেশী কাজ করা ভাল।
৬। কাজে যে নিষ্ঠ, ব্যবহারে যে মার্জিত জীবনে তার উন্নতি হবেই।
৭। টাকা রোজগার করতে মাথা আর টাকা খরচ করতে লাগে হৃদয়।
৮। যার করার কিছুই নেই তারই ব্যস্ততার ভান বেশী।
৯। সৎকাজে তোমরা একে অন্যের সঙ্গে প্রতিযোগিতা কর।
১০। মরিচা যেমন লোহাকে বিনষ্ট করে তেমনি হিংসা মানুষকে ধ্বংস করে।
১১। পৃথিবী কন্টকময় হচ্ছে তার অকৃতজ্ঞ সন্তানদের জন্য।
১২। যার বাগান পুষ্পরাজিতে পূর্ণ এবং যার গৃহ গ্রন্থরাজিতে পূর্ণ, মনের দিক থেকে সে ঐশ্বর্যবান।

DID YOU KNOW

collected by **Nichelle Mendes,** Princeton, NJ

The first president to decorate the white house Christmas tree in the United States was Franklin Pierce.
Electric lights for trees were first used in 1895.
"It's a Wonderful Life" appears on TV more often than any other holiday movie.
"Rudolph" was actually created by Montgomery Ward in the late 1930's for a holiday promotion. The rest is history.
"Jingle Bells" was first written for Thanksgiving and then became one of the most popular Christmas songs.
If you received all of the gifts in the song "The Twelve Days of Christmas", you would receive 364 presents.
The poinsettia plant was brought into the United States from Mexico by Joel Poinsett in the early 1800's.
Holly berries are poisonous.
Contrary to common belief, poinsettia plants are non-toxic.
In 1843, "A Christmas Carol" was written by Charles Dickens in just six weeks.
The first state to recognize the Christmas holiday officially was Alabama
Christmas became a national holiday in America on June 26, 1870.
Coca Cola was the first beverage company to use Santa for a winter promotion.
More diamonds are sold around Christmas than any other time of the year

IN THESE WALKS OF' LIFE.

John Anthony Gomes. Montreal, Canada.

This is probably not an article contemplating those who have had mingled absolutely with the ever-flowing spirit of this North American quotidian life-style; but for those unfortunate, rather, parents who are faced with the tremendous dilemma of either to continue their dreams in this continent or to return to their motherland considering the challenges being experienced in what is known as "Proper Parenting".

The traditional Indo-Pak-Bangladesh values and morals that are inhibited within ourselves sometimes question us about the acceptability of some of the behaviors and visions of our children and adolescents. Do we not wonder about the teachings at the educational institutions here, sometimes? You might agree that there are many examples of absurdity that persists in this education system, which takes any immigrant parents by complete shock! The lack of authority over theft own children deprives any mom or dad of their composer and dignity.

The social life-styles being adapted by their children and adolescents are of even more concern, if not disgusting, from the context of theft upbringing, back in the old country

Now, do not be alarmed. I am not providing a portfolio of the negativity of our adopted nations' cultural and educational views. I have just attempted to portray the feelings of any immigrant parents, who besides integrating themselves and earning enough just to get by, have to cope with the abnormalities (?) of their children's attitudes also!

What steps can be taken by the education boards and relative governing bodies to remedy this situation? What are the standards of 'Proper Parenting'? How can we implement the solutions into daily practices of the newcomers, by thus enhancing better lucidity among the children and parents?

We can approach the solutions from different angles in a varied way. Let's start with the parenting part. According to my opinions the perfect parenting would rely very much on breaking the lack of communication among the children and parents. We all know that parents are vested upon with the duties of upbringing their siblings both academically and socially. The academic background of the immigrating parents play a vital role in creating the stagnancy, I believe. The differences in the system of education in North America and that of Asia (mainly pro British) are immense, although not in the syllabuses and content of the subject matters. Both systems produce excellent and competent 21st century citizens. The parents should consult the school boards more often, and vice-versa, to understand the American/Canadian education systems and its role-play in the lives of their children. If necessary, they should seek more help from the schools and colleges their children attend to, for example in tutoring and self-help, social interaction, etc. Remember, having immigrated to and getting integrated to the foreign system is a gigantic challenge for the students as well.

The education boards, schools and colleges as well as the ministry of education can obviously alter some of their perspectives in providing counseling and taking more contemporary initiatives to integrate both the immigrant students and their parents so as to make them acquainted with the educational and social system in operation here, according to the States or Provinces we live in. It is worthwhile to mention here that a good percentage of immigrating students do extremely well and go on to pursue the elite careers, in spite of all the drawbacks. On the other hand some do wither away before they get the chance to bloom. The existing programs throughout the continent resemble very much alike; but the innovative projects that are allocated to the naturalization processes undertaken by the Government of Quebec in Canada deserve much appreciation. In a continent of dominant Anglophones, immigrants (Bangladeshis including!) are eagerly participating in the programs and workshops offered by the Government of Quebec to integrate themselves into the society of Francophone.

Besides keeping direct contacts with the authorities the parents should consider revising their attitudes towards parenting and focus on the necessities of their children according to respective ages. They might consider reading available materials on the market and on the net on the subject. Do not commandeer upon them rather become friends and achieve the goals together as a team. Understanding the psychology of your child and providing correct assistance on right time can help you steer the future of your child in the desired direction.

Still what can we do about the social preferences of the children or ado's? This is where the morality of our culture and tradition kicks in. The moms and dads must work very hard to induce the hierarchy of their societal values into the hearts and souls of their Sons and daughters. One thing to add here is that, just like marriage is a union between two different individuals, the complete integration process is a union between the immigrants and the American society. The result will of course differ from the two original parties involved in the process, hopefully for the better. Remember to accept the 'goods' not the 'bads' from our foster societies, to the tolerable extent that may vary from person to person. We should not forget the main reasons to have left our native and starting a new life in this land-i.e. the security and better future for our next generation.

SOME WISEST WORDS THAT WE SHOULD ALWAYS REMEMBER

Collected by **Apurba Gerald Gomes**, Sydney, Australia.

1. Love cures people - both the ones who give it and the ones who receive it.- Dr. Karl Menninger(l 893-1990)

2. The American essayist Emerson remarked one person with a belief is worth 99 who have only interest.

3. Between the one who has defeated thousands in battle and the one who has won over himself it is the latter who is the real winner.- Buddha.

4. The best asset of the life is inner wisdom.

5. Know thyself.

6. A good way to discover your shortcomings is to observe what irritates you in others.

7. Hear- you will forget, show/see- you will remember, do- you will understand, teach- you will be a master- Confusicius.

8. Until! you risk everything, until you get to that point in life where you face losing everything and overcome the fear you are never going to lead.

9. The challenge for today's leader is not so much the knowledge of the product or the knowledge of the company, but the ability to lead with integrity.

10. my life is my message- Mahatma Gandhi

11. Make one person happy each day. Even of that person is yourself. Especially if that person is yourself.

12. An individual's success is based not on product knowledge or sales ability or management skills, but on attitude. Attitude determines altitude.

13. Society tends to view things in a can't be done mode. You're going to find many more people to tell you why you can't get something done than those who say, that's a great idea. Are we optimists or pessimists? Are we enthusiasts or complainers? Is our reaction "can do" or "No way"? Change yourself...

14. Happiness is always a byproduct. You don't make yourself happy by chasing happiness. You make yourself happy by being a good person.

15. There is a story of two ex-prisoners of war who met many years later. One asked the other, "Have you forgiven your captors yet?" and the second man said, "No, never," and the first one said, "Well, then, they still have you in prison, don't they?"

বঙ্গে খ্রীষ্ট ধর্মের আগমন

জুলিয়ান গমেজ, ম্যানহাটান, নিউইয়র্ক

-ঢাকা জেলা-

ফাদার সান্তচ্চির মতে (১৬৭৯ খ্রীষ্টাব্দে) এ অঞ্চলের খ্রীষ্টানরা একসঙ্গে থাকতো না। ৫০ গ্রামের বেশী স্থানে তারা থাকতো এক এক গ্রামে মধ্যে ব্যবধান প্রায় তিন চার দিনের পথ। কেউই নিজ গ্রাম ছেড়ে যেতে চাইতে না; যার

জন্য তাদের একত্র করার কোন উপায় ছিলো না। এ অঞ্চলে দুএকজন পর্তূগীজ বংশধর দিন বিশেষ করে ঢাকা এবং নড়িকুনে। একজন বয়স্ক ফাদারের কাছে শুনেছি। তিনি হাসনাবাদের পুরাতন রেজিষ্টারে একজন খাঁটি পর্তুগীজ ভদ্র লোকের নাম দেখেছেন তিনি এখানকার একজন দেশীয় খ্রীষ্টান মেয়ের পানি গ্রহণ করে ছিলেন। এদের বংশধররা অবশ্য আজ বাংলার মাটিতে মিশে গেছে- তাদের আলাদা করে আর চেনা যাবে না। যাহোক এ অঞ্চলে বহু পর্তুগীজ কথা ব্যবহৃত হতো এবং আজও হচ্ছে যেমনঃ

কোম্পানি, কোম্পানি, বিন্দামু' এনজুল' ফেস্তা', নাতাল,' পোবরী'। পর্তুগীজ প্রথাও কিছু কিছু ছিলো। শোনা যায় সকালে বিয়ের সময় এর কোট-প্যান্ট-টুপি পরে ঘোড়ায় চড়ে গীর্জায় যেতেন। কনেকেও পর্তুগীজ মেয়েদের মতো গাউন পরিয়ে খোঁপা করে দেওয়া হতো। সকলের বাড়ী নিশ্চয়ই এই পোষক থাকতো না। অনেকেই অন্যের কাছ থেকে নিয়ে ব্যবহার করতো। আজ এবারের ব্যবহার হয় না এবং ঘোড়ায় চড়ে গির্জায় যাবার রীতি এখনো আছে। অনেক প্রার্থনা বলা হতো পর্তুগীজ ভাষায়, এর কিছু কিছু গ্রামের বুড়োরা এখনো জানেন।

কালের স্রোতে সব কিছু বদলে যায়। যখন পর্তুগীজ প্রভাব বর্তমান ছিলো তখন পর্তুগীজ ভাষা ছাড়া উপায় ছিল না। তারপর এলো ব্রিটিশ রাজ । অনেক কিছু বদলে গেছে তখন পাতাল হলো খ্রীষ্টমাস্ আর ফেস্তা হলো ফিষ্ট ইত্যাদি। সে যুগেও চলে গেছে- পেয়েছি স্বরাজ। এ যুগে সব কিছু বাংলায় করার চেষ্টা চলেছে। খ্রীষ্টমাস হলো "বড়দিন" আর ফিষ্ট হয়ে গেল "পর্ব"। সুতরাং ৩০০ বছর আগে যে সমস্ত পর্তুগীজ শব্দ ব্যবহার করা হতো আজ স্বাভাবিক ভাবেই অবলুপ্তির পথে। আমাদের ভবিষৎ বংশধরদের কাছে এ সকল শব্দ থাকবে একেবারে অজ্ঞাত।

= হাসনাবাদ- গোল-া =

নবাবগঞ্জের চার পাঁচ মাইল পশ্চিমে অবস্থিত হাসনাবাদ মিশন, খুবই প্রাচিন। হাসনাবাদ পাওয়া কিছু পুরাতন কাগজ পত্র থেকে জানা যায় মিশনটি প্রায় ৩৫০ বছর আগে আরম্ভ হইয়াছে। ফাদার আঞ্জস নামে একজন গোয়াল পুরোহিত এখানে প্রথম আসছেন। তিনি লড়িকুল থেকে হাসনাবাদ, গোল-া, মালিকান্দা, সোনাপুর, ইক্রাশী এবং বান্দুরায় আসেন। তখন হাসনাবাদের জমিদারের নাম ছিলো। তাঁর প্রজাদের মধ্যে ফাদার আঞ্জসের কার্য্যকলাপ ও সাফল্য দেখে তিনি ক্রুদ্ধ হয়ে ফাদারকে গ্রেপ্তার করেন এবং হাত পা বেঁধে একটা গর্তের মধ্যে তাঁকে ফেলে দেবার হুকুম দেন কিন্তু এতে খ্রীষ্টধর্মের কিছুটা বিশ্বাস ও করলেন- তিনি মন্ত্তষ্ট হয়ে ফাদারকে গির্জা তৈয়ারী করার জন্য জমিও দিলেন এখানকার গির্জাটি অবশ্য ৩৫০ বছরের পুরাতন নয়- ওটা স্থাপিত হয়েছে ১৭৭৭ খ্রীষ্টাব্দে। শোনা যায় ইংরেজ রাজত্বের গোড়ার দিকে মুসলমানেরা এখানকার জমিদারী বিক্রয় করে কলিকাতায় চলে আসেন। সেই থেকেই ফাদারেরাই এখানকার জমিদারের কাজ করতেন। মিশনটি এককালে প্রায় ২৩টি গ্রাম নিয়ে গঠিত ছিলো। তাদের একত্রিত করার কোন উপায় ছিলো না। লোক সংখ্যা বৃদ্ধি পাওয়ার দরুন দুরবর্তী বাসিন্দাদের পক্ষে হাসনাবাদের গির্জায় আসনা প্রায় সমান্তর হয়ে ওঠে। সেই জন্য তুঁইতাল গ্রামটিতে ও একটি গির্জা স্থাপনের ব্যসস্থা হয়। হাসনাবাদ মিসনটিতে কত কিছু না ঘটে গেছে। সেসব কথা লিখে শেষ করা যাবে না। এখানেই গত শতাব্দীতে ধর্ম বিষয়ে এক মতভেদ দেখা দিলে খ্রীষ্টানরা ধর্মকর্ম একেবারে ছেড়ে দিয়েছিল মিশনটির অবস্থা এখন শোচনীয় অনেকে স্থানটির ভবিষৎ অন্ধকার ভেবে অনত্র চলে যাবার কথা ভেবে ছিল। কিন্তু গোল-ায় এখনও ধর্মভীরু বহুলোক ছিলো এদের জন্য বান্দুরায় ১৯৪৫ খ্রীষ্টাব্দে একটা ছোট গির্জা স্থাপন করা হয় । স্থানটি প্রথমে প্রসিদ্ধ ছিলো ব্যাস্ত আর জলাভুমির জন্য। যাতায়াতের একমাত্র উপায়ছিল নৌকা বা "গয়না"। গয়নায় যাতায়াত যেমন ফনুর বর্তমান বিরক্তিকর। কিন্তু সবরকম প্রাকৃতিক বাধা সত্বেও মিশনারীরা স্থানটিতে এক বিরাট শিক্ষা কেন্দ্র গড়ে তোলেন যা আজও বর্তমান।

এক অঞ্চলের লোকদের আদি বসতি ছিলো পদ্মার তীরে। সম্ভবতঃ তারা হড়িকুল বা লক্ষীকুলের কাছাকাছি বাস করতো এবং কোন কারণে স্থানান্তরিত হয়ে হাসনাবাদ ও গোল-ায় এসে বসবাস করতে থাকে।

এ অঞ্চলের লোকদের যেমন ছিল প্রতাম তেমনি বাহুকল। কর্মঠ এবং উগ্রপ্রকৃতির। তাদের মধ্যে জাতি ভেদ প্রথার মত একটা সংস্কার ছিলো। গ্রামের মোড়ল ফাদারদের নির্দেশ অনুসারে, কাজ করতেন। এদের জীবন মোটেই নিরানন্দ ছিলো না- লাঠিখেলা বন্দুক ছোড়া, কুস্তি তারা অভ্যাস করতো- দলবেঁধে পদ্মার তীরে শিকার করতে যাওয়ার হতো। যুদ্ধেও এদের কম খ্যাতি ছিল না তখনকার নবাবদের অধীনে এরা অনেকে যুদ্ধ করেছে।

মেয়েরা বেশ স্বাধীনভাবে থাকতো, পর্দানশীল ছিলো না। বড় লোকের মেয়েরা সম্ভবতঃ মুসলমানদের মতো থাকতেন, তারা পাল্কী চড়ে গির্জা যেতেন।

এ অঞ্চলের আদি খ্রীষ্টানদের বেশ কিছু সংখ্যক যে আগে মুসলমান ছিলো তার প্রথম প্রমাণ পাওয়া যায় ফাদার অঞ্জসের গল্প থেকে। জমিদার মহাশয় ফাদারের সাফল্য দেখে তাঁকে বন্দী করেন। কিন্তু ফাদার যদি হিন্দুদের আকৃষ্ট করে থাকেন তবে তিনি ক্রুদ্ধ হবেন কেন? নিশ্চয় বহু মুসলমানও তার কাছে দীক্ষা নিচ্ছিলো। তাদের বংশধরদের মধ্যে আজ অবধি ঐ শ্রমিক প্রভাব বর্তমান। বয়স্কদের কথা বার্তায় খোদা, আল-া, দোয়া, পানি, চাচা, মামু, দোস্ত, গোস, দাওয়াই, কিতাব, নাস্তা, রোজা ইত্যাদি উর্দশব্দ এখনও শুনতে পাওয়া যায়। হিন্দু থেকেও বেশ কিছু লোক দীক্ষা নেয় আন্তোনিয়োর সময়ে। হিন্দু প্রভাব ছিলো না বললে ভুল হবে- খ্রীষ্টানরাও এককালে অগ্নিপূজা করতো এবং অনেকে কুসংস্কার মেনে চলতো বহু কুসংস্কার আজ থেকে পঞ্চাশ বছরে আগেও বর্তমান ছিলো। মিশনারীরা অক্লান্ত পরিশ্রম করে সেগুলি দুর করেছেন।

= খ্রীষ্টানদের বৃত্তি =

এবার দেখা যাক সেকালের খ্রীষ্টানদের বৃত্তি সমন্ধে আমরা কি জানি বিভিন্ন প্রসঙ্গে এ বিষয়ে একটু আলোচনা করা হইয়াছে । বিস্তারিত ভাবে আলোচনা করার মত তথ্য আমাদের কাছে নেই তাই মোটামুটি ভাবে দু'একটা কথা বলে বক্তব্য শেষ করতে হবে। চট্টগ্রামের অধিকাংশ লোক দিন যোদ্ধা বা ব্যবসায়ী সম্ভাবতঃ তারা স্বন্দ্বীপের সঙ্গেনুনের কারবার করতো। এদিকে নাগরী আর হাসনাবাদের অধিকাংশ লোক চাষ- আবাদ করতো, কয়েকজনের কুটির শিল্পীর ও ছিলো। যশোহরের খ্রীষ্টানরা স্থানীয় মোগল শাসকদের অধীনে যুদ্ধ করতো। সিলেট আর উসুমপুরের (হোসেনপুর) লোকেরাও মোগল-শিবিরে গোলন্দাজের কাজ করতো। এছাড়া আর একশ্রেণীর লোক থাকতেন যাঁরা ধর্মশিক্ষা দিতেন, অন্য কাজ করতেন না। মিশনের বিভিন্ন জায়গায় এরকম বহু শিক্ষক থাকতেন। মিশন অত্যন্ত গরীব থাকায় তাঁরা মিশন ভবনের কোন সাহায্য পেতেন না - নূতন যে খ্রীষ্টানরা তাঁদের কাছ থেকে শিক্ষা পেতো তারাই তাঁদের ভরনপোষন করতো এই শিক্ষকরা সমাজে খুব গন্যমান্য ব্যক্তিরূপে পরিচিত ছিলেন। সকলে তাঁদের "মাষ্টার" বলে ডাকতো। বলাবাহুল্য অন্যান্য সম্প্রাদায়ের মত খ্রীষ্টানদের বৃত্তিও অনেক পরিবর্তন হয়েছে।

খ্রীষ্টানরা মিশনারীদের চেষ্টায় শিক্ষা দীক্ষায় অন্যান্য সম্প্রাদায়ের চেয়ে অনেক এগিয়ে গেছে। আধুনিক শিক্ষার বাহনে মিশনারীদের দান অসামান্য। সেই প্রভাব পড়েছে সমাজের অন্যস্তরেও আধুনিক শিক্ষা বলতে আজ আমরা যা বুঝি তা তাঁরাই এদেশে প্রথম প্রবর্তন করেন। যাহোক, চাকুরী সংক্রান্ত ব্যাপারে গত পঞ্চাশ বছরের মধ্যে বহু খ্রীষ্টান গ্রাম ছেড়ে শহরে এসেছে। ফলে তাদের প্রাচীন ভাবধারা এবং ঐতিহ্যের কিছুটা তারা ভুলে গিয়াছে।

= উপসংহার =

বাঙালি খ্রীষ্টানদের অনেকের বিদেশী পদবী থাকায় অন্য সম্প্রদায়ের লোকেরা এদের অ্যাংলো ইন্ডিয়ান বলে ভুল করে। কিন্তু ঐ সম্প্রদায়ের লোকদের জন্যে উচিত বিদেশী উপাধী ধারন করলেও ঐ মানুষগুলি এই বাংলা মায়ের আপন সন্তান। অবশ্য এ কেবল অজ্ঞতার অভিশাপ, কোন অন্যায় বা পাপ নয়।

ধর্মের নিদর্শন স্বরুপ ক্যাথপিক খ্রীষ্টানদের একজন সাধুর নাম নিজের সঙ্গে যুক্ত করতে হয়। অবশ্য এবং সঙ্গে তার দেশীয় পদবীও থাকা দরকার যা তার পূর্ব পুরুষদের গোত্র পরিচয় স্মরন করিয়ে দেবে।

আর বিদেশী পদবী রাখা উচিত কিনা প্রশ্ব ও উঠতে পারে। এ ব্যাপারে প্রথমেই বলবো বিদেশী বলেই তা অর্জন করতে হবে এমন কোন কথা নেই। এদেশের অনেক কিছুই এসেছে বিদেশ থেকে। নানা জাতির নানা ধর্ম ও সংস্কৃতি এদেশে এসেছে, কেহই ফিরে যায়নি। আর্যরা বিদেশী। মুসলমানদের আরবী নাম গুলো আজ আর আমাদের কাছে বিদেশী বলে মনে হয়না। তেমনি পতুগীজদের দেওয়া উপাধিগুলো ধারণ করেই এদেশীয় লোক ভিন্দেশী হয়ে যাওয়ার কোন কারণ দেখি না। আসলে এদেশী খ্রীষ্টানদেরও আত্মপ্রত্যয় লাভের আজ সময় এসেছে। এ দেশের মাটিতে তাদের পূর্ব পুরুষের দেহ মিশে বিলীন হয়ে গেছে। তাই এ মাটির পবিত্রতা তাদের কাছেও সমান শ্রদ্ধেয়। নিজেরা চিনলেই এদেশের মাটিতে তাদের আসন যে আপন শক্তিতে আরও সুপ্রতিষ্ঠত হবে এতে সন্দেহের অবকাশ থাকে না। সেই একাত্মবোধে সকল সুখদুঃখের অংশীদার হয়ে সমাজ ও দেশের জন্য সর্ব প্রকার ত্যাগ স্বীকার করবে খ্রীষ্টান সমাজ ও খ্রীষ্টের আদর্শ উদ্বুদ্ধ হয়ে। খ্রীষ্টের আত্মত্যাগ এ সমাজের সমস্ত প্রাণ শক্তির অনুপ্রেরনা যে।

*** সমাপ্ত ***

সোর্স এন্ড সোলুয়েশন এর কার্যক্রম সম্প্রসারণ

বিগত ২০শে ও ২৭শে নভেম্বর ২০০৫ এ সোর্স এন্ড সোলুয়েশন এর বোর্ড অব ডিরেকটরস কর্তৃক কানেকটিকাটের হার্ডফোর্ড ও ম্যানচেষ্টারে পৃথক পৃথক ২টি সেমিনারের আয়োজন করা হয়।

সোর্স এন্ড সোলুয়েশনের কার্যক্রম সম্প্রসারণ তথা সদস্য সংখ্যা বৃদ্ধি করাই ছিল সেমিনারের মুখ্য উদ্দেশ্য।

মিঃ শেরু গমেজের সহযোগিতায় তাঁর বাসভবনে অনুষ্ঠিত হয় হার্ডফোর্ডের সেমিনার। স্থানীয় চার্চ হলে আয়োজিত হয় ম্যানচেষ্টারের সেমিনার মিঃ সমীর দত্ত ও লিটন গ্রেগরীর সহযোগিতায়। উভয় সেমিনার পরিচালনার দায়িত্বে ছিলেন সমিতির সাধারণ সম্পাদক মিঃ জন রড্রিক্স।

সেমিনারের প্রারম্ভে সৃষ্টিকর্তাকে স্মরণ করার পর স্থানীয় নেতৃবৃন্দের মধ্য হতে মিঃ শেরু গমেজ, সমীর দত্ত ও লিটন গ্রেগরী স্বাগত বক্তব্য রাখেন। সোর্স এন্ড সোলুয়েশনের প্রেসিডেন্ট মিঃ প্যাট্রিক রোজারিও তাঁর শুভেচ্ছা বক্তব্যে সেমিনারের উদ্দেশ্যসহ পারস্পরিক সহযোগিতা ও ভ্রাতৃত্ববোধের মাধ্যমে কিভাবে আর্থিক সফলতা সম্ভব তা তুলে ধরেন।

সোর্স এন্ড সোলুয়েশন এর কার্যক্রম, পরিচালনা ও অবকাঠামো বিষয়ে বিশদভাবে আলোকপাত করেন ট্রেজারার মিঃ ডেরিক পিনেরো। আর্থিক সংগঠন হিসাবে সমাজে সোর্স এন্ড সোলুয়েশনের গুরুত্ব ও ভূমিকাসহ নিম্নোক্ত বিষয়াদি তাঁর কতৃক তুলে ধরা হয়ঃ

ক) সোর্স এন্ড সোলুয়েশন সকলকে একত্রিত করে (BRING PEOPLES TOGETHER)
খ) সঞ্চয়ী অভ্যাস গঠন ও বিনিয়োগকারী সৃষ্টি করে।
গ) নিজেদের অর্থ নিজেদের মধ্যে একত্রিত করা ও বিনিয়োগের সুযোগ সৃষ্টি করে
অবকাঠামোঃ
সোর্স এন্ড সোলুয়েশন
গঠনতন্ত্র
সদস্য/সদস্যাবৃন্দ
জমা সংগ্রহকারী
পরিচালকমন্ডলী
উপ-কমিটি
হিসাব সংরক্ষণ ও পরিচালনা
সেবা ও কাজঃ
ক) শেয়ার জমা
খ) সদস্য/সদস্যাদের ঋণ প্রদান
গ) উন্নয়ন ও শিক্ষা সেমিনার
অর্থ ব্যবস্থাপনাঃ
অর্থ প্রবাহ (CASH FLOW)
অন্ত প্রবাহ বর্হি প্রবাহ
(IN FLOW) (OUT FLOW)
শেয়ার জমা সদস্যদের ঋণ প্রদান
ঋণের সুদ ব্যাংকে বিনিয়োগ
ব্যাংক সুদ ঋণের সুদের ছাড়/(REBATE)
লভ্যাংশ লভ্যাংশ
সদস্য ভর্তি ফি ও অন্যান্য আয়কর
পরিচালনা ব্যয়

উপরোক্ত বিষয়াদি ব্যতিতও তিনি ঋণ প্রদানের নিয়মাবলী, সদস্যপদ গ্রহণের নিয়ম, শেয়ার জমাসহ সমিতির উন্নয়নের ধারা বিশে-ষণ করেন।

অতঃপর সোর্স এন্ড সোলুয়েশন কিভাবে শিশু কিশোরদের সম্পৃক্ত করতে পারে তা নিয়ে আলোকপাত করেন সাংগঠনিক সম্পাদক মিঃ তাপস গোমেজ। শিশু কিশোরদের পক্ষে তাদের অভিভাবক হিসাব পরিচালনা করতে পারবেন। শিশু কিশোরদের জমাকৃত অর্থ স্ব স্ব অভিভাবকগণ তাদের ঋণের সিকিউরিটি হিসাবেও ব্যবহার করতে পারবেন বলে উলে-খ করা হয়। একদিকে শিশু কিশোরদের মাঝে সঞ্চয়ের অভ্যাস গঠন ও অভিভাবকগণ ঋণ গ্রহণে লাভবান হওয়া অন্যদিকে সমিতির মূলধন গঠনে সহায়ক হবে বলে তিনি উলে-খ করেন।

উভয় সেমিনারে সমিতির শিক্ষা ও উন্নয়ন বিষয়ক উপ-কমিটির চেয়ারম্যান মিঃ পল বালা উপস্থিত ছিলেন। মিঃ বালা তাঁর বক্তব্যে শিক্ষা ও উন্নয়ন যে একে অপরের সম্পূরক তা তুলে ধরাসহ সমিতির পরিচালনা, গঠন, নেতৃত্ব, গঠনতন্ত্র, প্রশিক্ষণ বিভিন্ন বিষয়ে বিশদভাবে আলোকপাত করেন।

মুক্ত আলোচনা পর্বে সেমিনারে আগত স্থানীয়দের স্বক্রীয় অংশগ্রহন সেমিনারকে অত্যন্ত প্রাণবন্ত করে তুলে। সমিতি সম্পর্কে বিভিন্ন প্রশ্নের উত্তর প্রদানে সোর্স এন্ড সোলুয়েশনের উপস্থিত সকল বোর্ড অব ডিরেকটরস্ অত্যন্ত আন্তরিকভাবে উত্তর প্রদানে সহায়তা করেন।

উলে-খ্য যে, হার্ডফোর্ড এ অনুষ্ঠিত সেমিনারে তাৎক্ষনিকভাবে ১৪জন ও ম্যানচেষ্টারে ৭জন সদস্যপদ লাভ করেন। ইহা ব্যতিত উভয় সেমিনারে স্থানীয়দের মধ্যে সোর্স এন্ড সোলুয়েশনের কার্যক্রম সম্পৃক্ত হওয়ার অনেক উৎসাহ পরিলক্ষিত হয়েছে যা অদূর ভবিষ্যতে সমিতির কার্যক্রম সম্প্রসারণে বিপুল প্রভাব বিস্তার করবে।

হার্ডফোর্ড ও ম্যানচেষ্টারে সদস্যদের মাসিক শেয়ার জমা সংগ্রহ ও অন্যান্য সেবা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে সেমিনারে উপস্থিত স্থানীয়দের সর্ব সম্মতিতে মিঃ সুজয় রিবেরু ও মিঃ বার্নাবাস গমেজকে সংগ্রহকারীর দায়িত্ব প্রদান করা হয়েছে।

অতপর সোর্স এন্ড সোলুয়েশন এর ভাইস প্রেসিডেন্ট মিঃ চেষ্টার গমেজের ধন্যবাদ জ্ঞাপনের মাধ্যমে সেমিনারের সমাপ্তি ঘোষনা করা হয়।

সোর্স এন্ড সোলুয়েশন দিনের পর দিন হাটি হাটি পা পা করে অত্যন্ত সন্তর্পণে সফলতার সাথে এগিয়ে চলেছে। প্রতিটি সদস্যের আর্থিক স্বচ্ছলতা আনয়নসহ সুদৃঢ় সমাজ গঠনই এর মূখ্য উদ্দেশ। সমিতির জন্মলগ্নে ৫-৬ জন সদস্য থেকে আজ প্রায় ৪৫০ জন সদস্য নিয়ে সোর্স এন্ড সোলুয়েশন যেন এক মহীরুহে পরিণত হতে চলেছে। এ সফলতার সোপানকে উন্নতির চরশ শিখরে নিয়ে যাওয়ার দায়িত্ব সমষ্টিগতভাবে আপনার-আমার-আমাদের সকলের। শুভ হউক সোর্স এন্ড সোলুয়েশনের জয় যাত্রা সার্থক হউক এ পথ চলার পাথেয়।

নিবেদক
এস এন্ড এস
বোর্ড অব ডিরেকটরস
১২/১৭/০৫

BANGLADESH CHRISTIAN ASSOCIATION

MD, VA, DC

BRIEF DESCRIPTION OF ACTIVITIES DURING 2005

The association has successfully completed her 10th year of its establishment. Following is a brief description of activities that were performed in 2005:

Christmas and New Year's Reunion on January 1, 2005 at Saint Camillia Hall, St. Camillus Church. The program included Bangla Mass offered by Rev. Leonard Shankar Rozario, CS C, followed by a cultural program, Santa Claus' gifts, dinner and raffle drawing.

Annual publication, the 9th issue of "PROTTASHA" magazine was distributed in Bangladesh, USA, Canada, Australia, Italy, and other countries.

Easter Celebration Program on March 27, 2005 at Camillia Hall. Special Mass was offered by Rev Lawrence Hayes, OFM, and Pastor of St. Camillus. Bro. John Rozario, CSC from Bangladesh was given a warm reception for his Golden Jubilee in his religious vocation, followed by a cultural program, dinner and raffle drawing.

Youth Seminar on August 27, 2005 was attended by 35 of our Bangladeshi Christian community youths. Rev. Adam Pereira, CSC, Rev John Stanley Gomes, Bro Bijoy Rodrigues, CSC, Rev. Lawrence Hayes, OFM and Mrs. Rekha Palma were speakers at the day-long seminar. A special Mass in Bangla was arranged at St. Camillus Church in the evening in memory of late Archbishop Theotonius A. Ganguly, CSC, followed by dinner and dance at a local restaurant.

Annual Picnic on July 24, 2005 at Gun Powder Falls State Park.

Halloween Party on October 31, 2005 organized by the youths of our community. Pizza was served along with lots of candies and prizes for best costumes.

Financial assistance for education -- Bangladesh Education Assistance Program (BEAP); help the tribal Christian children in Bangladesh for their education. A high school has been started in Dinajpur Diocese.

Financial assistance for Bottomley Home Orphanage in Tejgaon.

Kirton (Christmas Carol) singing and visit families of our community with the great news of the birth of Jesus Christ during Christmas week.

জিমি ও জেনী গমেজ

সোনাবাজু, ঢাকা

বিয়ের স্থান ও সময়ঃ হোলি রোজারি চার্চ, তেজগাঁও, ঢাকা। মার্চ ২০০৫

AWARD OF ACHIEVEMENT

Philips Exeter Academy

Julie Quinn, director

20 Main Street, Exeter, New Hampshire 03833-2460
Tel: (603) 777-3450 ; Fax: (603) 777-4397

JOANA MONDAL EARNS HIGH HONORS AT PHILIPS EXETER ACADEMY

Exeter, New Hampshire (December 2005) - Joana Mondal of Woodside, NY, a ninth grader at Philips Exeter Academy, has earned High Honors for fall term.
The daughter of Mr. Thomas D. Mondal and Mrs. Surovi Mallick, she is in her first year at the independent secondary school in Exeter, NH.

Philips Exeter Academy is a coeducational, independent preparatory school that was founded in 1781 and originated the system of instruction known as Harkness teaching in 1931. In the spirit of its character to foster both goodness and knowledge, students come from a wide variety of geographic, economic, racial and religious backgrounds. The diverse student body comes from approximately 44 states, the District of Columbia, and 29 foreign countries.

যাদেরকে পেলাম

Ethan I Gomez
F: Albert J. Gomez
M: LIna F Gomez
D.O.B. 09/10/05
Beltsville, MD

Rachel Gomes
F: Chaster Gomes
M: Rani Gomes
D.O.B. 02/18/05
East Elmhurst, NY

Christal F. Gomes
F: Christopher Gomes
M: Rosemary E Gomes
D.O.B. 12/15/05
Manhattan, NY

Austin Gomes
F: Rajib Gomes
M: Tapoti Gomes
D.O.B. April 2005
Manhattan, NY

প্রথম কমিউনিয়ন

সিমি গমেজ
পিতা-মাতা ঃ মার্ক ও স্বর্ণা গমেজ
রেলে, নর্থ ক্যারোলিনা

ন্যান্সী গমেজ
পিতা-মাতা ঃ শ্যামল ও বীথিকা গমেজ
রেলে, নর্থ ক্যারোলিনা

জেনিফার এগ্নেস মধু
পিতা-মাতা ঃ পিটার ও কেইন মধু
জার্সি সিটি, নিউজার্সি

চেলসি গমেজ
পিতা-মাতা ঃ রিচার্ড ও রোজমেরী গমেজ
ওন্টারিও, ক্যালিফোর্নিয়া

যাদেরকে হারালাম

ষ্টিফেন তপন গমেজ
১২/২১/১৯৫৬ - ১১/২৭/২০০৫
সিলভার স্প্রিং, মেরীল্যান্ড

টমাস রোজারিও
১৯৩৩ - ০৯/১৩/২০০৫
কলেজ পার্ক, মেরীল্যান্ড

এঞ্জেলা ডি কস্তা
০৫/২৭/১৯৫২ - ০৮/৩০/২০০৫
সিলভার স্প্রিং, মেরীল্যান্ড

প্রবীর ডি কস্তা
১০/০৩/১৯৫৬ - ০৮/২৮/২০০৫
সিলভার স্প্রিং, মেরীল্যান্ড

তেরেজা সীমা রোজারিও
০৯/০২/১৯৬৭ - ০৮/১৬/২০০৫
করোনা, নিউইয়র্ক

সেলিন মেরী মার্সার
০৪/১১/১৯২৭ - ০৫/২৮/২০০৫
কুইন্স ভিলেজ, নিউইয়র্ক

ইউজিন কারবার্ট ডি কস্তা
১০/০৮/১৯৫৫ - ১২/২৩/২০০৫
করোনা, নিউইয়র্ক

সকলের আত্মার শান্তি কামনায় আমরা ঈশ্বরের নিকট প্রার্থনা করি

প্রবাসী'র দিনগুলি - ছবির বিবরণ

১. প্রবাসীর বার্ষিক সাধারণ সভায় কার্যকরী পরিষদ
২. কানেকটিকাটে বাংলা খ্রীষ্টযাগে অংশগ্রহণকারী স্থানীয় খ্রীষ্টভক্তগণ
৩. "
৪. কানেকটিকাটে মিসার পর সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে সঙ্গীতরত শিল্পীগণ
৫. ২য় বা. খ্রী. সম্মেলনে মিসেস মলি ও মিসেস প্রভা গনছালবেস
৬. ২য় বা. খ্রী. সম্মেলনে অংশগ্রহণকারী একদল যুবক
৭. ২য় বা. খ্রী. সম্মেলনে অংশগ্রহণকারী অতিথিবৃন্দ
৮. ২য় বা. খ্রী. সম্মেলনে রেজিস্ট্রেশন ডেস্ক
৯. ২য় বা. খ্রী. সম্মেলনে অংশগ্রহণকারী আগত অতিথিবৃন্দ
১০. ২য় বা. খ্রী. সম্মেলনে ড. বনিফাস ও কনভেনর মি. হিউবার্ট
১১. ২য় বা. খ্রী. সম্মেলনে কনভেনর, কর্মকর্তা ও অতিথিদের একাংশ
১২. ২য় বা. খ্রী. স.-এ রিচার্ড বিশ্বাস, প্যাসকেল গমেজ ও রেমন্ড রোজারিও
১৩. ২য় বা. খ্রী. সম্মেলনে নৃত্যরত ক্ষুদে শিল্পী
১৪. ২য় বা. খ্রী. সম্মেলনে নৃত্যরত ক্ষুদে শিল্পী
১৫. ২য় বা. খ্রী. সম্মেলনে উপস্থাপন করছেন সানি ও শিউলী রোজারিও
১৬. ২য় বা. খ্রী. সম্মেলনে সঙ্গীত পরিবেশনরত জনৈক শিল্পী
১৭. ২য় বা. খ্রী. সম্মেলনে অংশগ্রহণকারী ক্ষুদে শিল্পীগণ
১৮. ২য় বা. খ্রী. সম্মেলনে কবিতা আবৃতি করছে যুবক-যুবতীগণ
১৯. ২য় বা. খ্রী. সম্মেলনে অনুষ্ঠানরত শিল্পীগণ
২০. ২য় বা. খ্রী. সম্মেলনে নর্থ ক্যারোলিনার শিল্পীগণ
২১. ২য় বা. খ্রী. সম্মেলনে নৃত্যরত শিল্পী
২২. ২য় বা. খ্রী. সম্মেলনে নৃত্যরত শিল্পী
২৩. ২য় বা. খ্রী. সম্মেলনে আগত অতিথিদের একাংশ
২৪. ২য় বা. খ্রী. সম্মেলনে আগত অতিথিদের একাংশ
২৫. ২য় বা. খ্রী. সম্মেলনে আগত অতিথিদের একাংশ
২৬. ২য় বা. খ্রী. সম্মেলনে আগত অতিথিদের একাংশ
২৭. ২য় বা. খ্রী. স.-এ কনভেনর ও সেক্রেটারী ফেলিক্স গমেজ
২৮. ২য় বা. খ্রী. সম্মেলনের কর্মকর্তাগণ
২৯. ২য় বা. খ্রী. সম্মেলনে মি. সুভাষ রোজারিও ও যোসেফ ডি. সিলভা
৩০. ২য় বা. খ্রী. সম্মেলনে আগত অতিথিবৃন্দ
৩১. ২য় বা. খ্রী. সম্মেলনে আগত অতিথিবৃন্দ
৩২. ২য় বা. খ্রী. সম্মেলনে আগত অতিথিবৃন্দ
৩৩. ২য় বা. খ্রী. সম্মেলনে আগত অতিথিবৃন্দ
৩৪. ২য় বা. খ্রী. সম্মেলনে আগত অতিথিবৃন্দ
৩৫. ২য় বা. খ্রী. সম্মেলনে আগত অতিথিবৃন্দ
৩৬. ২য় বা. খ্রী. সম্মেলনে নৃত্যরত প্রবাসী শিল্পী
৩৭. ২য় বা. খ্রী. সম্মেলনে নৃত্যরত প্রবাসী শিল্পী
৩৮. ২য় বা. খ্রী. সম্মেলনে নৃত্যরত প্রবাসী শিল্পী
৩৯. ২য় বা. খ্রী. সম্মেলনে নৃত্যরত প্রবাসী শিল্পী
৪০. ২য় বা. খ্রী. সম্মেলনে নৃত্যরত প্রবাসী শিল্পী
৪১. ২য় বা. খ্রী. সম্মেলনে নৃত্যরত প্রবাসী শিল্পী
৪২. ২য় বা. খ্রী. সম্মেলনে সঙ্গীত পরিবেশনরত শিল্পী
৪৩. ২য় বা. খ্রী. সম্মেলনে সঙ্গীত পরিবেশনরত একদল শিল্পী
৪৪. ২য় বা. খ্রী. সম্মেলনে একদল শিল্পী
৪৫. ২য় বা. খ্রী. সম্মেলনে উদ্বোধনী অনুষ্ঠান
৪৬. ২য় বা. খ্রী. সম্মেলনে নৃত্যরত শিল্পী
৪৭. ২য় বা. খ্রী. স.-এ প্রধান অতিথি মহামান্য রাষ্ট্রদূত শমসের মোবিন চৌ.
৪৮. ২য় বা. খ্রী. সম্মেলনে অতিথিদের একাংশ
৪৯. ২য় বা. খ্রী. সম্মেলনের কর্মকর্তাবৃন্দ
৫০. ২য় বা. খ্রী. সম্মেলনে অতিথিদের সাথে কনভেনর
৫১. ২য় বা. খ্রী. সম্মেলনে প্রবাসী'র পক্ষ থেকে অতিথিদের একাংশ
৫২. ২য় বা. খ্রী. সম্মেলনে অতিথিদের একাংশ
৫৩. প্রবাসী পিকনিক - ২০০৫
৫৪. প্রবাসী পিকনিক - ২০০৫
৫৫. প্রবাসী পিকনিক - ২০০৫
৫৬. প্রবাসী পিকনিক - ২০০৫
৫৭. প্রবাসী পিকনিক - ২০০৫
৫৮. প্রবাসী পিকনিক - ২০০৫
৫৯. প্রবাসী পিকনিক - ২০০৫
৬০. প্রবাসী পিকনিক - ২০০৫
৬১. প্রবাসী পিকনিক - ২০০৫
৬২. প্রবাসী পিকনিক - ২০০৫
৬৩. প্রবাসী পিকনিক - ২০০৫
৬৪. প্রবাসী পিকনিক - ২০০৫
৬৫. প্রবাসী পিকনিক - ২০০৫
৬৬. প্রবাসী পিকনিক - ২০০৫
৬৭. প্রবাসী পিকনিক - ২০০৫
৬৮. প্রবাসী পিকনিক - ২০০৫
৬৯. প্রবাসী পিকনিক - ২০০৫
৭০. প্রবাসী পিকনিক - ২০০৫
৭১. প্রবাসী পিকনিক - ২০০৫
৭২. প্রবাসী পিকনিক - ২০০৫
৭৩. প্রবাসী পিকনিক - ২০০৫
৭৪. প্রবাসী পিকনিক - ২০০৫
৭৫. প্রবাসী পিকনিক - ২০০৫
৭৬. প্রবাসী পিকনিক - ২০০৫
৭৭. প্রবাসী পিকনিক - ২০০৫
৭৮. প্রবাসী পিকনিক - ২০০৫
৭৯. প্রবাসী পিকনিক - ২০০৫
৮০. প্রবাসী পিকনিক - ২০০৫
৮১. প্রবাসী পিকনিক - ২০০৫
৮২. প্রবাসী পিকনিক - ২০০৫
৮৩. প্রবাসী পিকনিক - ২০০৫
৮৪. প্রবাসী পিকনিক - ২০০৫
৮৫. প্রবাসী পিকনিক - ২০০৫
৮৬. প্রবাসী আয়োজিত হ্যালোইন পার্টি - ২০০৫
৮৭. প্রবাসী আয়োজিত হ্যালোইন পার্টি - ২০০৫
৮৮. প্রবাসী আয়োজিত হ্যালোইন পার্টি - ২০০৫
৮৯. প্রবাসী আয়োজিত হ্যালোইন পার্টি - ২০০৫
৯০. প্রবাসী আয়োজিত হ্যালোইন পার্টি - ২০০৫
৯১. প্রবাসী আয়োজিত হ্যালোইন পার্টি - ২০০৫
৯২. কির্তন পরিবেশনরত প্রবাসী'র কির্তন দল
৯৩. কানেকটিকাটে বাংলা খ্রীষ্টযাগে প্রবাসী কর্মকর্তাগণ
৯৪. কির্তন পরিবেশনরত প্রবাসী'র কির্তন দল
৯৫. কির্তন পরিবেশনরত প্রবাসী'র কির্তন দল
৯৬. কির্তন পরিবেশনরত প্রবাসী'র কির্তন দল

HIGHLIGHTS OF ITALY

(from page 37)

we traveled to Spoleto and walked through the medieval town, which is famous for the Spoleto Festival. We stayed in Spoleto for only an hour to walk through the narrow streets.

Day 10: In Pompeii we had a guided tour of the archaeological site of one of the opulent cities that Romans lived in 2,000 years ago. This great city was lost beneath volcanic ashes when Mount Vesuvius erupted in A.D. 79, which buried the Roman resort. Now that the grounds of the once civilized city is entirely excavated we had the opportunity to see how early Romans lived in luxury. Following that we took the bus and arrived at Sorrento.

Day 11: The next day we were in Sorrento our plan was to go to the Island of Capri and the only way to get there was to take a boat, so we went on a cruise to travel to the town of Capri. We saw the Arco Naturale, a stone arch, which was not man made. To finish of the hot day in Capri we went to one of the many lovely beaches in Capri and took a dip in the fresh placid waters, which were very lucid and unadulterated, opposes to the beaches in the Jersey Shore.

Day 12: Since our trip was extended for two extra days we went to a beach in Sorrento and stayed there for the day.

Day 13: Being it our last day we traveled back to Rome and walked around the city while trying to do a little last minute shopping, enjoying our last day in Italy.

The writer traveled to Australia and New Zealand in July 2002 for 14 days representing the State of New Jersey as a Student Ambassador.

নাগরী গীর্জার ঘন্টা

(৩৩ পাতার পর)

ঘুরে দীঘির চর্তুদিকে প্রদক্ষিন করে পুনঃ গীর্জায় আসত। দেশ বিদেশের হাজার হাজার খ্রীষ্টান ও অখ্রীষ্টান নারী পুরুষ, ছেলে বৃদ্ধ এবং যুবক যুবতী এ শোভাযাত্রায় অংশ নিত। কথিত আছে, এ শোভাযাত্রায় অনেক অসুস্থ ব্যক্তি মানত করে যোগ দিয়ে সুস্থ হয়েছে। শোভাযাত্রার সময় গীর্জাচূড়া হতে অনবরত যুক্ত ঘন্টা লয়তালে বাজানো হত। এ শোভাযাত্রাকে উপলক্ষ্য করেই নাগরীতে বসত "লেংড়া ঠাকুরের মেলা।" যীশুর ক্রুশ কাঁধে হাটু দিয়ে প্রথমবার পতনকেই বলা হত লেংড়া ঠাকুর। পাকিস্তান আমলে বিশেষ কারণে বন্ধ করে দেয়া হয়েছিল এ মেলা। ফাদার গেডার্ডের পূর্ব্ববর্তী এক আমেরিকান পাদ্রী মূর্তী দুটো ধ্বংস করে দেন যা হতে পারত নাগরী গীর্জার পূরাকীর্তি। প্রকাশ থাকে যে, পশ্চিম বাংলার (ভারত) ব্যান্ডেল গীর্জার সম্মুখস্থ বিরাট মাঠে উপবাসকালের প্রথম রোববার একই পদ্ধতির শোভাযাত্রা অদ্যাবধি প্রচলিত। নাগরী গীর্জার মূর্তীগুলো ধ্বংস না করা হলে আজো কালভারীর পথে ক্রুশ কাঁধে যীশুর ক্রুশ বহনের শোভাযাত্রা অনুষ্ঠান করা যেতো।

উপসংহারঃ-

নাগরী গীর্জা (পাকা) দুই শতাব্দীর অধিক পুরাতন এবং প্রত্যন্ত গ্রামাঞ্চলে বৃহাদাকার বটে যা শহরের কতিপয় আধুনিক বড় গীর্জার সমায়তন। বর্তমান ভক্তজনসংখ্যার আধিক্য হেতু রোববার বা পর্ব্বীয় খ্রীষ্টযাগের সময় গীর্জার ভিতরে স্থান সংকুলান হয়না। ফলে গীর্জার বাইরে বাঁশের খলপা ও পাটের চট বিছিয়ে বসার ব্যবস্থা করা হয়। গীর্জা অতীব পুরাতন বিধায় বৃষ্টির জল ছাদ চুইয়ে পড়ে। যদিও টিনের ছাউনীতে সাময়িক বৃষ্টির জল চুয়ানো নীরোধ করা হয়েছে, তবু অনাগত ভবিষ্যৎ দুর্ঘটনার কথা চিন্তা করা সময়োচিত নয়? সুতরাং আরো বড় গীর্জাঘর নুতনভাবে তৈরী করা এবং নুতন ঘন্টা সংযোজন করা অত্যাবশ্যক। নাগরী মন্ডলীর খ্রীষ্টানগন বড়দিন, বিবাহ, বিবাহ বার্ষিকী, প্রক্ষালন, জন্ম বার্ষিকী, প্রথম কম্যুনিয়ন, হস্তার্পন ইত্যাদি অনুষ্ঠানে মাত্রা অতিরিক্ত খরচ করে থাকেন। কাজেই সকলে মিলিতভাবে মুক্ত-হস্ত হয়ে একটি নুতন গীর্জা নির্মান তহবীল গঠনের আশু প্রচেষ্টা নেয়া অতীব প্রয়োজন। নাগরী খ্রীষ্টান ডেভেলপমেন্ট সোসাইটি, নাগরী খ্রীষ্টান সমবায় ঋনদান সমিতি, নাগরী প্যারিশ কাউন্সিল এ ব্যাপারে কার্য্যকর ব্যবস্থা নিতে পারে। নাগরী ধর্মপল্লী-র অনেক প্রগতিশীল ব্যক্তিবর্গ আমেরিকা, কানাডা, ইংল্যান্ড, ফ্রান্স, ইটালী, জার্মানী, স্পেন, গ্রীস, রাশিয়া, ভারত, মধ্যপ্রাচ্য প্রভৃতি দেশে কর্মরত। তারাও সচেতন ভূমিকা রাখতে পারেন এ গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে। তবে নাগরী প্যারিশ কাউন্সিলের ভূমিকা হবে সর্ব্বাগ্রনী।

চোখে চোখে ভালবাসা

(৫৩ পাতার পর)

বলল, "সুদীপ তুই তাহলে যা আজকের দিনটা থেকে কাল ফিরিস।"

ঃ সত্যি, সত্যিই, ইস আমার যে কি খুশী লাগছে। মাকে আমি অন্যরকম ভেবেছিলাম। যাক তুমি বস আমি মাকে বলে আসি।

স্বপ্না খুশীর খবরটি মাকে বলার জন্য ঘরে দৌড় দিল। ওদিকে স্বপ্নার বাবা বাজার করে ফিরলেন। মেয়ে জামাইকে বারান্দায় একা বসতে দেখে তিনি স্বপ্নাকে ডাকলেন। বাজার থলে এক কোনে রেখে চেয়ারে বসে জামাই-এর খবর জিজ্ঞাসাবাদ করলেন। স্বপ্না ডাক শুনে বের হয়ে বাবাকে বলল

ঃ বাবা আমাকে ডাকছিলে?

- হ্যা, জামাইকে একা বসিয়ে রেখে তোরা কি করছিস ঘরে?

ঃ বাবা আমি তো এই মাত্রই ঘরে গেছি। জান বাবা তোমাদের জামাই আজ এখানে থাকবে।

- তাই নাকি বাবা, বেশ বেশ তাহলে তো ভালই হবে। বিকেলে বসে দুজনে মিলে তাস খেলা যাবে কি বল বাবা।

সুদীপ মাথা নাড়ল। মেয়ে জামাইকে পেয়ে সবাই খুব খুশী। লাবণ্য ঘর থেকে বের হয়ে সুদীপকে ডাকল ঘরে মা চা-নাস্তা সাজিয়েছেন। সুদীপ লাবণ্যর কোল থেকে মেয়েকে কোলে নিয়ে আদর করতে লাগল। লাবণ্য স্বপ্নাকে ফিস ফিস করে বলল-

-তোর জামাই বাচ্চাদের খুব পছন্দ করে তাই না। তাহলে দেরী করিসনা তাড়াতাড়ি একটা বাচ্চা-কাচ্চা নিয়ে ফেল।

ঃ নারে দিদি বেকার অবস্থায় কি করে আরেক জনের কথা ভাবি - নিজেদেরই টানাটানি।

- শোন টাকা পয়সার জন্য ভাববিনা, নিঃসংকোচে বলবি কেমন। আমি মার কাছে তোর জন্য পাঁচ হাজার টাকা রেখেছি তুই যাবার সময় নিয়ে যাস।

ঃ আস্তে বল সুদীপ শুনবে। তুই তো সব সময় টাকা পয়সা দিচ্ছিস, অবশ্য আমি এ ব্যাপারে সম্পূর্ণ সত্যটি ওকে এখনো বলিনি। 'ও' জানে মাঝে মাঝে মা আমাকে টাকা দেয়। তবে সুদীপ খুব সংকোচ বোধ করে জানিস।

- খুব স্বাভাবিক। তবে তুই ওকে বোঝাবি দিন সব সময় একরকম যাবেনা। আর আমরা তো পর নই মেয়ে বিয়ে দিয়ে জামাই তো ছেলের সমতুল্য হয়।

সুদীপ বাচ্চাটিকে কোলে নিয়ে বেশ আনন্দ নিয়ে দুষ্টুমী করছিল। দু'বোনের কথার ব্যস্ততা দেখে মা কাছে এসে বকার স্বরে বললেন-

- কিরে তোরা কেমন হলি, জামাই দাঁড়িয়ে আছে। তোদের কথা আর শেষ হবেনা। বাবা সুদীপ তুমি বসতো, চা বোধ হয় ঠান্ডা হয়ে গেল।

- আমার জন্য তুমি ব্যস্ত হয়োনা মা। আমি এসে তোমাকে মুশকিলে ফেললাম।

- কি যে বল বাবা, তুমি এসেছ আমি যে কত খুশী হয়েছি। কাল তো স্বপ্নার খুব মন খারাপ ছিল।

ঃ মা, তুমি আসবে। ইস আমার একটুও মন খারাপ হয়নি। মা তুমি না-

সুদীপ মুচকি হাসল। স্বপ্নাও কিছুটা লজ্জা পেল। দু'জনের ভালবাসার কত যে গভীরতা তা কেবল ওরা দুজনই অনুভব করল। পরস্পর পরস্পরের দিকে লুকিয়ে তাকানোর মাঝেও কত লজ্জা। মা-বাবার পছন্দেই ওদের বিয়ে হয়েছে। বিয়ের আগে মাত্র কয়েকটা চিঠি আদান-প্রদান হয়েছে এ পার থেকে ওপার। দুজনের প্রতি দুজনার কত আকর্ষন, ভালবাসায় পূর্ণ যেন দুটি জীবন। এখান থেকেই আরম্ভ দাম্পত্য জীবনের দীর্ঘ পথ যাত্রা। "দুজন দুজনার" এই অঙ্গীকারই দাম্পত্য জীবনের বুনিয়াদ॥

CHRISTMAS

(from page 7)

warrior with fiery eyes and arms of steel. This was what many people were looking for, but it wasn't how God did it. He arrived in the arms of a young girl.

God gave His only Son to die in our place so that we, in all our brokenness, could know forgiveness. He came so that we could know what love feels like, real love -love that never leaves, love that never disappoints, and love that is never betrayed. He sent His Son into a corrupted world to bring us hope.

God is love and he came to this earth as a child. No other person has had such an effect on human lives as Jesus. He came back to life again, and millions say they know Him today as a friend and helper in their lives. You owe it to yourself to find out more about Him. Is He who He claimed to be? Can He help us in our lives today? You have nothing to lose! Christmas is the time to stop and think about these important questions.

God You and Have a Wonderful Christmas!

কবিতা গুচ্ছ

Blessed Mother Teresa's Anyway Poem

People are often unreasonable, illogical and self-centered;
Forgive them anyway.
If you are kind, people may accuse you of selfish, ulterior motives;
Be kind anyway
If you are successful, you will win some false friends and some true enemies;
Succeed anyway.
If you are honest and frank, people may cheat you;
Be honest and frank anyway.
What you spend years building, someone could destroy overnight;
Build anyway.
If you find serenity and happiness, they may be jealous;
Be happy anyway.
The good you do today, people will often forget tomorrow;
Do good anyway.
Give the world the best you have, and it may never be enough;
Give the world the best you've got anyway.

কবিতা গুচ্ছ

SNOW DAY!

By - Cindrella Gomes, 5th Grade
North Carolina

It's snow day
Let's go out and play.
Everyone is calling
Children are out snow fighting.

Snow angles, snow balls
Oh no, my mother calls
I went to go hide
But she caught me from behind.

She made me wear my earmuffs
I didn' t want to wear it because it was so rough,
I went back out to the snow
And to my surprise I saw my friend Esther Ko.

With the snow we created angles
On the angles hand were some bangles
Then our parents called us inside
Remembering last time I didn' t bother to hide.

Christmas Decorations

By- Catherina Tithy Gomes
North Carolina

Finally it is December Time to shop at the mall
Presents for me, gifts for you
Happiness for all

Christmas Eve, One day to go
What do I hear?
Singing carolers, and ringing bells
Meaning Christmas is near

Christmas Day, Christmas Day
What do I see?
Colored lights and ornaments
On a beautiful green tree

কবিতা গুচ্ছ

Poems by Stella Gomes Priya, NJ

Have you said "Happy Birthday" to Jesus?

You wake up on christmas morning and think of presents
the next thing you do is wake up your parents
You rush to the living room under your tree
Presents, presents is all you see
Then you take it from under the tree
hoping you know what it will be
After you open it, you say thank you
Then you eat your breakfast, not a lot by few
Hours later you go to a party
have fun and be a little naughty
Next you come home and go to bed
You put your pillow over your head
to make you go to sleep you think about your day,
But to Jesus have you said "Happy Birthday?"

What has Christmas turned into?

Gifts, gifts is all you think about
presents, presents is all you shout
Christmas has turned into a circus for us
Christmas is not what it was
Sometimes we forget about our duties
and think all about our beauties
Jesus is a gift from God
it's nothing funny, it's nothing odd
To buy gifts, people are always worried
and go to the mall when it's sunny
What has Christmas turned into?

কবিতা গুচ্ছ

My Birthday

By Elvira Howlader, NY

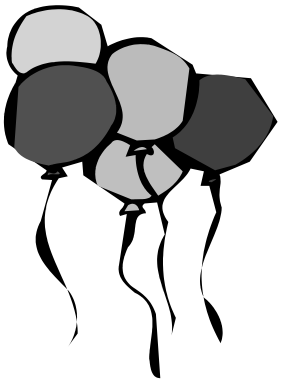

I love my birthday
You know I do
It's a special day

That you have too,
Birthdays are fun
Birthdays are great
If I had one wish that would be granted
That wish would be to have my birthday everyday

A mother is someone . . .

Suzan Gomes, 5th Grade
North Carolina

What you might know
She is the one
Who makes your heart glow!

When you need help on homewark
She is always there
Her heart,she is always
Willing to share.

When Summer or winter comes
A mother makes you cozy at night
So you feel warm or cool
As if just right

She gives hope
She gives care
There is a place in her heart everywhere
If something goes wrong
And you don't know what to do
She will always be there for you

So this is a mother
What you just read
Sorry, got to go
It's time for bed

কবিতা গুচ্ছ

শিউলী গমেজ (পাচু)-এর দু'টি কবিতা

রেলে, নর্থ ক্যারোলিনা।।

পিতার আদর

পিতা মাতা মহ সমভুবনে, কে বা আছে তাহাদের সম
নেই স্নেহ প্রেম ভালবাসা যদিনা দেই শ্রদ্ধা তাদের।
পিতঃ সম তুমি মহান করেছ মোদের লালন-পালন,
১৬তে এসেছিলাম ঘরে তোমার দিয়ে ছিলে পিতার পুরো আদর
নিজের পিতার ভালবাসা ভুলতে, নিয়ে ছিলে বুকে টেনে
আবদার রাখতে সর্বক্ষণে, মিথ্যে ছিলনা সেই পিতৃ স্নেহে
দুঃখ পেলে এসে বলতে ভুলে যাও দুঃখ মনে করো সুখ
হাত ধরে শিখিয়ে ছিলে কেমনে চলতে হবে দুঃখ ভরা পথ
বুঝিয়ে ছিলে কষ্টের পর সুখ, দুঃখের পর শান্তি।
এই ছিল জীবনের সব কিছুর উর্দ্ধে তোমার,
পথ চলে শান্তি পেতাম, দুঃখ ভুলে আনন্দে মাততাম।
ভুল হলে ক্ষমা করে দেখাতে কি করে শুধরাতে হবে,
কি করে শান্তির মাঝে সবাইকে আপন করে,
জীবন সংগ্রাম পার করে মিলে-মিশে থাকতে হবে।
তাই আজ এই দিনে শ্রদ্ধার শ্রদ্ধাঞ্জলি করি চরণে তোমার,
দুহাত ভরে আশিষ বারি ঢালো মোদের মাথায়।
দুঃখ যদি দিয়ে থাকি কভু মনে তোমায়,
ক্ষমার দানে পুণ্য করে তুলো সেই পাপভার।
হৃদয় জুড়ে থাকবে তুমি সারা জীবন ভর,
তোমার আশিষে থাকবো মোরা সুখে চিরন্তর।

স্বর্গীয় বেনিডিক্ট গমেজ এর স্বরণে
মৃত্যুঃ ২০শে নভেম্বর ২০০৪ খ্রী:

ভালো লাগা

বিদীর্ণ এই দুপুরে চারদিকে হাহাকার
মনের মাঝে শূণ্য অন্তর বিস্তীর্ণ মাঠ,
চোখে ভ্যাপসা গরমের নোনতা জল
সব মিলিয়ে বদ্ধ পচা গরমের আবিরভাব,
তারই মাঝে একটু ভালবাসার আলো কতইনা ভালো।

চৈত্রের গরমের তাপে যখন কৃষকের হাতে লাগল,
তখন কৃষাণীর কথা ভেবে মনে শান্তি পাওয়া কতইনা ভালো।
মাঘের শীতে জেলের হাতে যখন মাছ ধরার জাল,
তখন জেলেনীর চোখের সুখের সপ্নের কথা ভেবে
জেলের ভাললাগা কতইনা ভালো।

ফাগুনের বাতাসে ফুলের গন্ধে বসন্তের কোকিলের কণ্ঠে
সে ভালো লাগা তা নতুন প্রেমিক-প্রেমিকার মনের
প্রথম ভালো বাসার মত কতই না ভালো।

তাই জীর্ণ শিশুর কাতর কণ্ঠস্বর শুনে যদি কেহ
সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দেয় তবে তা সবচেয়ে ভালো।

কবিতা গুচ্ছ

রকি গমেজ (পাচু)-এর দু'টি কবিতা
নর্থ ক্যারোলিনা।।

আমার ছোট জীবন তোমাকে দিলাম

আমার এই জীবনখানি দিলাম তোমার তরে,
ভালবাসার বেড়া জালে জড়িয়ে ধরো মোরে।
মন্দ ছেড়ে ভালর পাশে থাকি যেন আমি,
কষ্ট ভুলে ব্যাথা ভুলে হাসতে যেন পারি।
তোমার তরে জীবনে যেন না দেই কষ্ট কাউকে,
নিজের ব্যাথা ভুলে যাব পরকে আপন করে।
ভালবেসে ক্ষমার দানে শিখাবো মন্দের জয়
কান্না ভেজা চোখে যেন ফুটাতে পারি হাসির জয়।
শত্রু ভুলে বন্ধু হবো ভুলে যাব সব দুঃখ
কাছে টেনে বুকে ধরে ভুলে যাব সব কষ্ট।
এই জীবনের যত ভুল যত পাপ ক্ষমা কর প্রভু
তোমার তরে সপে দিলাম আমার জীবন তমু।।

বোনটি

বোনটি আমার লাবনী
শোনে না কথা একটি,
মেতে বসে কান্না
ভাল লাগে না তার রান্না।
পড়তে বসলে বায় না ধরে
দিতে হবে নতুন বই,
বই না পেলে মন ভরে না
দেয় না পড়ায় মন তেমন।
পেলে মনের মত সব কিছু
খুশীতে ভরে তার চোখ দুটো।

কবিতা গুচ্ছ

অসহায়

অপূর্ব জেরাল্ড গমেজ
সিডনী, অষ্ট্রেলিয়া

আমার অনেক কষ্ট, আমি বড় অসহায়।
আমার বাঁচার অনেক সাধ ছিল-
এখন আমি বেঁচেও মরে আছি।

আমার বড় হওয়ার অনেক সাধ ছিল-
হতে পারিনি।
কেউ আমার হাত ধরেনি।
এখন আমার বুক ফাটা কান্না।

আমার বন্ধুরা আমাকে এগিয়ে যায়,
ওদের অনেক টাকা।
ওরা আড্ডা দেয়, হাসে, 'এটা ওটা' খায়-
আমি ওদের আসরের যোগ্য নই।
ওদের হাসিতে 'অনেক' অহংকারের নির্লজ্জ ছায়া।

আমার আপন জনেরা আমার পর হয়ে গেছে,
শিক্ষিত হয়ে-শিক্ষার অন্ধ আলোতে-
ওরা আমাকে, আমার গ্রামকে,
আমাদের ভুলে গেছে।

আমারকে বাঁচানোর রাস্তা দেখানোর-
মত সময় ওদের নেই।
ওদের ভাবনার বস্তু হওয়ার মত যোগ্যতা আমার নেই।
ওরা শিক্ষার মিথ্যা অহংকারে মোহিত।
ওরা সমাজ থেকে আলাদা-
ওরা একা।

আমি সুন্দরভাবে বাঁচতে চেয়েছিলাম,
আমি বড় হতে চেয়েছিলাম,
আমি বাংলাকে জানতে চেয়েছিলাম,
বাংলা সাহিত্যকে জানতে চেয়েছিলাম- পারিনি।
কেই আমাকে বাঁচতে শেখায়নি।
আমার মা-বাবা, ভাই-বোনেরা জানে না বাংলাকে;
তারা বোঝে না হুমায়ুনের হিমু আমাদের কি শেখাতে চায়-
তারা রবীন্দ্রকে চেনে না- ভালমত,
'দেবতার গ্রাস' পড়ে তাদের চোখে জল আসে না।
কার হাত ধরে আমি বড় হবো?
আমি বাঁচতে চাই।
আমি সুন্দরভাবে বাঁচতে চাই ।।

কবিতা গুচ্ছ

ওয়াল্টার বিশ্বাস-এর কয়েকটি কবিতা

নতুন ধর্মের শুভাগমন

মানুষের তৈরী ধর্ম
সৃষ্টি করেছে ইতিহাসে
বিবাদ বিদ্বেষ রক্তপাত অধর্ম,
শান্তির নামে অশান্তি।
হিংসার বুদ বুদ লাভারাশি
ধর্ম অর্ধেক করেছে সৃষ্টি,
অর্ধেক করেছে পাপ, মানুষ পাপী।
পাপী মানুষের মনগরা ধর্ম
জানে না স্বর্গীয় প্রেম,
যে প্রেম
উঠে না রেগে অপ্রেমে
করে না হিংসা, ঈর্ষা, গর্ব,
আত্মশ-াঘা, স্বার্থপ্রচেষ্টা...
যে প্রেম
চিরসহিষ্ণু চিরমধুর

ভিখারী

হে পাপহারী
তোমার ক্রুশের সম্মুখে
নগ্ন আমি;
পারি না লুকাতে
এই দেহ মন।
প্রতিটি অঙ্গ প্রতঙ্গ অনাবৃত
আমি উলঙ্গ
আমি পাতকী
আমি মহাপাপী
আমি ভিখারী
আমি ভিখারী
দাও, দাও ক্ষমা এক মুঠি
হে মোর ত্রাণকারী।

গর্বিত আমি

হে 'আমি'
তোমাকে চিনি
যুগ যুগ ধরে
নানা রূপে বর্ণে আকারে প্রকারে।
তুমি যখন সাধারণ আমি
তখন তুমি সুন্দর অতি,
কারো তোমাতে নাই অতৃপ্তি, শঙ্কা ভীতি!
কিন্তু তুমি যখন উদ্ধত-গর্বিত আমি,
তখন তুমি ভয়ঙ্করি, সর্বনাশি।
হে দাম্ভিক,
তুমি বাস কর আমারি মাঝে,
অথচ তুমি দৈর্ঘ্যে প্রস্থে
দশ গুণ বড় আমা হতে।
তুমি যাহা নিজে, তাহা হতে
আপনাকে মনে করো অতি উচ্চে
বাবিলের গর্বিত টাওয়ারের মত আকাশে।
তোমার ঐ গর্বোদ্ধত আমির শ্বাসে প্রশ্বাসে
প্রেমের বায়ু নাহি বহে।
হে উদ্ধত আমি,
শোন সর্গের কথা,
'প্রেম গর্ব করে না।'
তোমার ঐশ্বর্য্য সৌন্দর্য্য বুদ্ধি জ্ঞান
প্রেমের আলোতে হয় আরো আরো সুন্দর-মহান।
চেয়ে দেখ দর্পণে
গর্বের আভরণে
মুখশ্রী তোমার
কি ভীষণ কুৎসিত কদাকার।
ইতিহাসে গর্বিতের পর্ব
সমুলে হয়েছে খর্ব
চূর্ণ বিচূর্ণ নিশ্চিহ্ন।
কে আমি ঐ ক্রুশের সম্মুখে?
আমি পাপি!
আমি মহা পাপি ॥
আমি ভিখারী,
এক মুঠি ক্ষমা দাও হে ত্রাণকারী!

কবিতা গুচ্ছ

অবলুপ্ত পৃথিবীর কথা

সুবর্ণা জ্যাসিন্তা গমেজ
হার্টফোর্ড, কানেকটিকাট

আমি এখন শুধুই এক তামাটে পৃথিবী
তোমাদের তীক্ষ্ণ গবেষণায় আমি আজ নবসজ্জিত
আমি এখন বহন করিনা কোন জীবের অস্তিত্ব
মর্মে ধারণ করিনা কোন ঋতু বৈচিত্র্যকে,
তোমাদের সভ্যতা, প্রযুক্তি আর বিজ্ঞানের যাদুস্পর্শে
আমি আজ কঠিন শিলায় পরিণত হয়েছি।
আমাকে আঘাত করলে এখন আর হবে না ধূলিঝড়,
মেঘের ঘর্ষণে অঝরে নামবে না বর্ষণ
বায়ুশূন্য পৃথিবী আমি থেমে গেছি চিরতরে।

আমার আটলান্টিক এখন শুধুই বালুচর
বিস্তীর্ণ শৈবাল সাগর আজ যেন শুকনো খড়কুটো
জলপ্রপাত সেও থেমে গেছে অনেক আগেই।
ধূপছায়া অন্ধকার আমরা নীলিমা সীমান্ত
সবুজ প্রান্তর তাও এখন বালুকাহিনী মাত্র
কালো ধূসরে ঢাকা পৃথিবী আমি
পথ চলেছি অন্ধ পথিকের মতো।

যদিও থেমে গেছি তবুও ফুরিয়ে যাইনি
আগামী প্রজন্মকে উপহার দেব বলে
মাটির স্তরে লুকিয়ে রেখেছি মানুষের সৃষ্ট ধ্বংসযজ্ঞ
সম্পদের পাহাড় গড়েছি রকমারি যুদ্ধাস্ত্র দিয়ে।
অচীন গ্রহের বাসিন্দা তুমি একবার এসো সময় করে
দেখে যেয়ো ভিন্ন পৃথিবীর নতুন সৌন্দর্য্যকে।

তোমাকে শোনাবো প্রগতিময় পৃথিবীর যৌবনের কথা,
কৈশোরের উষালগ্নের প্রাচীন সভ্যতার ইতিহাস,
সহস্রাব্দের আমিত্ব হারানো ব্যথিত পৃথিবীর
সেদিনের সেই শেষ সূর্যাস্তের মর্মকথা।
মহাকাশের হে পথিক - উলট পালট আমাকে তুমি
নতুন নামে পরিচয় করিয়ে দিয়ো বিশ্ব ব্রহ্মান্ডের মাঝে
পৃথিবী নামের সমাধি দিয়ো অন্ধভূমি গর্ভে।।

অভাব

প্রেমা ম্যাগডেলিন কস্তা
ঢাকা, বাংলাদেশ

আজও সয়েছে বিষমাখা কথাগুলো,
করেও যদি ভুল করে কোন ভুলো।
এই পৃথিবীতে অধিকারের এখনও জাগে প্রশ্ন,
ভালবাসা আর স্নেহ মমতা এখনও কি তবে উষ্ণ।
মনে মনে প্রশ্ন জাগে পেয়েছি কি আমি সুখ,
আজও দেখী কন্দ্রনরত দুঃখিনী মায়ের মুখ।
কি যে বড় যন্ত্রণা কাকে বোঝাবো আমি,
কি খেলা খেলল কি মজা পেল ঐ অর্ন্তজামি।
আজ থেকে ১৪ বছর আগে এক কাল সন্ধ্যায়,
চর্তুভুজের বেড়া ভেঙ্গে চলে গেল বড় মায়ায়।
সেই ত্রিভুজ হয়ে কষ্ট মনের ভেতর জমা,
দু বাহু যদি করে কখনও এই পৃথিবীরে ক্ষমা।
পরশ্রীতার দুঃখ যে কি হয়, লোকে কয়,
তা যেন নাহই এই প্রার্থনা তার কাছে রয়।
ছোট্ট যখন ছিলো বুঝেনিতো মনের কষ্ট,
পরের দ্রব্যে অধিকারের ছিল সব মূলের নষ্ট।
আজ যখন ষোল কি আঠার বয়স হয়েছে,
সব বুঝে তবু সব শুনো তবু নিরবে সয়েছে।
উঠতে বসতে খেতে যেতে সেকি স্বভাব,
এখন একটু একটু করে মনে পড়ে তার অভাব।

মহাসমারোহে ২য় বাঙ্গালী খৃষ্টান সম্মেলন অনুষ্ঠিত

গত ২রা ও ৩রা জুলাই ২০০৫ মেরীল্যান্ড সেরউড হাইস্কুল মিলনায়তনে অত্যন্ত জাঁকজমকপূর্ণভাবে ২য় বাঙ্গালী সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। আমেরিকার বিভিন্ন স্টেট, কানাডা, বারমুডা ও বাংলাদেশ থেকে আগত অতিথীদের উপস্থিতি এই মিলনমেলাকে করে তোলে এক স্মরণীয় অনুষ্ঠানে। দুই দিনের এই অনুষ্ঠান ছিল সেমিনার, প্রার্থনা, নাচ, গান, কবিতা, মুক্ত আলোচনার আসর। অনুষ্ঠান প্রধান অতিথি আসন অলংকৃত করেন বাংলাদেশে রাষ্ট্রদূত মহামান্য শমসের মোবিন চৌধুরী। বিশেষ অতিথি হয়ে আসেন মনসিনিয়র মাইকেল ডবি-উ ফিশার, কাউন্সিল মেম্বার ফর এশিয়ান এফেয়ার অব মেরীল্যান্ড জনাব গুলাম ইরসাদ, সেন্ট ক্যামিলুস চার্চ, মেরীল্যান্ড-এর পুরোহিত রেভা. লরেন্স হেইজ ও প্রবাসী স্পিরিচুয়াল এডভাইজর রেভা. ষ্ট্যানলী গমেজ।

অনুষ্ঠানের শুরুতে সকলকে স্বাগত জানান কনভেনর মিঃ হিউবার্ট অরুণ রোজারিও। কী নোট স্পিকার হিসেবে বক্তব্য রাখেন ডঃ বনিফাস কস্তা, ডঃ যোসেফ ডি. সিলভা ও ডঃ ইগনেশিয়াস এস গমেজ। পরিশেষে বক্তব্য রাখেন মহামান্য রাষ্ট্রদূত মিঃ শমসের মোবিন চৌধুরী।

মধ্যাহ্ন ভোজের পর শুরু হয় ছোট্টমনিদের সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান। টরেন্টো, মন্ট্রিয়েল, মেরীল্যান্ড, ভার্জিনিয়া, শিকাগো ও ওয়াশিংটন ডিসি'র শিল্পীদের মনোজ্ঞ অনুষ্টান সকলকে মুগ্ধ করে। সন্ধ্যায় যুবক-যুবতীদের কবিতার আসর এবং কাদেরী কিবরিয়ার একক সঙ্গীতানুষ্ঠান ছিল উলে-খযোগ্য।

দ্বিতীয় দিন, ৩রা জুলাই, দিনের শুরুতে থাকে বাংলা খ্রীষ্ট যাগ, তাতে পৌরহিত্য করেন রেভা. ষ্ট্যানলী গমেজ ও রেভা. লেরী হেইজ। দুপুরে আলোচনা সভা, বিকেলে নর্থ ক্যারোলিনা, প্রবাসী বেঙ্গলী খ্রীষ্টান এসোসিয়েশন ও স্থানীয় শিল্পীদের অনুষ্ঠান সকলকে আনন্দে মুখরিত করে।

সম্মেলন উপলক্ষে বিশেষ স্মরণিকা ছিল অত্যন্ত আকর্ষণীয়। এছাড়াও মিনা বাজারের আকর্ষণীয় স্টল সমূহ ছিল সত্যিই উপভোগ্য। মেরীল্যান্ড, ভার্জিনিয়া ও ওয়াশিংটন ডিসি'র বাঙ্গালী খ্রীষ্টানদের সমবেত প্রচেষ্টা ও ঐক্যতার ফসল এই সম্মেলন উপস্থিত সকলের হৃদয়ে হয়ে থাকবে অবিস্মরণীয়।